চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 148 Sunday, 28 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা ❋ ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১ রবিবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজস্থান ও বিহার-সহ বেশ কিছু রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে কংগ্রেস। শনিবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। ...বিস্তারিত পাতা ২

কর ঘটিত বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটাতে রাজ্য সরকার পণ্য পরিষেবা কর সংক্রান্ত দুটি নতুন আপিল আদালত তৈরি করছে। ..বিস্তারিত পাতা ৩

ভোট পরবর্তী স্কুটিনির পর ইভিএম বন্দি হলো স্ট্রংরুমে। আর এরপর স্ট্রংমের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। ..বিস্তারিত পাতা ৫

বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় অ্যাথলিটদের জয়জয়কার। শনিবার সাংহাইয়ে তিরন্দাজির বিশ্বকাপে কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সংক্ষিপ্ত খবর

ফের হেলিকপ্টারে বিপত্তি! বসতে গিয়ে পড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ ফের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিপত্তি। দুর্গাপুর থেকে কপ্টারে চড়ে আসানসোলে জনসভা করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা। কপ্টারের মধ্যে পড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে অবশ্য পরিস্থিতি সামলে নেন সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা। ফলে বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা মিললেও মুখ্যমন্ত্রী সামান্য চোট পেয়েছেন বলেই সূত্রের খবর। লোকসভা ভোটের প্রচার গত ৩১ মার্চ থেকে জেলায় জেলায় প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ ঘুরে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র নির্বাচনী সভা সেরেছেন তিনি। শনিবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে জোড়া নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানেই বিপত্তি। এদিন দুপুর ১টা ২০ নাগাদ দুর্গাপুরের একটি হোটেল থেকে রওনা হন তিনি। গান্ধী মোড় মেলা ময়দান থেকে কপ্টারে উঠেছিলেন। কপ্টারের ভিতরে আসনে বসতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খান। বসার সময় পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামলে দেন। এই দুর্ঘটনার জেরে কপ্টার রওনা হতে সামান্য দেরি হলেও আসানসোলের কুলটির সভায় পৌঁছে যান তৃণমূল সুপ্রিমো। এর পর তিনি সভা করবেন আসানসোলের উষাগ্রাম বয়েজ স্কুল মাঠে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে কপ্টার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেবারও জলপাইগুড়িতে আচমকা অবতরণের সময়ে প্রবল ঝাঁকুনিতেও কোমরে চোট পান তিনি। সেসময় চিকিৎসকদের পরামর্শে বেশ কিছুদিন বিশ্রামে ছিলেন। পরে ফের ব্যস্ত কর্মজীবনে ফিরলেও সেই চোট মাঝেমধ্যে তাঁকে কাবু করে। আর বছর খানেকের মধ্যে ফের সেই কপ্টারে দুর্ঘটনা। যদিও এবার বড়সড় কোনও সমস্যা হয়নি। কুলটির সভায় নির্দিষ্ট সময়েই তিনি জনসভা শুরু করেন।

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করতেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এবং এনএসজি যৌথভাবে গতকাল সন্দেশখালি তে অভিযান চালিয়েছে বলে অভিযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে। কোন আগাম নোটিশ ছাড়াই তারা এই অভিযান চালিয়েছে বলে দলের তরফে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন পরিকল্পনা করেই বিজেপির মদতে এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে।

কাসভকে ফাঁসিতে ঝোলানো আইনজীবীকে টিকিট দিল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনে বড় চমক। মুম্বই হামলার চক্রী আজমল কাসভকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নেপথ্যে যার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি বলে ধরা হয়, সেই আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমকে টিকিট দিল বিজেপি। বর্ষীয়ান এই আইনজীবী বিজেপির টিকিটে লড়বেন উত্তর-মধ্য মুম্বই লোকসভা কেন্দ্র থেকে। স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বল নিকম আইনজীবী হিসাবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম মধ্যে অন্যতম হল মুম্বইয়ে ২৬১১ জঙ্গি হামলার মামলা। গোটা দেশের নজর ছিল সেই মামলায়।

'ওরাই গাড়িতে করে নিয়ে আসেনি তো?' অস্ত্র উদ্ধারে সন্দেহ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কুলটি, ২৭ এপ্রিল ঃ শেখ শাহজাহানের গড়ে মেঝে খুঁড়ে উদ্ধার বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র। এই ইস্যুতে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। প্রথমবার মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আধিকারিকরাই গাড়িতে করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সন্দেশখালিতে যায়নি তো, সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে শনিবার কুলটিতে নির্বাচনী প্রচার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলায় একটা চকোলেট বোমা ফাটলেও এনআইএ, সিবিআই, এনএসজি। যেন যুদ্ধ হচ্ছে। রাজ্য পুলিশকেও জানায়নি। কী কী পাওয়া গিয়েছে জানা যায়নি। এটাও তো হতে পারে ওরাই গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিল। বোমা মেরে চাকরি খেয়ে ভোটে জিতবে ভাবছে। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ বোম মেরে, চাকরি খেয়ে ভোটে জিততে পারবেন না। এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি আগে দেখিনি। শুধু বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করেন।'' শনিবার কুলটির জনসভায় এই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'গতকাল মোদী বলেছেন, বাংলায় তৃণমূলের জন্য উন্নয়ন থেমে গিয়েছে। ভারতের জিডিপি ৮.৮৭ শতাংশ। বাংলায় ১১.৮৪ শতাংশ। আপনি আগে পদত্যাগ করুন। তার পর এ সব বলুন।'' কুলটির সভা থেকে মমতার হুঙ্কার, 'দুই দফার নির্বাচনের পরেই ঘাবড়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিজেপি কিছুতেই জিততে পারবে না।'' কেন্দ্রের সরকারকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুনছি এখানকার কয়লাখনি বিক্রির চক্রান্ত হচ্ছে। এখানে কর তুলে নিয়ে গেলেও আমরা সুবিধা পাই না। রেশন বাবদ ১২ হাজার কোটি টাকা দেয়নি কেন্দ্র।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভোট মিটে গেলেই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে। বলে দিলাম। আমরা যা বলি তাই করি। আমরা যা দেব বলি তাই দিই। বিজেপি যা বলে তা করে না। আমরা বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করছি।'' মমতা বলেন, 'আমরা অনেক বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আরও বাড়ি করে দেব। ডিসেম্বর মাসে ৬০ হাজার টাকা দেব। পরে আরও ৬০ হাজার দেব। ওষুধের দাম বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার। প্রেসার, সুগারের ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে মোদীর দাম কমেছে।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুনছি আগের বার বিজেপি প্রার্থী টাকা দিয়ে জিতেছিলেন ভোটে। এ বারও টাকা ছড়ানোর চেষ্টা করা হবে। টাকা দিতে এলেই আগে ১৫ লক্ষ চাইবেন।''

পুরসভা এলাকায় বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে সরব মেয়র পারিষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ২৭ এপ্রিল ঃ বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে সেখানে চলছে ফ্রিজ, টিভি এমনকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রও! কাগজ কুড়ানিদের ঘরে এমন ছবি দেখে তাজ্জব মেয়র পারিষদ (বিদ্যুৎ) সন্দীপরঞ্জন বক্সি। মধ্য কলকাতায় পুরসভার ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার ওপরে সংসার পেতেছে কাগজ কুড়ানিরা। অভিযোগ উঠছে, টিনের ঘর, বাঁশের উপর বেআইনিভাবে সুইচ বোর্ড লাগিয়ে তাতে দিব্যি চালনো হচ্ছে ফ্রিজ, টিভি। এ ধরণের বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। খবর পাওয়া মাত্রই তা খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি। গোটা কলকাতা জুড়েই কাগজ কুড়ানিরা নানান জায়গায় জবর দখল করে সংসার পেতেছেন। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন কলকাতা পুরসভার বর্ষা নিয়ে বৈঠকে সেই বিষয়টা উঠে এল। কাগজ কুড়ানিদের অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে গোটা শহরে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলেও বলা হল। একাধিক এলাকায় লাইটপোস্ট থেকে বিদ্যুৎ চুরি করে সংসার পেতেছে কাগজ কুড়ানিরা। লাইটপোস্ট থেকে বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে তাঁরা ঝুপড়িতে টিভি, ফ্রিজ চালাচ্ছেন। বিদ্যুৎ চুরি করার পর বেরিয়ে থাকা তারই বর্ষায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিম নির্দেশ দিয়েছেন, বর্ষা আসার আগে শহরের সমস্ত লাইটপোস্ট, ইলেকট্রিক বক্স খতিয়ে দেখতে হবে। ফিরহাদ জানিয়েছেন, কোনও জায়গায় খোলা ইলেকট্রিক বক্স কিম্বা ভাঙাচোরা বিপজ্জনক লাইটপোস্ট থাকলে তা অবিলম্বে বদলে দিতে হবে। তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে কলকাতায়। তারই মধ্যে বর্ষা নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছিল কলকাতা পুরসভা। এদিন বর্ষা বৈঠকে সমস্ত বিভাগের মেয়র পারিষদ ছাড়াও হাজির ছিলেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শুভঙ্কর সিনহা সরকার, দমকল বিভাগের আধিকারিক, সিইএসসি প্রতিনিধিরা। বেলেঘাটা জল জমার সমস্যা মেটাতে নিকাশি নালা থেকে পলি তোলা হবে। তার জন্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চেয়েছে পুরসভা। এদিন বৈঠকে এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষকে ধমক দেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। দেখা গিয়েছে শহরের একাধিক উড়ালপুল অন্ধকারে ডুবে। দেবাশিস কুমারের প্রশ্ন, এজেসি বোস ফ্লাইওভার, গড়িয়াহাট উড়ালপুলের আলো মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকছে কেন? বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুন। অভিযোগ উঠছে কেইআইআইপি-র কাজ নিয়েও। বোরো চেয়ারম্যান রত্না শূর জানিয়েছেন, কেইআইআইপি হরিদেবপুরে পুরনো পাইপ বদলে তা ফেলে রেখেছে রাস্তার ওপর। এতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম এদিন কমিশনার ধবল জৈনকে নির্দেশ দিয়েছেন, একটা সার্কুলার তৈরি করুন। পুরনো পাইপ বদলে তা রাস্তায় ফেলে রাখা যাবে না। সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তা ফেলতে হবে সুপারভাইজার নির্মাণ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের প্ল্যান্টে।

'কাকু'-কে জেরা, জেলে গেল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে আরও বিপাকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের 'কাকু'। সিবিআইয়ের ফরেন্সিক রিপোর্টে মোবাইল ফোন থেকে সংগৃহীত ভয়েস ক্লিপিং-এর সঙ্গে মিলে গিয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বর। আর এবার নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তাঁকে জেরা করতে জেলে গেল সিবিআই। গত বুধবার সুজয়কৃষ্ণকে জেলে গিয়ে জেরার অনুমতি চেয়ে কলকাতার বিচার ভবনে বিশেষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর শনিবার প্রেসিডেন্সি জেলে হাজির হলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে জেরার পরই শনিবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে পৌঁছন সিবিআই কর্তারা।

সিবিআই-এনএসজি তল্লাশির পরদিনই তোপ মমতার

বিজেপির ডুবন্ত জাহাজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ এপ্রিল ঃ মেঝের নিচে লুকনো বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র! সন্দেশখালিতে সিবিআই, এনএসজির তল্লাশিতে মিলেছে অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ। তা নিয়ে ভোটবঙ্গে চলছে ফের জোর চাপানউতোর। আর ঠিক তার পরদিনই ঙ্গ হ্যান্ডেলে বিজেপিকে তীব্র নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপির ডুবন্ত জাহাজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তোপ তাঁর। মমতা লেখেন, দ্বিতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। টাকা এবং পেশিশক্তির জোরে ভোট বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে জনসভা করেছি। মানুষের শক্তি ঠিক কতটা তা নিজে চোখে দেখেছি। বিজেপির ডুবন্ত জাহাজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। জয় অনিবার্য। ভোটমুখী বাংলায় ফের ফোকাসে সন্দেশখালি। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সন্দেশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় সিবিআই। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিবিআই এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলা হয় মেঝে। আর সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। বিকেলের দিকে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে সুদূর জার্মানির অস্ত্রশস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা

ওই এলাকায় যায় গঙ্কক্স। মেঠো পথ দিয়ে ভেড়ি ঘেরা রহস্যময় বাড়িতে পৌঁছয় এনএসজির রিমোটচালিত রোবট। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশিতে ওই বাড়ি থেকে একটি রহস্যময় ব্যাগ বের করে আনে রোবট। সিবিআই সূত্রে খবর, তল্লাশি চালিয়ে শাহজাহান ' হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই রহস্যময় বাড়ি থেকে এমন পিস্তলও উদ্ধার হয়েছে, যা শুধুমাত্র পুলিশই ব্যবহার করতে পারে। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে চর্চা। ঠিক তার পরদিনই ঙ্গ হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রথম দফার পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয় পর্বেও!

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রথম দফার পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয় পর্বেও! ভোটদানে অনীহার ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে! রাজ্যে ফের কমল ভোটদানের হার। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট বলছে, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে তিনটি আসনে গড়ে ভোট পড়েছে ৭৫.৫৯ শতাংশ। ২০১৯ সালে এই তিন কেন্দ্রে ভোটদানের গড় হার ছিল ৮০.৯ শতাংশ। দার্জিলিংয়ে বরাবরই উৎসবের মেজাজে ভোট হয়। এবার কিন্তু পাহাড়ে চিত্রটা ছিল অন্যরকম। স্থানীয় রাজনৈতিক মহল বলছে, ভোট হয়েছে নিঃশব্দে। অন্যান্যবার সুবাস ঘিসিং, বিমল গুরুং, বিনম তামাং-দের 'হুইপ মেনে ভোট হয়। এবার কিন্তু একেবারে 'স্বাধীন ভোট হয়েছে। অথচ এবারই নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব দেখা গেল পাহাড়ে। দার্জিলিংয়ে ভোট পড়েছে ৭১.৮৯ শতাংশ। গতবার যেখানে ভোট পড়েছিল ৭৯.৩৩ শতাংশ। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ বলছে, প্রতিবার রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতির শুকনো চিড়েতে এবার আর পাহাড়ের মন ভেজানো যায়নি। তাই ভোটের প্রতি কার্যত বীতশ্রদ্ধ ছিল পাহাড়বাসী! তারই প্রতিফলন ভোটবাক্সে ঘটল। কম পড়ল প্রায় ৮ শতাংশ ভোট। এর সুবিধা কোন দল পাবে, তা অবশ্য স্পষ্ট হবে ৪ জুন। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ভোট পড়েছে ৭৬.১৮ শতাংশ। যেখানে গতবার ছিল ৭৯.৮৮ শতাংশ। প্রায় তিন শতাংশ কম ভোট পড়েছে এবছর। পাহাড়ের মতো এখানে অবশ্য কারণ নিয়ে বিশেষ ধন্দ নেই। ভোটের দিন বেশ গরম ছিল সেখানে। তাপপ্রবাহও হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বুথমুখী হয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম ভোটার।

'যোগ্য'দের চাকরি ফেরানোর দাবি নিয়ে এসএসসি ভবন ঘেরাও, বাম-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ 'যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর দাবি। এসএসসি ভবন ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল বাম-ছাত্র যুব সংগঠন। সেই মিছিল করুণাময়ী পৌঁছনোর আগে মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। বাধা উপেক্ষা করে এগনোর চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ ও বাম ছাত্র যুব সংগঠনের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। আর তার জেরে রণক্ষেত্র করুণাময়ী। গত সোমবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। ২০১৬ সালের প্যানেল পুরোটাই বাতিল করে দেওয়া হয়। তার ফলে চাকরি হারান ২৫ হাজার ৭৫৩ জন। চাকরিহারাদের মধ্যে 'যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে শনিবার এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বাম ছাত্র যুব সংগঠন। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। চাকরিহারাদের

একাংশও ওই মিছিলে অংশ নেন। অভিযোগ, করুণাময়ীর আচার্য সদনের সামনে পুলিশ মিছিল আটকায়। ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে পুলিশ বাধা দেয়। প্রথমে বচসা। পরে সময় যত গড়াতে থাকে ততই উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। এর পর পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আচার্য সদনের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মিনাক্ষীরা। বিক্ষোভকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। মিনাক্ষীর আরও বলেন, 'আমরা এসএসসি ভবনে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের আটকে দেয়। অনেককে আটক করেছে। তাঁদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে।'' এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'

মনোনয়ন বাতিলে বিজেপি প্রার্থীকে আক্রমণ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ এপ্রিল ঃ এবারের লোকসভা ভোটে তিনি নিজেও প্রার্থী। ডায়মন্ড হারবারের মতো হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে এখনও সেভাবে প্রচারে দেখা যায়নি তাঁকে। কারণ, তিনি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক। তাই জেলায় জেলায় ঘুরে বিভিন্ন কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি গেলেন বীরভূমের খয়রাশোলে, তারকা প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে জনসভা করতে। আর সেখান থেকেই তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন এই কেন্দ্রে সদ্য মনোনয়ন বাতিল হওয়া বিজেপি

প্রার্থী, আইপিএস দেবাশিস ধরকে। তাঁর কটাক্ষ, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কেন হঠাৎ অভিষেক বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এতটা কড়া আক্রমণ শানালেন? একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের শীতলকুচির বুথে ঘটে গিয়েছিল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অভিযোগ, ভোটের সময় গন্ডগোলের জেরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তা নিয়ে শোরগোল কম হয়নি। সেসময় জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস ধর। ঘটনার জেরে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে ছিলেন। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে আচমকা চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেবাশিস ধর বীরভূমে বিজেপির প্রার্থী হন। কিন্তু সদ্য তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বীরভূম থেকে বিজেপির হয়ে লড়বেন দেবতনু ভট্টাচার্য। রাজ্য পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেও 'নো ডিউস সার্টিফিকেট' পাননি দেবাশিস ধর। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে পদত্যাগে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। সেই কারণে মনোনয়ন বাতিল হয়েছে তাঁর। অর্থাৎ ভোটে লড়তে পারবেন না আইপিএস। এ নিয়ে তিনি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেও মামলা গৃহীত হয়নি। তা নিয়েই এদিন দেবাশিস ধরকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আইপিএসকে কটাক্ষ করেছেন বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ও। তাঁর কথায়, ওঁর অবস্থা লগ্নভ্রষ্টা কনের মতো। সব প্রস্তুতি শেষ। শেষে বরই এল না। বিয়েও হল না।

ভারী বৃষ্টির জন্য বহু রাজ্যে কমলা সতর্কতা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ গরম নয়, দেশের এবার বিভিন্ন রাজ্যে ঝা, বৃষ্টির ভ্রূকুটি দেখে কমলা সতর্কতা জারি করল আইএমডি। টানা দুদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে। আইএমডি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, আজ ২৭ থেকে আগামী ২৯ এপ্রিলের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর-লাদাখের বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ২৭ ও ২৯ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশের বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ২৯ এপ্রিল পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাংলার ক্ষেত্রে চরম তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করল আইএমডি। শুধু বাংলাই নয়, বহু রাজ্যে ব্যাপক তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী হবে বলে জানা গিয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অংশ এবং উত্তর ওড়িশার কয়েকটি জায়গায় তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এছাড়া উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলা এবং সিকিম, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকাল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ইয়ানামে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

রাজসাক্ষী হতে চান শাহজাহানের ভাই!

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২ এপ্রিলঃ সন্দেশখালি কাণ্ডের কিনারায় এখন শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগীরই মূল ভরসা সিবিআইয়ের? আর তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ীই নাকি শুক্রবার সন্দেশখালিতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পরে বিকেলের দিকে সেখানে যায় গঙ্কক্স। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টানা তল্লাশিতে মেলে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ। সূত্রের খবর, সংঃদেশখালি কাণ্ডে রাজসাক্ষী হতে চান আলমগীর। আর সে কারণেই নাকি সিবিআইকে নানা তথ্য দিচ্ছেন তিনি। শেখ শাহজাহান ছিলেন সংঃদেশখালির 'বেতাস বাদশা'। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর নির্দেশ মতোই চলত গোটা এলাকা। স্রেফ ক্ষমতাবলে জমি, ভেড়ি দখল করতেন শাহজাহান। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। বর্তমানে সেই শেখ শাহজাহান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে। তার ফলে ফাঁকা শাহজাহানের সূত্রের খবর, শাহজাহানের সঙ্গে নাকি ক্ষমতা দখলের লড়াই চলত ভাই আলমগীরেরও। কিন্তু আলমগীরও বর্তমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে। তাই ফাঁকা সাম্রাজ্যে ফের ফিরে গিয়ে এলাকা দখল করতে চান। সূত্রের খবর, সে কারণেই সন্দেশখালি কাণ্ডে রাজসাক্ষী হতে চান শাহজাহানের ভাই। তাই সিবিআইকে সমস্ত তথ্যের জোগান দিচ্ছেন তিনি। এমনকী শাহজাহানের ভাইয়ের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সন্দেশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় সিবিআই। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিবিআই এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলা হয় মেঝে। আর সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। বিকেলের দিকে ওই এলাকায় যায় এনএসজি। মেঠো পথ দিয়ে ভেড়ি ঘেরা রহস্যময় বাড়িতে পৌঁছয় এনএসজির রিমোটচালিত রোবট। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশিতে ওই বাড়ি থেকে একটি রহস্যময় ব্যাগ বের করে আনে রোবট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ৩টি বিদেশি বন্দুক, ১টি দেশি বন্দুক, ১টি কোল্ট অফিসিয়াল পুলিশ রিভলবার, ১টি করে দেশি ও বিদেশি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। বলে রাখা ভালো, কোল্ট অফিসিয়াল রিভলবার একমাত্র পুলিশই ব্যবহার করে। ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে তা আবু তালেবের বাড়িতে এল, তা নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। তবে কি পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র ঘুরপথে শেখ শাহজাহানের হাত হয়ে আবু তালেবের বাড়িতে পৌঁছয়, উঠছে প্রশ্ন। এছাড়া ১২০ রাউন্ড ৯ এমএম বুলেট, পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের ৫০টি কার্তুজ, ৯ এমএম ক্যালিবারের কার্তুজ ১২০টি, পয়েন্ট ৩৮০ কার্তুজ ৫০টি এবং পয়েন্ট ৩২ কার্তুজ ৮টি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। বিপাকে ফেলতে শেখ শাহজাহান ' আত্মীয়ের বাড়িতে ওই অস্ত্রশস্ত্র আলমগীরই রেখেছিলেন কি না, সে রহস্যও অবশ্য দানা বেঁধেছে। তা খতিয়ে দেখছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

লোহিত সাগরে ভারতগামী জাহাজে মিসাইল হামলা হাউথিদের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ ফের উত্তপ্ত হল লোহিত সাগর। ভারতগামী একটি তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল ছুঁড়ল ইয়েমেনের হাউথিরা। গত কয়েক মাস ধরে লোহিত সাগরে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিরা। বিভিন্ন দেশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে সশস্ত্র সংগঠনটি আক্রমণ শানাচ্ছে এডেন উপসাগরেও। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে। বলে রাখা ভালো, গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হাউথিরা। যার হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন, সমুদ্রের গভীর থেকেও হামলাকারীদের খুঁজে বের করবে ভারত। তার পর থেকে ভারতগামী জাহাজে আক্রমণ শানিয়েছে হাউথিরা। ফলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিলে এবার ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে একজোট হতে পারে নয়াদিল্লি। ব্রিটিশ মেরিটাইম সিকিউরিটি ফার্ম অ্যামব্রে সূত্রে জানান গিয়েছে, শনিবার ভারতগামী তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল হামলা চালিয়েছে হাউথিরা। এই আক্রমণে জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, এন্ড্রোমিডা স্টার নামের ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্কারটি সেশেলের মালিকাধীন। এদিন এই হামলার দায় স্বীকার করে হাউথির মুখোপাত্র ইয়াহিয়া সারিয়া দাবি করেছে, পানামার নিশানধারী জাহাজটি ব্রিটেনের মালিকাধীন ছিল। কিন্তু অ্যামব্রের দেওয়া জাহাজটির তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি সেটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকেই লোহিত সাগরে হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন

দেশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে লোহিত সাগরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের হাউথিরা। মিসাইল ছুড়ছে পণ্যবাহী জাহাজে। ইরানের মদতপুষ্ট এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানাচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনও। হামলা করা হচ্ছে জঙ্গি ডেরাতেও। এই আবহে কয়েকদিন আগেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে হাউথিরা। এর ফলে দুস্থ মানুষদের কাছে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দিতে বিঘ্ন ঘটছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। আমি জি ৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছি। এই অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের একজোট হতে হবে। গত বৃহস্পতিবার আমেরিকার এক জাহাজ লক্ষ্য করে ড্রোন ছুড়েছিল হাউথিরা। কিন্তু সেটি আছড়ে পরার আগেই মিত্রবাহিনী তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। যতদিন না গাজায় ইজরায়েলি ফৌজ হামলা বন্ধ করছে ততদিন এই আক্রমণ চলবে। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। যার বদলা নিতে গত সাত মাস ধরে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। খুঁজে খুঁজে আক্রমণ করা হচ্ছে জেহাদিদের ডেরায়। ইজরায়েলি বাহিনীর হাতে নিকেশ হয়েছে হামাসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছেন গাজার নিরীহ মানুষরাও। ইতিমধ্যেই সেখানে মৃতের সংখ্যা ৩৩ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে।

দিল্লিতে ধর্ণা এএপি-র, উঠল 'জেল কা জবাব, ভোট সে' দেওয়ার স্লোগান

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারির প্রতিবাদে দিল্লিতে ধর্ণা দিলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র কর্মীরা। শনিবার সকালে দিল্লির লক্ষ্মী নগর এলাকার কাছে কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে স্লোগান দিতে থাকেন এএপি-র কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন, 'জেল কা জবাব, ভোট সে'।এএপি নেতা তথা পূর্ব দিল্লি সংসদীয় আসনের প্রার্থী কুলদীপ কুমার বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যিনি দিল্লিবাসীকে সর্বোত্তম স্কুল এবং বিনামূল্যে-বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য কাজ করেছেন, বিজেপি তাঁকে ফাঁদে ফেলেছে। কুলদীপ আরও বলেছেন, আমরা লক্ষ্মী নগরের একটি ফুট-ওভার ব্রিজে আছি এবং ' কা জবাব, ভোট সে' প্রচার শুরু করেছি। বিজেপি যে স্বৈরাচার দেখিয়েছে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে তার জবাব দিতেপ্রস্তুত দিল্লির মানুষ।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে গাড়ি উল্টে মৃত এক, আহত ৪

মির্জাপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে মির্জাপুরের আহরাউড়া থানা এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার ফলে একজন যুবকের মৃত্যু হয় এবং ৪ জন আহত হন। মৃতের নাম আয়ুষ রাজ। আহতরা হলেন, অশোক সিং, বাব্বে, রাহুল এবং রাজেশ্বর সিং। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকে সিএইচসি আহরাউড়া নিয়ে গেলে চিকিৎসক আয়ুষ রাজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্য আহতদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ আয়ুষের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসে আগুন, রক্ষা পেলেন ৩৬ জন যাত্রী

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল ঃঅত্যধিক গরমের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে আগুনে পুড়ে গেল একটি বাস। শনিবার ভদগাঁও-এর কাছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের পর একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরে যায়। ওই বাসে কমপক্ষে ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন, আগুন ধরে যাওয়া মাত্রই দ্রুত বাস থেকে নেমে পানে সমস্ত যাত্রীরা। অল্পের জন্য সবাই রক্ষা পেয়েছেন।যাত্রীরা সময়ের মধ্যে নেমে যাওয়ার পরই বাসটি রাস্তার মাঝখানে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। ততক্ষণে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছেন, কিন্তু বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

লখনউতে লাড্ডু খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বহু শিশু

লখনউ, ২৭ এপ্রিল ঃ লখনউতে লাড্ডু খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বহু শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে, লখনউয়ের উজিরগঞ্জ এলাকায়। মেহেন্দি গঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী ১২ টিরও বেশি শিশুকে শুক্রবার গভীর রাতে বমি ও ডায়রিয়ার কারণে বলরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শিশুদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অনুষ্ঠানে লাড্ডু খেয়ে ১২টিরও বেশি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। লাড্ডুগুলি খাওয়ার পরই শিশুদের বমি ও অন্যান্য অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়। তারপরই তাঁদের দ্রুত বলরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বলরামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক হিমাংশু চতুর্বেদী জানিয়েছেন, লাড্ডু খেয়ে ৮টি শিশু এসেছিল। তাদের মধ্যে ৬ জন শিশুকে চিকিসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২জন শিশু সুস্থ আছে, তাদেরও শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। যে দোকান থেকেলাড্ডুগুলি কেনা হয়েছিল সেইদোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আগামী কয়েকদিন জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা

জম্মু, ২৭ এপ্রিল ঃ শনিবার থেকে আগামী কয়েকদিন জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার রাত থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জম্মু ও কাশ্মীরে শনিবার থেকে আগামী কয়েকদিন আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেসঃবেণুগোপাল

অন্যান্য রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজস্থান ও বিহার-সহ বেশ কিছু রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে কংগ্রেস। শনিবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। এদিন তিরুবনন্তপুরমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, রাজস্থান, বিহার এবং অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।তিনি আরও বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর '৪০০ পার' উক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পর মাটিতে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ইন্ডি জোট এবার অবশ্যই জিতবে। প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ নির্বাচনকে মেরুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। সিপিআই (এম)-এর সমালোচনা করে বেণুগোপাল বলেছেন, সিপিআই (এম) নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে হাইজ্যাক করেছে। সিপিআই (এম)-এর লক্ষ্য কেরলে ভোটের হার কমিয়ে আনা।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না ইমরান খান ও বুশরা বিবি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার রাজধানী ইসলামাবাদের একটি জবাবদিহি আদালত এ আদেশ দেন।একই সঙ্গে পাকিস্তানের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর করা ' বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী' মন্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রচার না করতেও গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আদালত।আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় সুষ্ঠু বিচারের অনুরোধ জানিয়ে করা এক আবেদনের নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক রানা নাসির জাভেদ পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান ও তাঁর স্ত্রীর ওপর ' বিরুদ্ধে কথা বলার বিষয়ে ওই নিষেধাজ্ঞা দেন।আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, ইমরান খান সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়েছেন। এটি বিচার বিভাগের মর্যাদাকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বরং ন্যায়বিচার প্রদানের মতো বিচারিক কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত করেছে। আদালতের মর্যাদা ব্যাহত করতে পারে এমন রাজনৈতিক বা উসকানিমূলক বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে আইনজীবী দল, ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের পক্ষের কৌঁসুলিদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন আদালত।ন্রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মচারীদের নিশানা করে দেওয়া ' ও উত্তেজনামূলক বক্তব্য প্রকাশ' করা থেকে সংবাদকর্মীদের বিরত থাকারও আহ্বান জানান বিচারক। সেই সঙ্গে বিচারাধীন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটির যে নীতিমালা রয়েছে, তা অনুসরণ করতে বিচারক সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৮৪ ডলার। তবে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.৩২ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ০.৪৯ ডলার বা ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৫০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.২৮ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.৮৫ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

২০২৩ এর নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের নিয়ে ভবিষ্যত বাণী

প্রণব কুমার ভট্টাচার্যঃকলকাতাঃ ২০২৩ এর নোবেলপ্রাইজ গত ২ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ঘোষণা করতে শুরু করেছিল সুইডেন, স্টকহোমের নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন ,মেডিসিন বা ফিজিওলজির জন্য প্রাইজ থেকে শুরু করে পরপর পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তির জন্য আর ৯অক্টোবরে শেষ হয়েছে ইকোনমিকস এর জন্য সুইডিশ রিসব্যাংক প্রাইজ ফর ইকোনমিকস সাইন্স ইন মেমোরি অফ আলফ্রেড নোবেল দিয়ে। এই নোবেল প্রাইজ ঘোষণার অনেক আগেই , এবং ঘোষনার আগের দিনও নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন,সুইডেন, স্টকহোম, তাদের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বা তাদের ফেস বুক অ্যাকাউন্টে সারা পৃথিবীর লোকজনের কাছেই জানতে চান যে সেই বছরে কারা কারাই বা হতে পারেন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী এবং সেটা নোবেল ফাউন্ডেশন তাদের টুইটার বা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে অফিসিয়ালি পোস্ট করে। উত্তর দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকেই নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনর ফেস বুক বা টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রথমে জইন করে পোস্টের কমেন্ট বা রিপ্লাইতে নাম প্রপোজ বা প্রেডিক্ট করতে পারেন। এবং নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনের থেকে দাযিত্বে থাকা কিছু ব্যক্তি এই পোস্ট গুলোর কমেন্ট বা রিপ্লাই মডারেট করেন। মডারেট করবার পরে যদি আপনার করা পোস্ট সেখানে দেখা যায়, তাহলে সেটা নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশন অ্যাকসেপ্ট করেছেন। অবাঞ্ছিত পোস্ট গুলোকে ওনারা ঢেকে দেন বা সরিয়ে দেন।প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য প্রতি বছরের মতো এই ২০২৩ সালেও তার পছন্দের বিজ্ঞানীদের যারাযারা ওনার মতে যোগ্য নোবেল প্রাইজ পেতে তাদের নাম পোস্ট করেছিলেন এবং কেনো তাদের পাবার সম্ভবনা বেশী সেটাও উনি বলেছিলেন এবং কোন কাজের জন্য তারা পেতে পারেন সেটাও বলেছিলেন। বলা যেতে পারে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যা তিনটে ক্ষেত্রে মিলে গেছে।মেডিসিন বা ফিজিওলজিতে ২০২৩ এর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যদিও Prof Katalin Karik2 এবং Prof Drew Weissman তাদের ডড্ঙগক টেকনোলজির সাহায্যে কোভিদ্ - ১৯ ভাইরাস এর BionTech কোম্পানির করা ভ্যাকসিন তৈরি করবার জন্য।যদিও প্রফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য নোবেল প্রাইজ অর্গানাইজেশনের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রেডিকশন করেছিলেন এবং তার পছন্দদ ছিলো যে এই বছরের মেডিসিনের নোবেল প্রাইজ স্লিপ মেডিসিনের জন্য নির্দিষ্ট তিন বিজ্ঞানীকে পুরস্কার দেওয়া হতে পারে, কিন্তু ২০২২ সালের ২ন্ড অক্টোবের ওনার প্রেডিকশন এবং পছন্দের বিজ্ঞানীদের তিন নম্বরে ছিলো কিন্তু ঝণন্তটঞ ১৯ ডড্ঙগক ভ্যাকসিন টেকনোলজি ,যদিও উনি প্রফ সারা গিলবার্ট এর নাম করেছিলেন ।প্ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যা বিভাগে ২০২৩ এর নোবেল প্রাইজ কাকে দেওয়া হতে পারে এই বিষয়ে ওনার করা প্রেডিকশন এবং পছন্দেরর প্রায় পুরোটাই মিলে গেছে । উনি নাম ঘোষণার অনেক দিন আগেই বলেছিলেন ২০২৩ বছরে অটো সেকেন্ড পালস লাইট বা অটোসেকন্ড বিজ্ঞান কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতে পারে এবং ওনার পছন্দের তালিকায় তিন জন পদার্থ বিজ্ঞানীর মধ্যে যে দুজন বিজ্ঞানীর নাম একেবারেই মিলে গেছে তাদের নাম হল Ferenc Kraus এবং Anne L Huller। ওনার দু নম্বর পছন্দের তালিকায় অবশ্য ছিলো পার্টিকেল ফিজিক্সএর আলোর থেকে দ্রুতগামি Tachyon কনার জন্য উত্তর ২৪ পরগনার, সোদপুর ,পূর্বপল্লী গ্রামের, শ্রীরূপক ভট্টাচার্য এর জার্নালে প্রকাশিত (২০১৫ সালের প্রকাশিত) কাজের জন্য প্রোফেসর ডাক্তার প্রণব কুমার ভট্টাচার্য শান্তির নোবেল প্রাইজ এর জন্য যে চার জনের নাম উনি নাম ঘোষণার কিছুদিন পূর্বেই পছঃদের তালিকায় রেখেছিলেন তার মধ্যে প্রথমেই ছিলো ইরানের অ্যাডভোকেট এবং মহিলাদের জন্য হিউম্যান রাইট এক্টিভিস্ট, বর্তমানে জেলে বন্দী নার্গিস মহহামদির নাম। এবং এই বছরের নোবেল শান্তির

প্রতিমা গড়া থেকে পুজো পাঠ নিজেই করেন গৃহ কর্তা,পুজোয় মিশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শ

দুরন্ত বার্ত,২৭ এপ্রিলঃ শাস্ত্রীয় মতে অনেক বাড়িতেই মা দুর্গার পুজা হয়ে থাকে,তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাবাদর্শে পুজো হয়। তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।হ্যালি পেশায় আইনজীবী। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন শিল্পীর জীবন। ভারতের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানই তাঁর নেশা। এই নেশাই ভর করে স্কুল জীবনে মনের খেয়ালেই তৈরি করে ফেলেন দুর্গা প্রতিমা। সেই থেকে পুজো শুরু হয় হ্যালির বাড়িতে।রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয় এই পুজো। সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিধি মেনে এই পুজো হয়। বেদ বিদ্যালয়ের বেদ পাঠ করতে ব্রাহ্মণ আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। বদ্রীনাথের সরস্বতী নদীর জল, ব্রহ্মপুত্র নদের জল, শিশিরের জল থেকে শুরু করে ভারতের সব তীর্থের জলে পুজোয় মায়ের মহাস্নানের জন্য নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও হাতির দাঁতের মাটি ও রাজার বাড়ির দরজার মাটি সংগ্রহ করা হয়। অষ্টমীর দিন মহা স্মারোহে পালিত হয় কুমারীপুজা। দশমীর দিন পান্তা ভাত, কচুর শাক, চালতার টক, বড়ি দিয়ে ভোগ দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়।এই পুজো দেখার জন্য শুধু দেশের লোকই নয়, আমেরিকা, রাশিয়া থেকেও পর্যটকরা আসেন। ক্ষুদ্র পরিসরে বিলাসবহুল আ।ম্বর ছাড়া ২২ বছর ধরে পালিত হচ্ছে এই পুজো।১৭৪০, ১০৯২০২৩ Aloke Da Whatsapp: প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ খাওয়া নিষেধ, অদ্ভুত সব নিয়ম হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২২০ বছরের প্রাচীন এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের বিশ্বাস। নানাবিধ লোকাচার, লোককথা আর রহস্যে সমাহার দেখা যায় হুগলি জেলার হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়।হরিপালের অলিপুর সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। দেবী এখানে খুবই জাগ্রত। লোকমুখে শোনা যায়, এখানে প্রতিমা গড়ার সময় মৃশিল্পীদের নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। ভুল করে কেউ আমিষ খাবার খেয়ে নিলে বা মদ্যপান করলে আটচালার নাটমন্দিরে সাপ, বিছে-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা বাড়ে। সাধারণত, বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশিরভাগ পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সেই পরিবারের কোনও পুরুষ। কিন্তু সরকার বাড়ির পুজো ব্যতিক্রমী। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সরকার বাড়ির কর্তা বঙ্কুবিহারী সরকারের স্ত্রী নীরদাময়ী দাসী।তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়িতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সরকার পরিবারের সদস্য তপন, সঞ্জীব ও সত্যজিরা বলেন, পুরনো মন্দির, সিংহদুয়ার বর্তমানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তে নতুন করে তৈরি হয়েছে আটচালা ও নাটমন্দির। পরিবারের অনেকেই কর্মসূত্রে এখন বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে। তবে পুজোর সময় সকলেই গ্রামের বাড়িতে মিলিত হন। বাড়তে বাড়তে এই পরিবারে সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ১৩০। একচালার মূর্তিতে ষোড়শোপচারে নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই সরকার বাড়িতে।কথিত আছে, একসময় বাড়ির সিংহদুয়ার ভেঙে ডাকাত দল ঢুকেছিল বাড়িতে। ডাকাত দল দরজা ভাঙার পর দেখতে পায়, দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বয়ং দেবী দুর্গা। ওই দৃশ্য দেখে তারা ডাকাতি না করেই ফিরে যায়।পরে, ডাকাতদলের সদস্যদের মুখে মুখেই প্রচলিত হয়ে যায় সেই কথা। আগে একটা সময় সরকার বাড়ির পুজোতে মোষ ও ছাগল বলি হত। শোনা যায়, বছর ষাটেক আগে যে ছাগলটি বলি দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল সেটি সাপের কামড়ে আগেইমারা যায়। তখন পরিবারের তৎকালীন কর্তা নীলরতন সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় পশুবলি প্রথা।সরকার বাড়ির দেবী যে অত্যন্ত জাগ্রত তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা প্রতিমা শিল্পী প্রদ্যুশী। তিনি বলেন, গত ১০ বছর ধরে আমি প্রতিমা তৈরি করছি এখানে। আমার আগে যিনি এখানে প্রতিমা তৈরি করতেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, এই প্রতিমা তৈরি করলে মাছ, মাংস, মদ্যপান কোনও কিছুই করা যাবে না। এরপর একদিন তিনি মাংস খেয়ে প্রতিমা তৈরি করতে এসেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। সাপ, বিছে-সহ অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরে উঠেছিল গোটা মন্দির। ভয়ে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন।মূর্তিকার আরও জানান, অন্যান্য জায়গায় প্রতিমা করতে যদি তিন দিন সময় লাগে সেই কাজ করতেই সরকার বাড়িতে লেগে যায় কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় দিন। কারণ এখানে রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলে যে যেরকম অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থাতেই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন।কেউ মাটি হাতে ঘুমোন, কেউ আবার প্রতিমার সাজ হাতে ধরেই চলে যান ঘুমের রাজ্যে। মহালয়ায় হয় দেবীর চক্ষুদান। সেদিন নির্জলা উপোস করতে হয়।ফি-বছর এই জাগ্রত দেবী দুর্গার মূর্তি দর্শন করতে হরিপালে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

তেলেঙ্গানায় বিজেপি বড় জয় পেতে চলেছেঃধামি

দেহরাদূন, ২৭ এপ্রিল ঃ তেলেঙ্গানায় বিজেপি বড় জয় পেতে চলেছে, এই মন্তব্য করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বর্ষীয়ান নেতা এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি উত্তরাখণ্ডের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। প্রচার থেকে ফিরে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি প্রার্থীরা সারাদেশের পাশাপাশি তেলেঙ্গানাতেও বড় জয় পেতে চলেছে।মুখ্যমন্ত্রী ধামি সম্প্রতি রোড শো এবং মনোনয়ন সহ বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তারকা প্রচারক হিসাবে তেলঙ্গানায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেছিলেন। প্রচার থেকে ফিরে দেহারাদূনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা এবং আশেপাশের এলাকার ভোটারদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি যে আস্থা দেখানো হয়েছে তা থেকে বিজেপি অবশ্যই উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন, এবার ভোটাররা ৪০০ আসন ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ধামি আরও বলেন, বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে। উভয় দফায় ভোট হয়েছে বিজেপির পক্ষে। দলের পক্ষ থেকে তাঁকে যেখানেই প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তিনি তা পালন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন।

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় গভীর খাদে বাস পড়ে আহত ২৮

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় গভীর খাদে বাস পড়ে ২৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে বুলধানা জেলার জলগাঁও জামোদ-বুরহানপুর হাইওয়ের করোলি ঘাটের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার ফলে ২৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, তারা সকলে বুরহানপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাস মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার দিকে যাচ্ছিল। চালক আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এদিন সকালে বাসটি ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের মধ্যপ্রদেশের দরিয়াপুর ও বুরহানপুরের হাসপাতালে ভর্তি করে।

গরমের জের খুচরো বাজারে সস্তা হল মুরগির ডিম

কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ এক ধাক্কায় অনেকটাই কমল ডিমের দাম। গরমের বাড়বাড়ন্তেই কমছে এই দাম। এমনটাই মত পাইকারি ব্যবসায়ীদের।শীতের মরশুমে খুচরো বাজারে পোলট্রি ডিমের দাম নজির গড়ে প্রতিটি সাত টাকা ছুঁয়েছিল। এর পর মাত্রাতিরিক্ত গরমের জেরে এবার ডিমের দাম কমতে কমতে একেবারে পাঁচ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। আরও দাম কমতে পারে বলেও মনে করছেন ব্যবসায়ীরা ।একসঙ্গে বেশ কিছু ডিম নিলে সেক্ষেত্রে আরও একটু কম দাম নিচ্ছেন বিক্রেতারা। এই ছবি কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ সব বাজারেই। এই দাম বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া যদিও প্রতি বছরেই হয়ে থাকে বলে জানাচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশন সংগঠক মদন মোহন মাইতি।চলতি মাসের শুরুতেও পোলট্রি ডিম জোড়া খুচরো বাজারে বিকচ্ছিল ১৩ টাকায়। অর্থাৎ, একটি ডিমের দাম সাড়ে ছয় টাকা ছিল। সেই দাম সপ্তাহ দুই আগে সামান্য কমে হয় হয় ১২ টাকা। পরে তা আরও কমে দাঁড়ায় ১১ টাকা জোড়ায়। কিন্তু চলতি সপ্তাহে দাম আরও কমে হল ১০ টাকা জোড়া। সুতরাং, একটি ডিমের দাম এখন পাঁচ টাকা।হাতিবাগান বাজারের ডিম ব্যবসায়ী সনাতন মণ্ডল জানাচ্ছেন, এই গরমে প্রায় ডিম লোকজন কিনছে না বললেই হয়। তাই পোলট্রি থেকে মুরগি এসব ডিমের দাম কমেছে। পোলট্রি ডিম জোড়া ১০ টাকা। বেশি সংখ্যায় নিলে তাই নয় টাকা হচ্ছে। হাঁসের ডিম জোড়া ২০ টাকা। বেশি নিলে ১৯ টাকা।ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের তরফে মদন মোহন মাইতি জানান, গরমের ফলে চাহিদা একদম তলানিতে। ডিম ব্যবসা তেমন হচ্ছে না। তাই খানিক দাম কমেছে। দাম কমে এখন একটা পোলট্রি ডিমের দাম দাঁড়িয়েছে ৪ টাকার মত।

চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন মিলবে! জানাল রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের এপ্রিল মাসের বেতন দেবে রাজ্য সরকার। শ্রম আইন মেনেই স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এমন সিদ্ধান্ত বলেই খবর। আদালতের নির্দেশে যে ২৫,৭৫৩ জন চাকরি হারিয়েছেন, তাঁরা এপ্রিল মাসের বেতন পাবেন। এপ্রিলের বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ। পে-প্রোরাটা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে।তাই ২২ তারিখ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে যে ২৫,৭৫৩ জন চাকরি হারিয়েছেন-তাঁরা প্রত্যেকেই এপ্রিলের বেতন পাবেন। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টে যতদিন মামলা চলবে, ততদিন যাতে চাকরিহারাদের বেতন বন্ধ না হয়, সে বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা করছে রাজ্য সরকার।ন্হাইকোর্টের চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ফলে বিষয়টি বর্তমানে শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। তাই প্রকাশ্যে বৃহস্পতিবার এ নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু।ন্তবে মামলাটি যেহেতু বিচারাধীন এবং ওই শিক্ষক-কর্মীরা প্রত্যেকেই এপ্রিল মাসে স্কুল খোলা থাকার দিনগুলোয় কাজ করেছেন, তাই তাঁদের বেতন দেওয়া হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী, কেউ কাজ করলে, তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। সেই আইন মেনেই চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণাংশু মিশ্র জানান, স্কুলের স্যালারি বিল যে কোনও মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার কথা। এই মামলার রায় যখন বেরিয়েছে, ততদিনে বেতন জমার কাজ হয়ে গিয়েছে। পরের মাসে স্যালারি বিল জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।২২ তারিখের কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের যুক্তি ছিল, পাঁচ হাজার চাকরিপ্রাপকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাকি ২০ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী কেন ভুক্তভোগী হবেন? কেনই বা তাঁরা শাস্তি পাবেন? কেন সম্পূর্ণ নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হবে?ন্তবে মামলা চলাকালীন রাজ্যের চাকরিহাদের বেতন দেওয়ার ভাবনা-চিন্তার প্রসঙ্গ টেনে এর সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়ার খাতড়ায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে, ' অনেক টাকা আছে। আমরা তো বারবার বলছি, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করুক কোর্ট। যোগ্যরা বিপাকে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য, এসএসসি যোগ্যদের তালিকা না দেওয়ার কারণে।'

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮এপ্রিল মার্ট ঃ শনিবার, ১৫ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৮এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৎনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৫ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। **বৃষভ রাশিঃ**কোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। শুভ দিন । **মিথুন রাশিঃ**আপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।। **সিংহ রাশিঃ**শ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্যএবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন। শুভদিন। **কন্যারাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে। **তুলারাশিঃ**একটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন-এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** বিবাহের যোগ। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। **ধনু রাশিঃ** সন্তান হতে পারে। চাকরির সুযোগ হতে পারে আজ। **মকর রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। **মীন রাশিঃ** নিরাপত্তাহীনতাঅস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে।

সিএএ আইন পাশ হওয়ার আগে হাওড়া পুরনিগম ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের কাজ করিয়ে ছিল, অভিযোগ বাম প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ এপ্রিলঃ সিএএ আইন পাশ হওয়ার আগে ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হাওড়া পুরনিগম ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের কাজ করিয়েছিল, বিস্ফোরক অভিযোগ হাওড়ার বাম প্রার্থীর। তৃণমূল একদিকে সিএএ অর্থাৎ ক্যা নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হলেও ভিতরে ভিতরে বিজেপির সঙ্গেই তারা রয়েছে। শনিবার দুপুরে হাওড়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন হাওড়া সদরের বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। সব্যসাচীর আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থার বোর্ড ভাড়া করে নারী সুরক্ষা নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, এবং মহিলা আত্মমর্যাদা কেন্দ্র সম্বলিত সিপিএমের বিজ্ঞাপন খোলাতে বিজ্ঞাপন সংস্থাকে হুমকি ও চাপ দিয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমন ঘটনা ঘটেছে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল চত্বরে। এনিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব-সহ স্থানীয় ক্লাব সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন সব্যসাচী। শনিবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়া বেলুড়ের কেদারনাথ মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের দূরাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনের আগে দলীয় পোস্টার, ব্যানার ছেঁড়ার ঘটনা ঘটতে পারে। এই নির্বাচনে দলীয় কর্মীরা সেই বিষয়টি বুঝে নেবে। হাওড়াতে মস্তানি করার ক্ষমতা তৃণমূলের আর নেই। মাজা ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু এগ্রিমেন্ট করে নির্দিষ্ট অ্যাড এজেন্সিকে দিয়ে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপনে ছিল আমরা সাংসদ তহবিলে তৈরি করব এলাকায় এলাকায় মহিলাদের আত্মমর্যাদা কেন্দ্র, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়েছিল। চাপ দিয়ে এই বিজ্ঞাপনটি তোলানোর জন্য অ্যাড এজেন্সিকে ধমক দেওয়া হয়েছে। সেই অ্যাড এজেন্সি জানিয়েছে ওই

অ্যাড তারা নিতে পারবে না। সেই এজেন্সি টাকা ফেরত দিয়ে দিতে চাইছে। এজেন্সির বক্তব্য তারা বিজ্ঞাপন লাগাতে পারছে না। স্থানীয় ক্লাব থেকে চাপ আসছে। কারা এই কাজ করেছে তা আমরা জানি। তাঁদের বুঝে নেওয়া হবে। যখনই মহিলাদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন ওঠে তৃণমূল ওই বিজ্ঞাপনটি বন্ধ করার জন্য সক্রিয় হয়েছে। আমরা নির্বাচনের সবরকম নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। তাহলে হাওড়াতেও 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। তৃণমূল আশ্রিত লোকেরা এই কাজ করেছে। এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হবে। আমরা যেখানে বলেছি মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলা হবে তখন তৃণমূল কংগ্রেস সেই বিষয়ে প্রচার করতে দিচ্ছে না। এই পোস্টার সারা রাজ্যে লাগানো হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র হাওড়ায়। এই অভিযোগ নির্বাচন কমিশনকে জানানো হবে। তার আগে সাধারণ মানুষকে জানানো হবে। তৃণমূল এই ইস্যুকে ভয় পাচ্ছে। ওরা শাহজাহানের দল। এদের নেতা শাহজাহান। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, সিএএ আইন পাশ হওয়ার আগে ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হাওড়া পুরনিগম ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের কাজ করিয়েছিল। সেই সময়ে মেয়র ছিলেন রথীন চক্রবর্তী। আসলে এটা বিজেপির অ্যাজেন্ডা। তৃণমূল পরিচালিত কর্পোরেশন ইমপ্লিমেন্ট করেছে। এর মধ্যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের কি কোনও পার্থক্য আছে ? ক্যা-ক্যা, ছিছি করে একটা ইস্যুকে তৃণমূল খেলো করবে আর মানুষকে ভুল বোঝাবে। সেই দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। হাওড়ায় বিজেপির সঙ্গে তৃণমুলের যোগাযোগ ছিল। হাওড়ায় যা যা ঘটনা ঘটেছে সব এক সঙ্গে ঘটেছে। সব ঘটেছে লাভের বখরা খাবার জন্য। মানুষের কাছে পৌঁছে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এখানে গরীব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। হাওড়ায় খেটে খাওয়া মানুষের বাস। এদের কাছে কোটি কোটি টাকা নেই, ঘুষের টাকা নেই, কর্পোরেটের টাকা নেই, ইলেক্ট্রোরাল বন্ডের টাকা নেই। তাদের কাজ চাই।

হাওড়া পুরনিগমে নির্বাচন হয়নি। এই সময়ের মধ্যে নাগরিক পরিষেবা ভয়াবহ। লিলুয়ার রাস্তা ডাস্টবিন হয়ে রয়েছে। শিবপুরের অবস্থাও খারাপ। সারা দেশে বিজেপি যদি জেতে আগামী দিনে ভোট হবে কিনা তা জানা নেই। ভোট না থাকলে গণতন্ত্র থাকবে না।

গণতন্ত্র না থাকলে আপনার কথা বলার জায়গা থাকবে না। এই অবস্থা অন্য জায়গায় নতুন হলেও হাওড়ায় এই অবস্থা নতুন নয়। এই অবস্থা তৈরি করেছে তৃণমূল। যে কারণে এখানে ২০১৮ সাল থেকে এখানে ভোট করা হয়নি, স্বৈরতন্ত্র এখানে গণতন্ত্রের টুঁটি চিপে ধরেছে।

পার্থ ভৌমিক সমর্থনে রোড শো

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২৭ এপ্রিলঃ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে শনিবার সকালে শিউলি পঞ্চায়েতের মুদীবাড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে বিড়লা মোড় বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রোড শো তে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী এবং বিভিন্ন নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয় রোড শোতে।

জনগণের গর্জন, বাংলায় বিরোধীদের বিসর্জন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে হাওড়াতেও বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু হয়েছে। ৩৮নং ওয়ার্ডে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাইবার প্রতারণার বড় সড় সাফল্য নব বারাকপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২৭ এপ্রিলঃ সাইবার প্রতারণার বড় সড় সাফল্য পেল নব বারাকপুর থানার পুলিশ।শনিবার দুপুরে প্রতারিত হওয়া বিরানব্বই হাজার সাতশ পচাশি টাকা উদ্ধার করে অভিযোগকারীর একাউন্টে তুলে দেওয়া হয় এদিন।থানার এই উদ্ধার কাজে খুশি ও আনন্দিত উপভোক্তারা।পুলিশ জানিয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর এক যুবকের টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ টাকা খোওয়া যায়।নব বারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রতারিত টাকা সুদক্ষতার সাথে উদ্ধার করে উপভোক্তার একাউন্টে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার তার সম্পূর্ণ টাকা তুলে দেওয়া হয় থানার সাইবার বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে।পাশাপাশি দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ও উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য, এসআই পার্থ দাস,এসআই সৌমেন দাস প্রমুখ। ইতিমধ্যেই এর আগেও অভিযোগের ভিত্তিতে নব বারাকপুর থানার পুলিশ সাইবার প্রতারণার স্বীকার এক ব্যবসায়ী ও বিশাল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করে দিয়েছেন। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান সাইবার ক্রাইম এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। সে কারনেই অপরাধ রুখতে থানায় চালু হওয়া অনলাইন সমাধানে সাইবার বন্ধু প্রকল্প মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের দ্রুত সমাধান করার জন্যই এই উদ্যোগ।

ভদ্রেশ্বরে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর হুগলি , ২৭ এপ্রিলঃ স্কুল ছুটির পর পুকুরে স্নান করতে নেমে বিপত্তি। জলে ডুবে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। ভদ্রেশ্বর গর্ভমেন্ট কোয়ার্টার এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম বিকাশ বহেরা (১৩)। তাঁর বাড়ি অ্যাঙ্গাসে। জানা গিয়েছে, বাবা কুনা বহেরা ওড়িয়ার বাসিন্দা। অ্যাঙ্গাস জুটমিলের শ্রমিক। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্র ভদ্রেশ্বরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। শনিবার অর্ধদিবস ছুটি থাকে স্কুল। ঠিক তার আগে কবাডি খেলার ক্লাস হয়। এরপর স্কুল শেষ করে বিকাশ সহ কয়েকজন বন্ধু বাড়ি ফিরছিল। স্কুল থেকে কিছুটা দূরে ভদ্রেশ্বর গভঃ কোয়ার্টারের সুইমিং পুলের পাশের একটি পুকুরে তারা স্নানে নামে। এরপরই বিপত্তি ঘটে। বিকাশের বন্ধু অঙ্কিত মৌর্য জানায়, ''কবাডি খেলার পর খুব গরম লাগছিল। এরপরই বন্ধুরা মিলে স্নান করতে নামি। পা পিছলে একবার পরে গিয়েছিল বিকাশ। ওকে উপরে টেনে তোলা হয়। আবার পুকুরে নামে সে এবং তলিয়ে যায়। এরপর আর যারা ছিল তারা বিকাশকে উদ্ধার করে স্থানীয় অঙ্কুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে চলে আসেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নামে। মৃতের পরিবারের সদস্য সুশান্ত নায়েক বলেন, শনিবার স্কুলে কবাডি ক্লাস হওয়ার পর ওরা বাড়িতে না জানিয়ে স্নান করতে যায়। বিকাশ অল্প সাঁতার জানত। ওরা চারজন বন্ধু গিয়েছিল। দুজন ডুবে যাচ্ছিল। একজন সুস্থ আছে। ঘটনার তদন্ত করছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ।

পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জে বার্ষিক দিবস উদযাপন

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি দর্শনীয় প্রদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জে, রবীন্দ্র সদন কলকাতায় এটির বার্ষিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে। শুক্রবার এই বার্ষিক দিবস উদযাপিত হয়। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী হতে নিয়ে আসে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন কলকাতার আঞ্চলিক অফিসের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার করণ সিং এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উষ্ণ স্বাগত মুহূর্ত দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ পারফরম্যান্সে ভরা সকাল। বার্ষিক দিবসের উদ্বোধন প্রধান অতিথি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার করণ সিং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কামনা করেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জের অধ্যক্ষ শ্রী উত্তম কুমার বিদ্যালয়ের ঘটনা ও অর্জনের প্রতিবেদন পেশ করেন। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্মরনীয় পরিবেশনা সবার মন কেড়ে নেয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অভিনয়কারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস প্রিন্সিপাল মিসেস রঞ্জিতা সরকার।

ভোটের প্রচারে বেরিয়ে অরূপের বাড়ি গিয়ে সৌজন্য রথীনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ এপ্রিলঃ ভোটের প্রচারে বেরিয়ে অরূপের বাড়ি গিয়ে সৌজন্য রথীনের, যদিও দুজনের সাক্ষাৎ হয়নি। অরূপ বলেন, ওনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। রথীন বলেন, ওনার শুভেচ্ছা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলাম। ভোটের প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের বাড়িতে গেলেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী ডা.রথীন চক্রবর্তী। যদিও সেসময় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় বেরিয়ে আসেন তিনি। শনিবার সকালে মধ্য হাওড়ায় প্রচার করেন বিজেপি প্রার্থী। অরূপ রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রচার গাড়ি থেকে নেমে অরূপ রায়ের বাড়িতে চলে যান তিনি। তিনি জানান, শুভ কাজে বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় মানুষদের নমস্কার করাটা আমাদের রীতি। সেটাই করেছি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু অরূপ রায়ের শুভেচ্ছা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলাম। এই সৌজন্যবোধ আজ একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, বিজেপি প্রার্থী ডা.রথীন চক্রবর্তী বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তখন অন্য কাজে ছিলাম। সেই কারণে দেখা হয়নি। সময়মতো এলে অবশ্যই দেখা হতো। বাংলায় সকলেরই সৌজন্যবোধ আছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই। কিন্তু উনিও নির্বাচনে লড়াই করতে নেমেছেন। তাঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। বাংলায় সৌজন্যবোধ ছিল, আছে, থাকবে।

হুগলির কুন্তিঘাটে আয়কর হানা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৭ এপ্রিল ঃ শেখ পাড়ায় আয়কর হানা। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চারটি গাড়ি করে আয়কর আধিকারিকদের দল আসে। সিআরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে পবন ঘোষের বাড়িতে ঢোকেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। চলে তল্লাশিও। পবন ঘোষ কুন্তিঘাট রেয়ন কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়িতে আয়কর হানায় অবাক প্রতিবেশীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুন্তীঘাটে কেশরমরা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কর্মী ছিলেন পবন। ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর পরিবার। ছেলে কলকাতায় একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। মেয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে নার্সিং পাশ করেন এবং বর্তমানে তিনি কাজে যুক্ত। তাঁদের গ্রামের বাড়ি গলসিতে। মগরা এলাকায় বছর ১৫ ধরে এসে থাকছেন তাঁরা। এলাকায় প্রচুর জমি জায়গা রয়েছে তাঁদের। সম্প্রতি একটি বিশাল বাড়িও করেছেন। শুক্রবার রাতে প্রায় সাত ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর রাত ২ টো ৪০ মিনিট নাগাদ তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান আয়কর আধিকারিকরা। তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময় দুটি কম্পিউটার নিয়ে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। পবনবাবুর ছেলে কুণাল ঘোষকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনও কথাই বলতে চাননি তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় মগরা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, পবন একাধিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আয়কর আধিকারিকদের হানায় স্থানীয় বাসিন্দারা অবাক। তবে কি কর ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করছিল তাঁরা? প্রশ্ন স্থানীয়দের। শনিবার সকালে পবনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কেন তাঁর বাড়িতে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা হঠাৎ করে হানা দিলেন? তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যই বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেননি। সবমিলিয়ে এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রতিবেশীরা অবশ্য ক্যামেরায় কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি।

এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া বছরে ৩৮,২৩৮ কোটি টাকার নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়াম নিবন্ধন করল

এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, দেশের অন্যতম জীবন বীমাকারীদের মধ্যে একটি, ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরে . ৩৮,২৩৮ কোটি টাকার নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়াম নিবন্ধন করেছে, যা ৩১ মার্চ, ২০২৩-এ সমাপ্ত বছরে . ২৯,৫৮৯ কোটি ছিল। সিঙ্গেল প্রিমিয়াম আগের বছরের তুলনায় ৪৪ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুরক্ষার উপর একটি স্পষ্ট ফোকাস স্থাপন করে, এসবিআই লাইফের ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরে সুরক্ষার নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়াম ১৫ বৃদ্ধি পেয়ে . ৪,১৬৫ কোটি দাঁড়িয়েছে। সেই একই সময়কালে, 'প্রটেকশন ইন্ডিভিজুয়াল' নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়াম .৯৫১ কোটি দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়াম গত বছরের তুলনায় ১৪ বৃদ্ধি পেয়ে . ২৩,৮৩২ কোটি হয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরে, এসবিআই লাইফের কর-পরবর্তী মুনাফা দাঁড়িয়েছে . ১,৮৯৪ কোটি। উক্ত সময়কালে, কোম্পানির সলভেন্সি রেশিও ন্যূনতম রেগুলেটরি প্রয়োজনীয়তা- ১.৫০ চেয়ে বেশি ১.৯৬-এ রয়েছে। লাইফের ও ৩১শে মার্চ, ২০২৩-এ, . ৩,০৭,৩৩৯ কোটি থেকে ২৭-এ বেড়ে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে . ৩,৮৮,৯২৩ কোটি পৌঁছেছে, যার ঋণ-ইকুইটি মিশ্রণ ৬৪৩৬। ঋণ বিনিয়োগের ৯৫ এরও বেশি এবং সার্বভৌম উপকরণে। কোম্পানির ৩,১৬,০৩৮ প্রশিক্ষিত বীমা পেশাদার এবং সারা দেশে ১,০৪০টি অফিস সহ একটি বৈচিত্র্যময় নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা শক্তিশালী ব্যাঙ্কাসুরেন্স চ্যানেল, এজেন্সি চ্যানেল এবং অন্যান্য কর্পোরেট এজেন্ট, ব্রোকার, পয়েন্ট অফ সেল পার্সন (পিওএস), বীমা বিপণন সংস্থা, ওয়েব এগ্রিগেটর এবং সরাসরি ব্যবসার সমন্বয়ে গঠিত।

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের পারফরম্যান্স নতুন ব্যবসায়িক প্রিমিয়ামে ২৯ বৃদ্ধির সাথে . ৩৮,২৩৮ কোটি এবং ২৪.৬ মার্কেট শেয়ার সহ- প্রাইভেট মার্কেট লিডারশিপ

ব্যক্তিগত তে ১৪ বৃদ্ধি সহ . ২৩৮৩২ কোটি এবং ২৫.৮ মার্কেট শেয়ার সহ প্রাইভেট মার্কেট লিডারশিপ

বার্ষিক প্রিমিয়াম সমতুল্য (APE) ১৭ বৃদ্ধি পেয়ে . ১৯,৭২৩ কোটি দাঁড়িয়েছে

সুরক্ষা বার্ষিক প্রিমিয়াম সমতুল্য () ১৮ বৃদ্ধি পেয়ে . ২,০৯৯ কোটি দাঁড়িয়েছে

ভ্যালু অফ নিউ বিসনেস (APE) ৯ বৃদ্ধি পেয়ে . ৫,৫৪৮ কোটি দাঁড়িয়েছে

মার্জিন- ২৮.১

কর-পরবর্তী মুনাফা (PAT) ১০ বৃদ্ধি সহ . ১,৮৯৪ কোটি

সলভেন্সি রেশিও - ১.৯৬

অ্যানুইটি এবং পেনশন নতুন ব্যবসা ৬ বৃদ্ধি সহ . ৮,৯৩২ কোটি দাঁড়িয়েছে

অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট ২৭ বৃদ্ধি সহ . ৩,৮৮,৯২৩ কোটি

এমবেডেড ভ্যালুতে অপারেশন রিটার্ন দাঁড়িয়েছে ২১.৮

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে স্বাগত জানালেন সিপিএমের সৃজন

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ বর্তমান রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প বাম আমলেই চলত। একটি-দুটি নতুন প্রকল্প যুক্ত হয়েছে। বাম জমানা ফিরলে সেইসব প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের অর্থ সাহায্য আরও দ্বিগুণ হবে, এমনটাই জানালেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। এই সঙ্গে তিনি স্বাগত জানালেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে। রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। সম্প্রতি এই প্রকল্পে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য আরও দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ ১০০০ টাকা ২০০০ করা হতে পারে বাম রাজত্ব ফিরলে, এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন সৃজন। সৃজনের যুক্তি, এটা মানুষের থেকে কর প্রদত্ত অর্থ, সেটা সরকার মানুষের মধ্যে বিতরণ করছে। সেই অর্থ সাহায্য বাড়ানোর অসুবিধা কোথায়? সৃজন বললেন, 'আমাদের ট্যাক্সের টাকা তৃণমূল যেহেতু সরকারে আছে, সেই টাকা নিচ্ছে, তার একটা অংশ মানুষকে ফেরত দিচ্ছে। আরেকটা বড় অংশ খাটের তলায় ঢুকে পড়ছে। পার্থ, মানিক অনুব্রতরা আমাদের দলে নেই।' এই সমস্ত সরকারি প্রকল্পতে আর্থিক সাহায্য দ্বিগুণ করা হবে বলেও আশ্বাস বাম প্রার্থীর। তাঁর কথায়, 'আমরা যদি কোনওদিন সুযোগ পাই, মানুষের টাকা যতটা কাজে লাগানোর পুরোটা কাজে লাগাব, তাতে আজকে যিনি হাজার টাকা পাচ্ছেন, তিনি আগামী দিনে ২০০০ টাকা পাবেন হতেই পারে।'

কামারহাটি নজরুল মঞ্চে শঙ্খমালা আয়োজিত আবৃত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কামারহাটি , ২৭ এপ্রিল ঃ শঙ্খমালা আয়োজিত আবৃত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে কামারহাটি নজরুল মঞ্চে। ৩৫ বছরের উদযাপনে বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান এক কথায় জমজমাট। অনুষ্ঠান চলবে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন দেবশঙ্কর হালদার। এছাড়াও ছিলেন ব্রততী বন্দোপাধ্যায়, নরেশ নন্দী, মৌলি দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মেধা বন্দোপাধ্যায়, স্বপ্না দে, সৌমিত্র মিত্র, বাংলা নাটকের গানে সোহিনী সেনগুপ্ত, অম্বরিশ ভট্টাচার্য, প্রণতি ঠাকুর, সুদীপ্ত রায় শাশ্বতী দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ দোহারের গান। শঙ্খমালার সদস্যদের আবৃত্তি ও মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী ও শঙ্খমালার সম্পাদক শ্রী সুমন্ত্র সেনগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি উত্থান কমিটি আয়োজিত ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তপশিলি রত্ন পুরস্কারে ভূষিতরা।

কোন্নগরের ১৩৫ বছরের প্রাচীন জাগ্রত মা শকুন্তলা কালীর পূজা উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৭ এপ্রিল ঃ শনিবার কোন্নগরে ১৩৫ বছরের প্রাচীন জাগ্রত মা শকুন্তলা কালীর সারা রাত্রি ব্যাপি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কয়েক লক্ষ ভক্তদের ঢল নামে এখানে। তারা শুক্রবার সারারাত ধরে মায়ের বেদীতে জল ঢালেন। এই জল ঢালা অনুষ্ঠান চলে শনিবার দুপুর একটা পর্যন্ত। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন মায়ের পূজা দেন। মায়ের বেদীতে জল ঢালেন, এবং যাদের মানত করা আছে তারা দণ্ডী কাটেন। এই পূজা উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য আজ থেকে বহু বছর আগে ব্রিটিশ আমলে এই পূজার প্রচলন হয়। এখন যেখানে শকুন্তলা মায়ের কালীমন্দির সেখানে জঙ্গল ছিল। কথিত আছে সেই সময় সন্ধ্যেবেলায় এক ব্রাহ্মণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি দূর থেকে দেখতে পান এক অল্প বয়সের সুন্দরী কন্যা স্নান সেরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তা ব্রাহ্মণ একটু কাছে যাওয়ার পর চোখের পলকে সেই কন্যা অদৃশ্য হয়ে যায়। রাতে ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন পায় যে স্বয়ং মা কালী তাকে ওই স্থানে মায়ের পূজা করার আদেশ দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করলেন মায়ের পূজার জন্য সেখানেই মা পূজিত হতে লাগলেন। আস্তে আস্তে মন্দির তৈরি হলো ওইখানে উঁচু বট এবং অশথ্য গাছ ছিল যেখানে শকুন বসত সেই থেকে মায়ের নাম হয় মা শকুন্তলা। সেই ভাবে চলে আসছে পূজা। লোক বসতি বেড়ে গেল মায়ের মন্দিরও ভালোভাবে হয়ে গেল বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ শনিবারে মায়ের পূজা পড়েছে।

শনিবার মায়ের প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যে থেকে হয় পূজা, দুপুর থেকে ভক্তদের ঢল বাড়তে শুরু করে। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক লক্ষ ভক্ত মন্দিরে চলে আসেন। এই পূজার বিশেষত্ব হলো এক হাজারেরও বেশি পাঠাবলি হয়। সূর্য ওঠার আগে মায়ের বিসর্জন হয় সারা বছর মন্দিরের বেদীতে ঘট পূজা হয়। কোন্নগর মা শকুন্তলা কালীর মায়ের পূজা কমিটির সম্পাদক পাঁচু গরাং বলেন এখানের মায়ের পূজা বহু প্রাচীন তা এবার ১৩৫ বছরে পড়ল। মায়ের সন্ধ্যা থেকে পূজা শুরু হয় সূর্য ওঠার আগে মায়ের বিসর্জন। প্রচুর ভক্তরা আসেন দূর দূরান্ত থেকে নানা জেলা থেকে আসে ভক্তরা। তারা পূজা দেয় মায়ের বেদীতে জল ঢালেন দন্ডি টানেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রয়েছে প্রচুর পুলিশ আছে অনেক সি.সি ক্যামেরা মহিলা পুলিশও আছে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। এখানে উপস্থিত আছেন উত্তরপাড়া থানার আই.সি.।এসিপি আলী রেজা, ডিসিপি সাহেব। এই উপলক্ষে এখানে দশ দিনের একটি মেলাও বসে।

রাত পোহালেই রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ রাজ্যের প্রায় ৩৮৮টি কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা গ্রহণ। এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৯২ জন। রেকর্ড গরমের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। সেখানে যেমন আবশ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা, তেমনই থাকছে ওআরএসের ব্যবস্থা।

রবিবার পরীক্ষা শুরুর সময় সকাল ১১টা। প্রথমে প্রথম পত্রের (গণিত) পরীক্ষা যা চলবে বেলা ১টা পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় পত্রের (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন) পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ২টো থেকে। যা চলবে বিকেল চারটে পর্যন্ত। সকাল ৯ টা থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে সকলকে পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে হবে। রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা জানিয়েছেন, সকল সেন্টার ইনচার্জকে গরমে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখা বলা হয়েছে। এছাড়া ওআরএসের ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে যেহেতু কোনও পরীক্ষার্থী জলের বোতল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না, তাই পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে কেন্দ্রে। এরই সঙ্গে তিনি পরীক্ষার্থীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সকাল সকাল যেন সকলে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যায়। অন্যান্য বছরের মতোই প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকছে হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা। যে কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, সেগুলিতে একাধিক হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরের বন্দোবস্ত থাকছে। পাশাপাশি প্রায় ৯০ জন ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর (আরএফডি) নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির ওপর নজর রাখবেন। প্রত্যেক পর্যবেক্ষক গড়ে তিনটি করে পরীক্ষাকেন্দ্রর ওপর নজরদারি করবেন। সেন্টার ইনচার্জের পাশাপাশি এ বছর অতিরিক্ত সেন্টার ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি এমন পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বে দায়িত্বে সহকারী সেন্টার ইনচার্জ। কিছু কেন্দ্রে থাকছেন বোর্ডের পরিদর্শক এবং বোর্ডের প্রতিনিধিরাও ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৮ সংখ্যা, রবিবার, ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১

যুদ্ধ বাঁধাতে পারলেই আয়

যুদ্ধ বাঁধানো মানেই আর্থিক আয়। রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ তৈরি করে বিশ্ব বাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার তুলে নিয়েছে নিজের ঘরে। যা অতীত কালের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। রাশিয়া জ্বালানি এবং অস্ত্র বিক্রি করে যে রোজগার করেছে তা বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রয় আয়কে অতিক্রম করে গিয়েছে। চিনের কাছ থেকে যুদ্ধ তৈরি করার সরঞ্জাম কিনেছে রাশিয়া। তারপরে সেগুলোকে ঘরে বসে অস্ত্র তৈরি করেছে। ফলে ব্যয় কমেছে। আয় বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতের কাছে জ্বালানি বিক্রি করেছে রাশিয়া। ভারত আবার সেই জ্বালানি শোধন করে আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফলে রাশিয়ার আয় এখন বলতে গেলে দ্বিগুণ। সেই কারণে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখতে চায়। একথাটা একেবারে আজানা নয় আমেরিকা বা চিনের। তারা সবই জানে। আর জেনে বুঝে বোকার মতো বসে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের একজন ছাত্র বড় হয়ে কী হতে চায় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছিল যে বোকা হতে চায়। বোকা হলে কেউই তার প্রতি হিংসা দেখাবে না। কোনও লোভ তাকে আকর্ষিত করবে না। সবার কাছে সে প্রিয় হয়ে থাকবে। কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে সংঘাত দেখা দেবে না। সেই করণে বোকা হয়ে থাকাটা খুবই দরকার। সেই কারণে চিন এবং আমেরিকা রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধে সব জেনেও বোকা হয়ে রয়েছে। ইজরায়েলেকে সমানে রেখে ইরানকে জব্দ করতে চায় আমেরিকা। আবার ইরাক এবং তুরস্কতে জব্দ করতে চায় ইজরায়েল দিয়ে। ইজরায়েলের এ ছাড়া আর করার কোনও উপায় নেই। তাদেরকে বেঁচে থাকলে গেলে অস্ত্র ধরতে হবে। আর সেই ফলটা ভোগ করবে আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশগুলি। ইজরায়েল যদি যুদ্ধ না করে বন্দুক নামিয়ে রাখে তাহলে ইজরায়েলকে গ্রাস করে নেবে ইরান, ইরাক এবং তুরস্ক। তার সঙ্গে রয়েছে প্যালেস্টইন। ইজরায়েলকে এখন একটি ভূখণ্ড রাজ করতে দিয়েছে যেখানে জেরুজালেম রয়েছে। এই জেরুজালেম খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থান। জেরুজালেম রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ইজরায়েল। এদিকে তেল আভিভ থেকে রাজধানি জেরুজালেমে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিল ইজরায়েল। তখন সারা দেশ রৈ রৈ করে উঠল। ফলে জেরুজালেমকে ইজরায়েল এখনও পর্যন্ত রাজধানি করতে পারেনি। তবে জেরুজালেমে ইজরায়েল ধীরে ধীরে সেখানে প্রসার বৃদ্ধি করছে। পরবর্তী অধ্যায়ে জেরুজালেমে ইজরায়েল রাজধানি করবে বলে নিশ্চিত। এদিকে চিন ইরান এক হয়ে গিয়েছে। চিনের সঙ্গে ইরাক, ইরান এবং তুরস্কের ব্যবসায়িক মৈত্রী রয়েছে। ইরান আবার পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করেছে। তার ফলে ভারতকে এখন থেকেই এই পাক চুক্তি দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। কারণ ইরানের সঙ্গে চুক্তি করাটা ভারতরে দিকে তাক করে চুক্তি কিনা তা বলা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। তবে ভারতকে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হচ্ছে। চারদিকে শত্রুরা উদগ্রীব হয়ে বসে অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু দেশ হচ্ছে চিন। তাকে আবার পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই উস্কানি দিচ্ছে।

তালিবানের স্বৈরতান্ত্রিকতা

তালিবানরা এখন যে মুখোশ আড়াল করে এতদিন বসেছিল সেখান থেকে বের হয়ে আসল মুখোশ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানরা। আগামি দিনে কী তাহলে আফগানিস্তান জঙ্গিদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে? এই নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আফগান যদি প্রকৃত জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে তা বিপদ রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আশা করছে যে কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করবে। এদিকে গিলানি মারা যাওয়ার সময়ে সেনাদের দিকে তাক করে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়েছিল। ভারত পাক সীমান্তে ভারতীয় সেনারা কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। এমনীতেই শীতকালে বরফ পড়ার সময়ে অনুপ্রবেশ বাড়তে শুরু করে। তারপরে তালিবান জঙ্গিরা যদি প্রবেশ করতে শুরু করে দেয় তাহলে সেটা চিন্তার কারণ রয়েছে। কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলো গোপনে পাকিস্তান এবং আফগান জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলি খান গিলানি মারা যাওয়ার সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল গোটা কাশ্মীর। কিন্তু সেই অশান্ত কাশ্মীরকে শান্ত করতে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তালিবানরা কাবুল দখল করতে গোটা কাশ্মীরের ইসলাম গোষ্ঠীভুক্ত মানুষরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করে দেয়। তবে উদারপন্থী মুসলিমরা তালিবানদের পক্ষে সায় দেয়নি। তারাও আফগানিস্তানের তালিবানদের দখলদারিটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। ফলে কাশ্মীর নিয়ে চিন্তায় রয়েছে প্রশাসন। ভারতের ইসলাম ধর্মী মানুষগুলোর একটি অংশ তালিবানদের পক্ষে সায় দিলেও শিক্ষিত মুসলিমরা তালিবানদর কাবুল দখল করে নেওয়াটাকে ভালো নজরে দেখেনি। তারা তালিবানদের পক্ষে কোনও রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। আবার নিন্দাও করেনি। বরং তারা এ ব্যাপারে একেবারে মৌন ছিল। কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ছোট বড় সব মসজিদে জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিমানবন্দর থেকে শুরু করে শহরতলী রাস্তায় মোটর যান খুবই কম চলেছে। হায়দারপোরার মসজিদে সূর্য ওঠার আগেই গিলানির শেষকৃত্য সমাপ্ত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

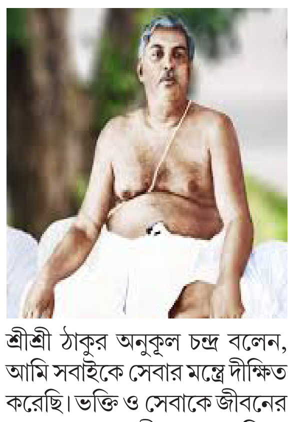

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। ভক্তি ও সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। প্রতিটি সন্তানের কাজ হচ্ছে সেবা করা। নারায়ণ সেবা করা। সবার শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি দিয়ে বিশ্ব নাগরিকদের সেবা করতে হবে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দয়া দাক্ষিণ্য। বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

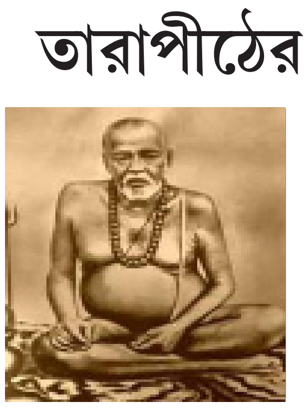

মা তারা পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে সাধনার মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে অবদমিত করে রাখাটা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তারাপীঠের মায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ ও লর্ড ক্লাইভ, কবিয়াল ভোলা ময়রা ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে বউবাজারের গুলেদানন্দজি

রবীন্দ্র কুমার শীল

গুলেদানন্দ গোঁসই বাবাজি ঠিক কবে এই ধরনীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি নাকি পলাশি যুদ্ধের সময়ে ডবল রোলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখন বাংলার নবাব সিরাজের সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের ঘোর যুদ্ধ। তিনি পলাশির প্রান্তরে দাঁপিয়ে একবার মোহনলালের দিকে আর একবার লড ক্লাইভ এর দিকে দোল খেতে শুরু করে দিয়েছিলেন গুলেদানন্দ। সালটা ছিল ১৭৫৭ সাল। তার আগে থেকেই তিনি এই ধরনীতে প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন কলকাতা তৈরি হয়নি। জলাভূমিতে পরিপূর্ণ । জব চার্নক এসে গিয়েছেন। তিনি আসলে কি হবে তখন কলকাতা বিশেষ করে বউবাজার এলাকার বেশির ভাগ জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। দুর্গা পৃথ্বি লেন, মদন দত্ত লেন, হিদারাম ব্যানার্জি লেন সব জলাভূমি। সেখানে বেশ কয়েকটি পুকুর ছিল। সেই সব পুকুরে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরতো। তখন গঙ্গার কাছেই তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী ইংরেজ দুর্গ। তার নাম ফোর্ট উইলিয়াম। সেই দুর্গটা আজকে আর নেই। এখন যেখানে জিপিও সেখানেই তৈরি হয়েছে। এই দুর্গটাকে পরে ইংরেজরা সরিয়ে নিয়ে এসেছিল আউটট্রাম ঘাটের কাছে। পলাশির যুদ্ধের সময়ে গুলেদানন্দ বাজাজি কেন ডবল রোল প্লে করতে শুরু করে দিলেন তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি তারকের চায়ের দোকানে আয়েস করে বসতে বসতে বলে উঠলেন, জানিস, তোরা এই সব ডাবল রোলের কথা বুঝবি না। তখন ডাবল রোল প্লে করতে হয়েছিল তার কারণ পলাশির যুদ্ধে কে জিতবে সেটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল না। নবাব সিরাজ না লর্ড ক্লাইভ? নবাব জিতে গেলে যদি নবাবেব পক্ষে না থাকি তাহলে বাংলায় থাকা সেই সময়ে আমার সম্ভব হতো না। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম যে লর্ড ক্লাইভের পক্ষে থাকবো। তারপরে কী মনে হল যদি দুই পক্ষে থাকি তাহলে কেউ আমার শত্রু হল না। নবাব সিরাজও আমার পক্ষে থাকলো। আবার লর্ড ক্লাইভও আমার পক্ষে থাকলো। উভয় দিকটা বজায় থাকলো। নবাব সিরাজদৌল্লা তো আমায় দেখে খুবই খুশি। আরে তুমি এসেছো! কি আনন্দ আমার! আর এদিকে লাল লাল চোখ করে দুর থেকে দেখছিলেন লর্ড ক্লাইভ আমার পানে। তখন আবার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে কানে কানে বললুম, দাদা নবাবের সেনা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনার কাছে একেবারে নবাব নস্যি। শুধু ঝেড়ে দিলে পড়ে যাবে। উঠে আর দাঁড়াতে পারবে না। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন। তিনি তো আবার লর্ড ক্লাইভের বিশেষ বন্ধু। আর ছিলেন জগৎ শেৎ এবং কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ। কি খাতির আমাকে তা বলে বোঝাতে পারবো না। তখন আমাকে দইয়ের ঘোল খাওয়ালো নবাবের সেনাদের অবস্থার কভর আমার কাঠ থেকে পেয়ে। সেই ঘোল খেয়ে বেশ কষা করে একটি বিশাল ঘুম দিলুম লর্ড ক্লাইভের শিবিরে মধ্যে ঘাটিয়ার ওপরে শুয়ে। বিকাল হতেই দেখি যুদ্ধ শেষ। নবাব হেরে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। কোথাও তাঁর দেখা পেলাম না। নবাবের সেনাপতির দেখা নেই। মোহনলাল কোথায় রয়েছে তা জানাতে পারা গেল না। সবে তখন পলাশির প্রান্তে সন্ধ্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। সূর্যটা অস্ত গেল। চারদিকে ঘোর অন্ধকার নেমে এলো। লর্ড ক্লাইভের শিবিরে তখন কয়েকটি মশালজ্বালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার পিঠ চাপড়ে বলে দিলেন লর্ড ক্লাইভ-'সাবাস ব্যাটা। বহুত আচ্ছা কাম কিয়্যা। আমার প্রশংসা করতে থাকলো। পলাশির যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গেলাম। লালগোলা। তখন সিরাজের রাজপ্রাসদ সেখানে। সেখানে গিয়ে দেখলাম সব ফাঁকা। রাজ প্রসাদে কেউ নেই। এদিকে নবারের বেগমরা চেহের সুলতানে মধ্যে রয়েছে। তারা প্রকাশ্যে আসতে পারছে না। তারা জাফরি দিয়ে সব দেখতে শুরু করে দিয়েছে। খোজাদের কোনও পাত্তা নেই। নবাবের হারেমে কোনও পাহারাদার নেই। সবাই ভ্যানিস। লর্ড ক্লাইভ এবারে মির্জাফরকে নিয়ে লালবাগে নবাব সিরাজের

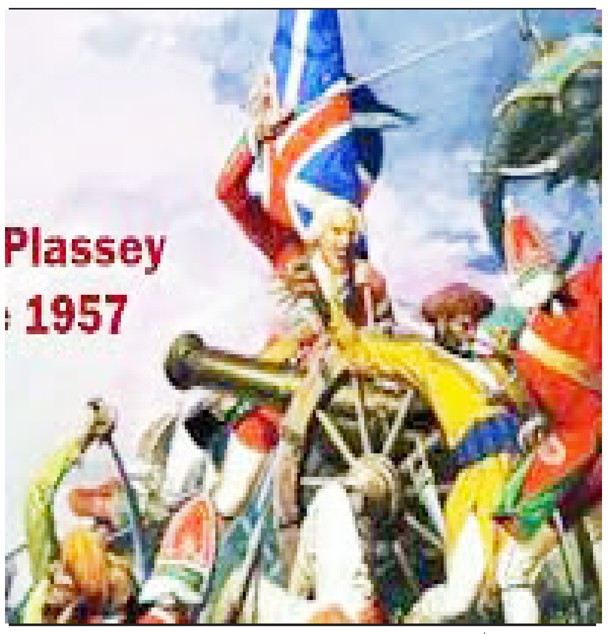

রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। মির্জাফরকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা দিলেন লর্ড ক্লাইভ। আমি তখন মির্জাফরের পাশে উপস্থিত হয়ে সব দেখতে শুরু করে দিয়েছিল। দুই তিন দিন পরে খবর এলো মিরন নবাব সিরাজকে হত্যা করেছে। এবারে ইংরেজরা সাহস পেতে থাকলো। আবার নতুন করে গড়ে তোলা হল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। লর্ড ক্লাইভ বিলাতে চলে গেলেন। আমি তখন প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হয়ে লর্ড ক্লাভইকে টা টা করে দিলাম। কি খুশি লর্ড ক্লাইভ। বেজায় খুশি হয়েছেন তিনি। আমাকে পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটি মোহর দিতে চেয়েছিল আমি তা নিইনি। মোহরগুলি ফেরৎ দিয়ে দিযেছি। ভয় ছিল যদি নবাবের ভূত মোহর নিতে উপস্থিত হয় আমার ঘরে। তাহলে তো আমার গলা টিঁপে মেরে ফেলে মোহর নিয়ে চলে যাবে নবাব সিরাজ ভূত। তখন তো আর লর্ড ক্লাইভকে কাছে পাওয়া যাবে না। তিনি তো তখন বিলাতে। তবে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম দুর্গা পুজোর সময়ে। সেই সন্ধ্যার বেলার কথা মনে আছে। খানিকটা দম নিলে গুলেদানন্দ। তারপরে বলতে শুরু করলেন, লখনউ থেকে এসেছেন হীরাবাঈ। তিনি তো নাচঘরে যে ধরনে উচ্চমার্গে গজল, ঠুমরি গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করলেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। কি নাচের সঙ্গে গানের কি অপূর্ব বোল। কানে এখন ওবাজছে। এই রকম নাচ এর আগে কোনও সময়ে দেখি নি। তারপর রয়েছে কথক নাচ। হীরা বাঈ, মতি বাঈ আরও কত বাঈজিরা এসেছে নাচঘরে নৃত্য পরিবেশন করবেন বলে। বাংলার নয়া নবাব মিরজাফর স্বয়ং উপস্থিত। খুশিতে আটখানা লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গা পুজোয় অংশ গ্রহণ করতে এসেছেন কলকাতার জমিদাররা। তারা তো ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করতে চায়। ইংরেজরা তখন জগৎ শেঠকে মিন্ট হাউসে দায়িত্ব দিয়েছে। তার ফলে জগৎ শেঠই ইংরেজদের আর্থিক লেনদেনের দেখভাল করছে। ইংরেজ টাকা বোঝে। তারা কেবল বলে, রুপেয়া দাও। আর কুছ নেহি মাংতা। রূপেয়া নিকালো। সেই সব রূপেয়া বিলাত ফেরৎ হতো হ্যায়। বাংলা টাকা বিলাত চলে যাচ্ছে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে কোটি পতি হচ্ছে কলকাতার জমিদাররা। তারা তখন পায়রা লড়াই করে টাকা ওড়াচ্ছে। বিড়ালের বিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছে জমিদার গিন্নিরা। তার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হয়েছে। ঘটা করে পেট পজোর আয়োজন। এদিকে নাচঘরে সারা রাত ধরে চলছে জলসা। সেই সব জলসায় লখনউ বাঈজিরা এসে নৃত্যু পরিবেশন করছে। গোটা কলকাতা সন্ধ্যা হলেও খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা গানে মেতে উঠতে শুরু করেছে। তার মধ্যে রয়েছে আবার কবিগানে লড়াই। সেও এক মজার লড়াই। ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি লড়াই হচ্ছে। দালান একেবারে ভিড়ে গমগম করতে শুরু করে দিয়েছে। সবাই গলাায় সাদা কাপড়ের মালকোষ ভেজে এসে উপস্থিত হয়েছে দালানে। সেখানে শুরু হবে কবি গানের লড়াই। এদিকে ভোলা ময়রা প্রস্তুতি নিচ্ছে তার দলবল নিয়ে। অন্য দিকে অ্যান্টনি সাহেব তাঁর দল নিয়ে রেওয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে। জমিদার সিংহ মহাশয় এখনও এসে উপস্থিত হন নি। তিনি আসলেই শুরু হয়ে যাবে কবির লড়াই। বলেই বেশ খানিকটা দম নিয়ে নিলেন গুলেদানন্দ। তোদের কাছে এই গল্প করতে নেই। তোরা না সব সময়ে আমার কথাকে গুল তাপ্পি বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিস কেন বলতো? আরে আমি যা দেখেছি তাই বলছি। তোরা তো এই সব দেখতে পাসনি। সেই কারণে এর মর্ম বুঝতে পারবি না। 'ও গুলেদানন্দ তোমার বয়স কত হলো বলতো? তুমি কোনও যুগের মানুষ। অষ্টাদশ শতাব্দী না উনবিশং শতাব্দীর? গুলেদানন্দ বলে উঠলেন, তোদের কাছে কোনও কিছুই বলাটা অপরাধ। তার সব সময়ে খুঁত ধরতে থাকবি। আরে শোন, আমার কাছে সব শতাব্দীই সমান। উনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই জানিস। আমার কাছে সবই সমান। আমার বয়সের কথা তোরা সব সময়ে জিজ্ঞাসা করিস কেন বল তো? তোরা তো জানিস আমার বয়স কারোর কাছে বলতে নেই । সেই কারণে আমি কারোর কাছে আমার বয়সে ফিরিস্তি দিই না। যাক আসল কথা ফিরে আসি কি বলিস তোরা? বলেই গুলেদানন্দ সোজা একেবারে কবির গানের আসলে প্রবেশ করলেন। তখন অ্যান্টনি কবিয়াল সুর ধরেছেন-'শোনে ভোলা তোরে আমি একটি কথাই বলি, নিজের ফাঁদে পড়েই এবার নিজেই যে তুই মলি। জয় জয়া যোগেন্দ্র জয়া। অসীম দয়া তার। শ্রীচরণে ঠাঁই নিস তো তবেই হবি পার, ভোলা, তবেই হবি পার।' বাহবা বাহবা। এবারে ভোলা মযরা উঠে দাঁড়ালেন। কোমরের কাপড়টাকে কষে গিট দিলেন। তার পরেই ঢোল বাজতে শুরু করে দিল। সঙ্গে কাঁসর ঘন্টা বাজছে আর কোমর দুলিয়ে নাচছে। ভোলা ময়রা গেলে উঠলেন গলা ছেড়ে-'তুই জাত ফিরিঙ্গি, জবর জঙ্গি, তোরে পারবে না কেউ তড়াতে, তোরে পারবে না কেউ তড়াতে। শোনরে ভ্রষ্ট, বলি স্পষ্ট। তুই যে নষ্ট, ভোজকে যা তুই যিশু খিষ্ট, শ্রীরামপুরের গির্জেতে।' 'ধা কিনি কিনি ধা, তা কিনি কিনি তা।'বোল দিতে শুরু করে দিয়েছে ঢোলক বাদকেরা। সত্যিই তখন কবিগান মানেই ইজ্জতের লড়াই। কোনও পক্ষই হারতে চায় না। তখন আমি অ্যান্টনির দিকে খানিকটা ঢলে পড়েছি। এর কারণও রয়েছে। অ্যান্টনি সাহেব তখন হিন্দু মেয়ে বিবাহ করেছেন। বিধবা মেয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলন করার পক্ষে রয়েছেন। ব্রাহ্মরা সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে চাইছে। রাজা রামমোহন রায় এসে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর আমহার্ষ্ট স্ট্রিট এবং মানিকতলার মুখে বাদুড় বাগানের কাছে বাড়ি রয়েছে তাঁর। সেখান থেকেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে আবার 'ইয়ং বেঙ্গল' নেতা হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও উপস্থিত। তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী সব আরও অনেকে। তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে হইচই করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি ইয়ং বেঙ্গলের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। এদিকে কবিয়যাল ভোলা ময়রা গেয়ে চলেছেন, 'দারোগার চেয়ে দেখি চৌকিদারের হাঁক বেশি। সানাইটা না গর্জে যত গর্জে তার পোয়ের দল।' কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কি আর বলেন। শেষ পর্যন্ত কবিয়াল ভোলনানাথকে নিজের গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন সবার সমানে। নিজের গলার মালা পরিয়ে দিলেন ভোলা ময়রার গলায়। বললেন. এই গান ও গান তেমার সাজে না। কবি জগাতে তুমি শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। সভার মাঝে পরিয়ে দিলাম তোমার গলায় মালা। ধন্য ধন্য সবাই করতে শুরু করলো। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এবং ভোলা ময়রা গলায় গলায় মিলে গেল। গুরু শিষ্য এক দেহে হল লীন। আমরা সবাই সাবাস সাবাস করে উঠলাম। এবার তোরা কড়া করে এক কাপ চায়ের অর্ডার দে দেকি নি গলাটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। ঘন্টা খানেক ধরে বকেই গেলাম তোদের কাছে। মগজে কিছু কি ঢুকেছে। ফুটোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে তোদের মগজ নাকি?

বিরোধিতা করেও সত্যজিৎ প্রতিভাকে ধামা চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি কারোর

বিশেষ প্রতিবেদক

চার্লি চ্যাপলিন-এর পর তিনিই দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৮৭ সালে ফ্রাঙ্গের সরকার তাঁকে সেদেশের বিশেষ সম্মনসূচক পুরস্কার 'লেজিওঁ দ্য অনরে' ভূষিত করে। ১৯৮৫ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেস তাকে আজীবন সম্মাননা স্বরূপ একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার(অস্কার) প্রদান করে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করেন দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন। সেই বছরেই মৃত্যুর পরে তাঁকে মরণোত্তর আকিরা কুরোসাওয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রয়াত পরিচালকের পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন শর্মিলা ঠাকুর। তিনি বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, কাহিনীকার, গীতকার, সুরকার, চিত্রকর এবং সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়। কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্পের জগতে খ্যাতনামা রায়চৌধুরি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্ব পুরুষের ভিটা ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সত্যজিতের কর্মজীবন একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসেবে শুরু হলেও প্রথমে কলকাতায় ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ রনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে লন্ডন শহরে সফররত অবস্থায় ইতালীয় নব্য বাস্তবতাবাদী ছবি লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে ছবি দেখার

পর তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হন। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া শ্রেষ্ঠ মানব দলিল পুরস্কারটি। 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' , এই তিনটি চলচ্চিত্রকে একত্রে অপু ত্রয়ী বলা হয়, এবং এই চলচ্চিত্র-ত্রয়ী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বা ম্যাগনাম ওপাস হিসেবে বহুল স্বীকৃত। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনা, চরিত্রায়ন, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, চিত্র গ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পী-কুশলীদের নামের তালিকা ও প্রচারণাপত্র নকশা করা সহ নানা কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক। বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তবে এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কারটি (অস্কার), যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। দর্শক ও সমালোচকের প্রতিক্রিয়া সত্যজিতের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান ও পুনরাবৃত্ত উপাদান ছিল এর মানবতাবাদ। তাঁর ছবিগুলো আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু এই সরলতার গভীরে লুকিয়ে আছে জটিলতা। তাঁর চলচ্চিত্রের বর্ণনাভঙ্গি ও চরিত্রায়ন নিখুঁত বলে অনেকবার প্রশংসিত হয়েছে। অনেকেই তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, এবং এর মধ্যে অন্যতম হল আকিরা কুরোসাওয়ার করা এই উক্তিটি-' সত্যজিতের চলচ্চিত্র না দেখা আর পৃথিবীতে বাস করে চন্দ্র-সূর্য না দেখা একই কথা। অন্যদিকে সত্যজিতের নিন্দুকেরা মনে করেন তাঁর ছবিগুলো অত্যন্ত ধীর গতির, যেন রাজকীয় শামুকেরদ চলার মত। তাঁরা সত্যজিতের মানবতাবাদকে ভাবেন সরল মনস্কতার বহিঃপ্রকাশ, আর তাঁর কাজকে মনে করেন আধুনিকতা-বিরোধী। তারা আরও বলেন যে সত্যজিতের চলচ্চিত্রে তাঁর সমসাময়িক পরিচালকদের মত (যেমন জঁ-ল্যুক গদার) নতুন অভিব্যক্তি কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখতে পাওয়া যায় না। স্ট্যানলি কফম্যান লিখেছেন যে সত্যজিতের কিছু সমালোচক মনে করেন যে সত্যজিৎ আগে থেকেই ধরে নিয়েছেন যে যেসব চলচ্চিত্র কেবল তাঁদের চরিত্রগুলোকে নিয়েই পড়ে থাকে, কিন্তু চরিত্রগুলোর জীবনে কোন নাটকীয় বিন্যাস আরোপ করে না, সেসব চলচ্চিত্র দর্শকেরা পছন্দ করবে। সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন যে তাঁর চলচ্চিত্রগুলোর ধীরগতির ব্যাপারে তাঁর কিছুই করার নেই, এবং কুরোসাওয়া সত্যজিতের পক্ষ নিয়ে বলেন যে সত্যজিতের ছবিগুলো মোটেই ধীরগতির নয়। বরং এগুলোকে শান্তভাবে বহমান এক বিরাট নদীর সাথে তুলনা করা যায়। সমালোচকেরা প্রায়ই সত্যজিৎকে চলচ্চিত্র ও অন্যান্য মাধ্যমের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সাথে তুলনা করেছেন, যেমন আন্তন চেখভ, জঁ রনোয়ার, ভিত্তোরিও দে সিকা, হাওয়ার্ড হক্স কিংবা ভোলফ গাং আমাদেউস মোৎসার্ট। শেক্সপিয়ারের সাথেও তাঁকে তুলনা করা হয়েছে। ভি এস নাইপল শতরঞ্জ কে খিলাড়ি-র একটি দৃশ্যকে শেক্সপিয়ারের নাটকের সাথে তুলনা করে বলেছেন,'সত্যজিতের চলচ্চিত্রের নান্দনিকতা নিয়ে যারা সন্তুষ্ট ছিলেন না তারাও স্বীকার করেন যে একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতিকে তার বিভিন্ন সুক্ষ্ম দ্যোতনাসহ চলচ্চিত্রে তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় সত্যজিতের ওপর লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এই অনুভূতিই প্রকাশ পায়। তবে সাধারণের মতে তাঁর হার্ট অ্যাটাকের পরে বানানো ছবিগুলো তাঁর পুরনো ছবিগুলোর মত জীবন্ত ছিল না। ১৯৮০-র শুরুর দিকে ভারতীয় লোকসভা সদস্য ও প্রাক্তন অভিনেত্রী নার্গিস দত্ত তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ আনেন যে তিনি দারিদ্র্য রফতানি করছেন, এবং সত্যজিতের কাছে আধুনিক ভারত-এর প্রতিনিধিত্ব করে এমন ছবি বানানোর দাবি করেন অন্যদিকে ভারত জুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা মনে করতেন সত্যজিৎ জাতির নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি প্রত্যয়ী ছিলেন না, বরং তিনি ''পথের পাঁচালী'' ও ''অশনি সংকেত'' ছবিতে বর্ণনাভঙ্গি ও নান্দনিকতার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে মহৎ করে দেখিয়েছেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করে যে সত্যজিৎ তাঁর ''বুর্জোয়া'' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর ছবির সংঘাতগুলোর কোন সমাধান দেখাতে পারেন নি।

সম্পাদক সমীপেষু,

শিক্ষক নিয়োগের মামলা

সংবাদে প্রকাশ মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে ২৫০০০ শিক্ষকের চাকরি বাতিল। বেতনও ফেরৎ দিতে হবে। পুরো প্যানেল বাতিল হলে যাঁরা নিজেদের বৈধ মনে করে লড়াই করছিলেন তাঁদের ভবিষ্যতও অন্ধকার থাকলো। উভয়পক্ষের আইনজীবীরা মামলায় জিততে আদালতে আসেন। প্রচুর অর্থও উপার্জন করে থাকেন। তাদের অভাব নেই। কিন্তু মামলাকারী এবং চাকরীরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। যদিও ধরেও নেওয়া যায় যে যাঁরা চাকরী করছিলেন তাঁদের কেউ কেউ কোনও প্রভাবশালীর সুপারিশে চাকরী পেয়েছিলেন তা'হলেও এটা হাততালি দেওয়ার বিষয় নয়। একটা সচল সংসার অচল হয়ে যায় এটা কাম্য নয়, মানবিকও নয়। লার্নেড আইনজীবীরা যদি সমস্যা সমাধানের জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন রাখেন তা'হলে ভালো হয়। তবে যাঁরা শিক্ষক পদের যোগ্য নয় তাঁদের শিক্ষকপদে নিয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের অন্তত একটা কারনিকের চাকরী দিতে পারলে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো বেঁচে যাবেন। উভয়পক্ষের আইনজীবীরা একমত হয়ে যদি শীর্ষ আদালতে এই প্রার্থনা করেন যে মহামান্য হাইকোর্ট একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি (একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, চেয়ারম্যান এবং চার জন শিক্ষাবিদ) গঠন করে চাকরী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট প্যানেলের প্রত্যেকের ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেকে তাঁদের যোগ্যতার শংসাপত্র দেখান এবং ইন্টারভিউ দিন। যিনি কৃতকার্য হবেন তিনি শিক্ষক হবেন। যিনি কৃতকার্য হবেন না তিনি কারণিক হবেন। এতে মনে হয় সকলকে বাঁচান যাবে। এতদিন মামলা চলছে। সকলের বয়সও বেড়েছে। আবার পরীক্ষা, ওএমআর শীট। এতে আরও সময় যাবে। আবার মামলাও হতে পারে। যা লিখলাম তা প্রস্তাব মাত্র। এখন আইনজীবীরা কীভাবে গ্রহণ করবেন তা তাঁদের বিষয়।

শঙ্করলাল কর্মকার (প্রবীন নাগরিক)
২৬, জেলিয়াপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

চিঠিপত্র বিভাগ খোলা হল। কারোর যদি কোনও বক্তব্য থাকে তাহলে তাঁরা এই বিভাগে চিঠিপত্র দিতে পারেন। বাছাই করে যোগ্যতানুসারে চিঠি প্রকাশ করা হবে। চিঠি বিভাগর মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী থাকবে না। দুরন্তবার্তা সকল পাঠকদের কাছে আবেদন রাখা হচ্ছে তারা এই পত্রিকার উন্নতির জন্যও নিজস্ব মতামত দিয়ে চিঠি দিতে পারেন। এমনকী মেইল করতে পারেন। তবে সেখানে লিখে দিতে হবে চিঠিপত্র বিভাগের জন্য। এমনকী যে কোনও সংবাদ ও ই-মেল করে পাঠাতে পারেন। উপযুক্ত সংবাদ হলে তা প্রকাশ করা হবে।

বন্দুক ঠেকিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার চার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ বন্দুক ঠেকিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক দুস্কৃতি সহ তার তিন সহযোগী। সরকারি কাজে বাধাদান করে ঠিকাদারের কাছে ৬ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে অভিযোগ পেয়েই তৎপর পুলিশ। দ্রুত গ্রেপ্তার অভিযুক্তরা। একদিকে যখন দক্ষিণে আবু তালেবের বাড়ির অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তখনই উত্তরের মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার আবু হায়াত। আর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে সন্দেশখালির ইস্যু টেনে খোঁচা বিরোধীদের। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দেগুন মুসলিমপুর এলাকায় পূর্ত দফতরের অধীনে একটি সেতু তৈরির কাজ চলছে। অভিযোগ সেখানে কাজ চলাকালীন বন্দুক নিয়ে ঠিকাদারকে হুমকি দিয়ে তোলা আদায়ের চেষ্টা করেন কয়েকজন দুস্কৃতী। ৬ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করেন তারা। ঠিকাদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত আবু হায়াত। বাড়ি চাঁচল থানার রণঘাট এলাকায়। সাথে অভিযুক্ত তার আরো ৪ সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের শনিবার সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই আবু হায়াত এবং তার দলবল দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় তোলাবাজি করত। তাদের টার্গেটে থাকত বড় ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদাররা। কোথাও বড় কোন কাজ হলেই হুমকি দিয়ে তোলা আদায়ের জন্য হাজির হয়ে যেত তারা। আগামী ৩০ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুরে জনসভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে আইসি মনোজিত সরকারের নেতৃত্বে আরো জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। নাকা পয়েন্ট থেকে শুরু করে এলাকা জুড়ে চলছে চিরুনি তল্লাশি। এদিকে এই ঘটনায় সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনেছে বিজেপি। জেলা বিজেপি সাংগঠনিক কমিটি সদস্য কিষান কেডিয়ার অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুরেও সন্দেশখালির মত অস্ত্র ভান্ডার আছে। তাই দুস্কৃতীর এত সহজে অস্ত্র পেয়ে যায়। এই ধরনের তোলাবাজরা চলে তৃণমূলের মদতে। যদিও পাল্টা ব্লক তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি সভাপতি সাহেব দাসের দাবি সন্দেশখালি সাজানো ঘটনা। প্রত্যেক জায়গায় পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়। বিজেপি শুধু প্রচারে থাকার জন্য এই ধরনের রাজনীতি করে।

নদীয়ায় তীব্র দহনে স্বস্তির বৃষ্টির আশায় আয়োজিত হলো ব্যাঙের বিয়ে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ এপ্রিল ঃ কথায় আছে বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আর নদীয়ায় এলাকা বাসী বৃষ্টির আশায় ধুমধামের সাথে বিয়ের আয়োজন করলো দুটি ব্যাঙ এর, যা দেখতে রীতিমতো এলাকায় কৌতুহলী মানুষের ভিড় এলাকায়। হিন্দু মতে মানুষের বিয়ের অনুষ্ঠানে যা যা নিয়ম ও আচার পালন করা হয়, এদিন সকাল থেকেই সেই সব কাজে হাতে হাত লাগিয়ে করতে কোমা বেধে নেমে পরে নদীয়ার শান্তিপুর থানার মোড় সংলগ্ন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে বাজনা বাজিয়ে জল সাজা থেকে গায়ে হলুদ সব আচার অনুষ্ঠান নিয়ম মেনেই অনুষ্ঠিত হয়। তৈরি করা হয় বিয়ের ছাদনা তলাও। সমগ্র এলাকায় মাইকে বাজে বিয়ের সানাই,, আর এতো কিছুর আয়োজনেই শেষ নয়, বিয়ে বাড়ির মতো আয়োজন করা হয়েছিল ভোজেরও। শতাধিক মানুষ খেলেন বিয়ের নেমন্তন্ন। শুক্রবার রাতে ধুমধাম এর সাথে করানো হলো ব্যাঙের বিয়ে। বাঙালি হিন্দু মতে সাতপাক ঘুরিয়ে বিয়ের সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ে দেওয়া হলো দুটি ব্যাঙের, আর গ্যাটের টাকা খরচ করে এলাকাবাসীর এহেন আয়োজন করার কারণ একটাই, একটু স্বস্তির বৃষ্টির আশায়। লোককথায় আছে ব্যাঙের বিয়ে দিলে নাকি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর সেই কারনেই এই কাজটা করলেন এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে একটানা চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ, তারপর কাঠ ফাটার রোদ্দুর। ব্রহ্মাণ্ডে জল তলা নিতে, শুকিয়ে যাচ্ছে নদী নালা। এই পরিস্থিতিতে ৫০ বছরের রেকর্ড ছাপিয়েছে এই ২০২৪ সালে। গোটা নদীয়া জেলায় চলতি সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত ৪৪ ডিগ্রি ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নাজেহাল করে ছাড়ছে মানুষকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে টপ টপ করে পড়ছে গায়ের ঘাম, আর গা জলনীতে অতিষ্ঠ প্রত্যেকটা মানুষ। এখন প্রত্যেকের মুখে মুখে একটাই কথা কবে নামবে বৃষ্টি, আর তাতেই হয়তো এই তীব্র তাপ প্রভাবের থেকে স্বস্তি মিলবে। যদিও শুক্রবার রাতে ওই এলাকায় ব্যাঙের বিয়ে দেখতে শান্তিপুরের বাইরে থেকেও প্রচুর কৌতুহলী মানুষ ভিড় করে। কারণ আর পাঁচটা বাঙালির মত সম্পূর্ণ বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, আর তাতেই মুগ্ধ করেছিল মানুষকে। এখন এটাই দেখার এলাকা বাসীর এতো আয়োজন ও বিশ্বাসের কাছে আদৌও প্রকৃতির হার হয় কিনা, আর দেখা মেলে কিনা বৃষ্টির।

গাজোলের একাধিক এলাকায় প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ শনিবার চড়া রোদ মাথায় নিয়ে মালদার গাজোলের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে করে প্রচার সারেন তিনি। কখনও গাড়িতে আবার কখনও হেঁটে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন খগেন মুর্মু। এদিন সকালে আলমপুর থেকে শুরু হয় প্রচার পর্ব। এরপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও প্রচার করেন খগেন মুর্মু। খগেন মুর্মু বলেন, 'গতকাল প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যে জনজোয়ার দেখা গেছে তা থেকেই ঠিক হয়ে গেছে উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা আসনের ফলাফল। মালদার দুটি আসনেই এবার জিততে চলেছি আমরা। এদিন প্রচার করতে যে সমস্ত গ্রামে গিয়েছি, প্রতিটি জায়গাতেই মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। যেভাবে আমাদের দেখে মানুষ এগিয়ে আসছে, তাতে আমার জয় সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। গতবারের থেকে এবার আরও বেশি মার্জিনে জিতব আমি।'

নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল বেশ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ দামবাড়ী এলাকার নাবালিকা অপহরণের মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে থানা ঘেরাও করলো সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন আগে দামবাড়ী এলাকার এক নাবালিকাকে জোর করে অপহরণ করে এলাকারই বাসিন্দা। পরবর্তীতে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা গেলেও মূল অভিযুক্তদের এখনো পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে না পারায় এদিন থানা ঘেরাও করে এলাকার সকল বাসিন্দা। তারা বলেন, অবিলম্বে নাবালিকা অপহরণে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ভবিষ্যতে তারা বৃহত্তর আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে ধূপগুড়ি থানা ঘেরাও করে রাখে এলাকাবাসীরা। পরবর্তীতে ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলোচনার পর থানা ঘেরাও তুলে নেন বলে জানা গেছে।

টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের যন্ত্রাংশ চুরির কিনারা করলো পুলিশ, ধৃত চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ ফুলবাড়ির বাইপাস ট্রাক টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি ট্রাক থেকে লক্ষাধিক টাকার দামি যন্ত্রাংশ চুরি যায়। এরপরেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে টার্মিনাস কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ

জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অবশেষে চুরির দুই দিনের মধ্যেই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো জরিফুল আলী ও জামসেদ আলী এরা দুজনেই ফুলবাড়ির কালাঙ্গিনী এলাকার বাসিন্দা এবং আলিমুল হক ও হাসেন আলী এরা ফুলবাড়ির নীপানিয়া ও পশ্চিম ধনতলা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃত চারজনকেই শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

'মমতা ব্যানার্জি স্টেজের উপর ভরতনাট্যম করেন', আক্রমণ অভিজিত গাঙ্গুলির

দুরন্ত বার্তা, ময়না, ২৭ এপ্রিল ঃ আজ ময়নার বাকচার গোডামহলে বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক অশোক দিন্দা সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্বরা মৃতের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। কথা বলেন। অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই এলাকায় শুধু বিজেপির লোকজনরাই খুন হচ্ছে। তৃণমূলের কেউ খুন হচ্ছে না। তার মানে পরিকল্পিতভাবে এটা করা হচ্ছে। মৃতের পরিবার কয়েকজনের নামে অভিযোগ করেছে। তারা এখন ফেরার। পুলিস যদি তাদের খুঁজে গ্রেফতার করে, তাহলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সবটা বোঝা যাবে। পুলিস যদি সেটা করে তাহলে এলাকার মানুষজনের রাগ ক্ষোভ খানিকটা প্রশমিত হতে পারে। নইলে পাল্টা খুন হয়ে যেতে পারে মানুষের মধ্যে যা রাগ রয়েছে। একইসঙ্গে অভিজিত

গঙ্গোপাধ্যায় আরও তোপ দাগেন, মমতা ব্যানার্জি স্টেজের উপর শুধু ভরতনাট্যম করেন। তার পুলিস কিছুই করে না। চোর জোচ্চোরের সরকার। ওরা অনেক কিছু বলছে। আমি বডির যে ছবি দেখেছি, বডি কথা বলে, এটা কখনওই আত্মহত্যা হতে পারে না। এটা পরিকল্পিত খুন। এক্সপার্ট কিলারদের কাজ। নইলে দেহের পকেটে কখনও মোবাইল ফোন রেখে দিয়ে যেত না। পুলিস সেই মোবাইল ফোন ট্র্যাক করতে পেরেছে। দেহ জোচ্চোর সরকারের পুলিস বা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত না করে কোনও কেন্দ্রীয় হাসপাতালে করা হোক। দাবি করেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, কদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রোহিঙ্গা' বলে বেনজির আক্রমণ করেছিলেন অভিজিত গাঙ্গুলি। গতকাল ভূপতিনগরের ওসি গোপাল পাঠক ময়না বাকচায় এসে কী বলছিলেন! এদিন সেই প্রশ্নও তোলেন অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। বলেন, উনি প্রথমত লাঠি উঁচিয়ে বডি বার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কেন করবেন উনি? উনি তো এই থানার পুলিস-ই নন। এসপির কাছে জানতে চাওয়া হবে। আমি এলাকার বিধায়কের কাছে অনুরোধ করব, ইমিডিয়েট ওই ওসির বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য। কারণ উনি তৃণমূল কংগ্রেসের দালালি করেন। এলাকার মানুষ তাই জানাচ্ছেন।

জল জীবন মিশনের কাজ শুরু হলো জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ জল জীবন মিশনের মাধ্যমে এবার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হলো জলপাইগুড়িতে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পলিটেকনিক কলেজ ক্যাম্পাসে জলের বোরিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা সহ বিভিন্ন

জায়গায় এখন তীব্র দাবদাহ চলছে। গরম পড়তেই জল সঙ্কট বেড়েছে সর্বত্র। এমন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির জন্য অত্যন্ত খুশির খবর। জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে 'প্রতিটি ঘরে জল' পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ। বর্তমানে জোরকদমে চলছে এই প্রকল্পের কাজ। জলপাইগুড়ির যে সব এলাকায় তীব্র জল সঙ্কটের অভিযোগ রয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা মিটতে চলায় খুব খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা কলোনি সহ জল সঙ্কটে থাকা বিভিন্ন এলাকার মানুষ এবার পানীয় জলের সুবিধে পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখান থেকেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে পানীয় জল। তারই কাজ চলছে জোরকদমে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে সর্বস্বান্ত এক পরিবার। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচেই ঠাঁই পরিবারটির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের বেনিটোলা এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের লোকজনের দাবি শুক্রবার বিকাল নাগাদ প্রথমে প্রতিবেশী বীরেন মন্ডলের বাড়িতে আগুন লাগে। ফলে বীরেন মন্ডলের তিনটি সাইকেল পুড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পরে উত্তম বসাকের বাড়িতে। নিমেষের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। উত্তম বসাকের দুটি ঘরে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে দুটি ঘরের আসবাবপত্র, জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সোনা দানা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের। অনেক চেষ্টার পর স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানার পুলিশকে। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

প্রতি বছরের মতো এবারও হজযাত্রীদের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ চাঁচলে চলতি বছরের জুন মাসে মক্কায় পালিত হবে পবিত্র হজ। প্রতি বছরের মতো এবারও হজযাত্রীদের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে শনিবার চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালে টিকাকরণের শিবির করা হয়। চাঁচল মহকুমার রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর সহ ছয়টি ব্লকের হজযাত্রীদের টিকা দেওয়া হয়। জানা গেছে,এবছর মহকুমা এলাকার মোট ২২১ জন হজযাত্রী রয়েছে। গতবছরের সংখ্যায় এবছর অনেকটাই কমে গেছে। এদিন টিকাকরণ শিবির পরিদর্শন ও হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে যান রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের চাঁচলের ফিল্ড সুপারভাইজার শেখ আফসার আলি ও চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জাকির হোসেন। শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালের সহকারী সুপার আরিফ সা, শান্তনু কর্মকার, ত্রিদিব মাইতি ও হাসপাতালের চিকিৎসক শুভাশীষ বড়ুয়া সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা।চাঁচল সুপার স্পেশাল্যাটি হাসপাতালের সুপার ইনচার্জ ডাঃ মোহাম্মদ সামিম বলেন, সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে টিকা প্রয়োগ করা হচ্ছে। কারও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

গলগলিয়া স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাস স্টেশনে রূপান্তর

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিএস_০৮_২৪-২৫, তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_জিএস_০৮_২৪-২৫, **কাজের নামঃ** গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাস স্টেশনে রূপান্তর। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। আনুমানিক মূল্যঃ ৬৪,১৪,০৬৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,২৮,৩০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বর্ষা ও ঠাণ্ডার আবহাওয়ায় টহল

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ২০-এপি-I-২০২৪। **কাজের নাম ঃ** ১২ মাস সময়ের জন্য এডিইএন নিউ কোচবিহার-II অধিক্ষেত্রের অধীনে বর্ষা ও ঠাণ্ডার আবহাওয়ায় টহল। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৭,৫৫,৮৬১.৭২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩৫,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৬-০৫-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৬-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিকাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_জিএস_টিআরডি_০৭_২৪-২৫; তারিখ: ২৪-০৪-২০২৪। **টেন্ডার নং.: ইএল_জিএস_টিআরডি_০৭_২৪-২৫;** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** গালগালিয়া স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাস স্টেশনে রূপান্তর করা। (ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি)। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,৪০,৫৯,৯১০.৮৬; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৭০,৩০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে উন্নয়নের কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_জিইএন_০৬_২৪- ২৫; তারিখ: ২৪-০৪-২০২৪; **টেন্ডার নং.: ইএল_জিইএন_০৬_২৪-২৫;** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম:** "এসটিসি (এম)/শিলিগুড়ি জং. এবং তার সংলগ্ন হোস্টেলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন"। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২০,১৪,৯৯২.৩০; **বায়না মূল্য:** ₹ ৪০,৩০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গাড়ি ভাড়া করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ইএল/২৯/আরটি০২-০৫-২০২৩/জিইএম/কে/১০১; তারিখ: ২৫-০৪-২০২৪। **বিড নম্বর: জিইএম/২০২৪/বি/৪৮৮৯৬৬৭; তারিখ:** ২৫-০৪-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** কাটিহার ডিভিশনে - ০৩ বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/শিলিগুড়ি জং. এবং এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/ নিউ জলপাইগুড়ি সেকশনে প্রতিদিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরী মেরামতির জন্য নিয়মিতভাবে রেলের সামগ্রী পরিবহনের জন্য ০১টি গাড়ি ভাড়া করা (মাসিক ভিত্তিক ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়া - এমইউভি)। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১৭,২৯,৫৮৪/-: **বায়না মূল্য:** ₹ ৩৪,৬০০/-; **বিড শেষ হওয়ার তারিখ/সময়: ১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। **বিড খোলার তারিখ/ সময়: ১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.gem.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গৃহবধূকে পণের দাবিতে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ এক গৃহবধূকে পণের দাবিতে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ওই গৃহবধূ গাজোল হাসপাতালে চিকিৎসার পর গাজোল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানান স্বামীর সহ শ্বশুর বাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে । জানা যায়, ওই গৃহবধূর নাম জামেলা খাতুন বয়স ১৯ তার স্বামী আব্দুর রহমান। গৃহবধূর বাবার বাড়ি গাজোলের দেওতলা অঞ্চলের ২১ মাইল এলাকায়। ওই গৃহবধূ জানান, আমার সাথে আব্দুর রহমানের ভালোবাসা হয় । তারপর গাজোলের দেওতলা অঞ্চলের কাটনা এলাকার রাতুল নুরপুর গ্রামের মঞ্জুল রহমানের ছেলে আব্দুর রহমানের বাড়িতে মুসলিম ধর্ম মতে আমাদের দুজনের বিয়ে হয়। ৯ মাস পূর্বে। বিয়ের সময় আমার বাবার কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা তারা নেন। বিয়ের পর কিছুদিন ভালো ছিলাম। তারপর আমার ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার চালায়। আমার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তারা আমার বাবার কাছ থেকে বড় অংকের টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করে

আমি তাদেরকে বলি বাবার বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসতে পারবো না । তখন তারা আমার উপর আরো বেশি করে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করতো । সঠিকভাবে ভরণ পোষণ দিত না, বাবার বাড়িতে যেতে দিত না । ২৩ এপ্রিল তারা পরিকল্পিতভাবে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য আমার ওপর আক্রমণ করে কিল-ঘুষি দেয় এবং লোহার রড দিয়ে মারধর করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এবং সিমেন্টের খুঁটিতে আমার মাথা বারবার আঘাত করে। আমার শাশুড়ি ও শ্বশুর শ্বাসরোধ করে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও বাবার বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন তারা সকলে মিলে আমাকে গাজোল হাসপাতালে নিয়ে আসেন । গাজোল হাসপাতালে চিকিৎসার পর শুক্রবার গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই আমার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে আমি বাবার বাড়িতে থাকছি। আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মনোনয়নপত্র বাতিল পূর্ব পরিকল্পিত ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রঃ বিজেপি প্রার্থীর আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ এপ্রিল ঃ বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল পূর্ব পরিকল্পিত ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বলে বীরভূম এআরও বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন দেবাশিস ধরের আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য। শনিবার তারাপীঠে দেবাশিস ধরকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এই অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান , বীরভূম এআরওর বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল তদন্তের দাবীতে আদালতের দ্বারস্থ হবেন তিনি। শুক্রবার নো ডিউস সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার কারনে মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে যায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দেবাশিস ধরের। তারপর গতকালই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছিলেন দেবাশিসবাবু। সেইমতো কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা এদিন বীরভূমে আসেন। তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখী হন তারা। অন্যদিকে প্রার্থী পদ খারিজ হওয়া দেবাশিস ধর বলেন, কোথাও চাপের মুখে পড়ে তার মনোনয়ন পত্র বাতিল করেছেন আধিকারিকেরা। তবে হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছি। প্রার্থী না হলেও আগামীদিনে দল আমাকে যে দ্বায়িত্ব দেবে সেই দ্বায়িত্ব পালন করব।

গাজোলে ভোট প্রচারে অদিতি মুন্সি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ এপ্রিল ঃ উত্তর মালদা লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে গাজোলে ভোট প্রচারে আসেন অদিতি মুন্সি। তিনি গাজোলের মাজরা অঞ্চলের আগুনপুর এলাকায় ভোট প্রচার করেন এবং একটি পথসভা করেন । তিনি প্রথমে আগমপুর এলাকার রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন এবং পাশাপাশি একটি পথসভা করেন থাকেন । এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৭ নং মালদা উত্তর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীনেশ টুডু, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন, রাজকুমার সরকার এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা ছবি লাল ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বাঁকুড়ায় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও দাবানল সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া জেলা জুড়ে প্রবল তাপপ্রবাহের কারণে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার্থে একটি বিশেষ সচেতনবার্তা প্রচার করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে জঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই জঙ্গলে আগুন লাগলেই অতি দ্রুত সাধারণ মানুষকে বিষয়টি নিকটবর্তী প্রশাসনের নজরে আনার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও জঙ্গলে পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি না ফেলার অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন আগে শুশুনিয়া পাহাড় এলাকা সহ বেশ কিছু জঙ্গলে হঠাৎ করে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ জঙ্গলে আগুন লাগানোর কাজে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ ওঠেছিল। এদিন জঙ্গলে আগুন লাগানো একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এই সতর্কতার কথা প্রচার করা হয়। এছাড়া প্রচারের মাধ্যমে বলা হয় যে জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন হয় এমন কোনও কাজই করা উচিত নয়। কারণ জঙ্গলে আগুন লাগার ফলে বিভিন্ন জীবনদায়ী গাছ, ঔষধি ও নিরীহ বন্যপ্রাণীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই তীব্র দাবদাহে নিজেদের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কথা তুলে ধরা হয়।

নজিরবিহীন গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদার নতুন রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ নজিরবিহীন গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদাও নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। অন্যান্য বছরের নজির ছাপিয়ে চলতি এপ্রিল মাসেই বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক হয়েছে। গত বছর জুন মাসে যেখানে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৯২০০ মেগাওয়াট। সিইএসসি'র বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৬০০ মেগাওয়াট। সেই তুলনায় চলতি মরশুমে আরও প্রায় ৬-৭ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে বলে বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেছে । স্বাধীনতার পর থেকে এই চাহিদা সর্বকালীন নজির। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, দেখা যায় সাধারণত বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে জুন মাসে। কিন্তু এ বছর সেই সময়ও এগিয়ে এসেছে। সম্প্রতি রাতে বণ্টন নিগম এলাকায় চাহিদা উঠেছিল রেকর্ড- ৯৯৩৫ মেগাওয়াটে। অন্যদিকে সিইএসসি-র এলাকায় এই চাহিদা ছিল ২৭২৮ মেগাওয়াট। তবে শহরতলিতে যাতে কোনওভাবে বিদ্যুৎবিভ্রাট না হয় তার জন্য দফতর সদা প্রস্তুত রয়েছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান। তার দাবি, কোথাও কোনও লোডশেডিং হচ্ছে না। কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটছে। কিন্তু তা বিক্ষিপ্ত। দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। রাজ্যের ২.২২ কোটি গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুতের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতায়।

লোকসভা ভোট পর্ব মিটে গেলেও শহরের অলি গলিতে জ্বল জ্বল করছে বিভিন্ন দলের ফ্লাগ-ফেস্টুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে লোকসভা ভোট পর্ব মিটে গেলেও এখনো দেওয়াল লিখন মোছা হলো না। কিছু জায়গায় কর্মীরা দায়িত্ব নিয়ে নিজেরাই মুছে দিলেও বেশির ভাগ শহর ও শহর সংলগ্ন গলিতে দেওয়াল লিখন এখনো জ্বল জ্বল করছে সব দলেরই। এদিন জলপাইগুড়ির শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে দেখা গেল রাস্তার পাশেই এখনও ফ্লাগ - ফেস্টুন, দেওয়াল লিখন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এতে পরিবেশ দৃশ্য দূষন হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এলাকার মানুষের দাবি জলপাইগুড়ি লোকসভার ভোট পর্ব শেষ হলেও এখনো ভোট প্রচারের ব্যানার, পোষ্টার, দলীয় পতাকা ঝুলে রয়েছে বিভিন্ন অলি গলিতে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তারা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে পোষ্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখন মুছে দেয় তাহলে ভালো হয়। এ বিষয়ে পরিবেশ প্রেমী তথা জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত বলেন , জলপাইগুড়ি লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে কিছুদিন আগেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ভোট প্রচারে দলীয় পতাকা, প্রতিক চিহ্ন, ব্যানার, ফেস্টুন লাগিয়ে ভোট প্রচার করেছেন সে বিষয়ে তাদের সাধুবাদ জানাই। কিন্তু জলপাইগুড়ির লোকসভা ভোট পর্ব মিটে গেছে। এখনো গাছে ঝুলছে ফ্লাগ ফেস্টুন ব্যানার এতে পরিবেশ দৃশ্য দুষন হচ্ছে। আমার মনে হয় এখন ভোট পর্ব শেষ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে তাদের নিজ নিজ দলীয় প্রতিক যদি সরিয়ে এলাকায় সচ্চতা বজায় রাখে তাহলে খুব ভালো হয়। তাহলে গাছও বাঁচবে পাশাপাশি পরিবেশ ও সমাজও বাঁচবে বলে জানান তিনি।

ভোট পরবর্তী স্কুটিনির পর ইভিএম বন্দি হলো স্ট্রংরুমে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ ভোট পরবর্তী স্কুটিনির পর ইভিএম বন্দি হলো স্ট্রংরুমে। আর এরপর স্ট্রংমের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা গোয়েল, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক, মহকুমাশাসক, বিডিও, অবজারভার ও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং ইলেকশন এজেন্টদের উপস্থিতিতে এদিন স্কুটিনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনরকম অভাব বা অভিযোগ জানানো হয়নি। তবে বিজেপি প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্টদের তরফে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জানানো হয়। তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও ওয়েবকাস্টিং দেখে সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে নির্বাচন কমিশন। এরপর চোপড়া বিধানসভা থেকে আগত ইভিএম মেশিন ও ভিভি প্যাট যাচাই করে স্ট্রং রুমে ঢুকিয়ে সিল করা হয়। তার পরেই এর রক্ষানবেক্ষনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে।

পুনরায় লোকালয়ে জোড়া বাইসনের তান্ডব

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল ঃ পুনরায় লোকালয়ে জোড়া বাইসনের তান্ডব। ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, এদিন সকালে প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে বাইসন দুটি। মাথাভাঙ্গা ২ নং ব্লকের রামঠেঙা এলাকায় ভুট্টা ক্ষেতে দেখা যায় বাইসন দুটিকে। খবর পেয়ে বনদপ্তরের রেঞ্জার সহ বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে মাইকিং ও করা হয় এলাকাবাসীদের সতর্ক করার জন্য। তবে বনদপ্তর সূত্রে খবর একটি বাইসনকে তারা নিজেদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছেন, এবং একটি বাইসন কে পাতলাখাওয়া জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেটিকেও পাতলাখাওয়া জঙ্গলে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে আরও জানা গেছে, বাইসনের হামলায় এদিন কোন আহতর বা প্রানহানির খবর। তবে যাদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে সরকারি নিয়ম মেনে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা হবে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বাইসনের হানায় কয়েকজন আহত হয়েছিলেন।

খাওয়া-দাওয়া

পটোলের খোসা দিয়ে ভর্তা

উপকরণঃ পটোলের খোসা ২৫০ গ্রাম, মাঝারি আকারের চিংড়ি মাছ ৮-১০টি, দেশি পেঁয়াজ ২টা, রসুন ৬-৭ কোয়া, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, শর্ষের তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো, হলুদ সামান্য।

প্রণালিঃ পটোলগুলো ধুয়ে একটু মোটা করে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। খোসাগুলো অল্প জলেতে সেদ্ধ করে জল পুরোপুরি শুকিয়ে নিন। চিংড়ি মাছে অল্প লবণ আর হলুদ মেখে নিন। ভালোমতো ভেজে নিতে হবে। একটি পাত্রে তেল নিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, লবণ আর কাঁচা মরিচ ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ ভাজা হলে তার মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা পটোলের খোসাগুলো দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। নামিয়ে ঠান্ডা করে মাছসহ সবকিছু একসঙ্গে পাটায় বেটে নিতে হবে।

শিমবিচি দিয়ে ভর্তা

উপকরণঃ শিমবিচি ২৫০ গ্রাম, টাকি মাছ ১টা, দেশি পেঁয়াজ ২টা, রসুন ৬-৭ কোয়া, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, থানকুনিপাতা ৫০ গ্রাম, শর্ষের তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো, হলুদ সামান্য।

প্রণালিঃ শিম বিচির খোসা ছাড়িয়ে নিন। টাকি মাছ লবণ ও হলুদ মেখে ভেজে নিন। ঠান্ডা হলে কাটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, লবণ আর মরিচ ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ পর তাতে শিমের বিচি দিন। আরও খানিকটা ভেজে চুলার আঁচ কমিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট রাখুন। বিচিগুলো সেদ্ধ হওয়া অবধি ঢেকে রাখতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে থানকুনিপাতা দিয়ে দিন। চুলার আঁচ বাড়িয়ে মিনিটখানিক ভেজে নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপর সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডার বা পাটায় বেটে নিতে হবে।

আইসক্রিম খেলে শরীর ঠান্ডা তো হবেই না বরং তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে

আয়েশ করে চেটে চেটে আইসক্রিম খাওয়া এই গরমের অতি পরিচিত এক দৃশ্য। আট থেকে আশি আইসক্রিম সবার ভালোবাসার নাম। এই গরমে আপনি সেই ভালোবাসাকে পেটে চালান করতেই পারেন, তবে তাতে শরীর-মন ঠান্ডা হয়ে যাবে, এ আশা করবেন না। শরীর ঠান্ডা তো হবেই না বরং তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে। আপনার আরও গরম লাগার অনুভূতি হবে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যানসাসের ডায়েটিশিয়ান টাটা মার্শেলো জানান, 'এই গরমে আর যা-ই হোক, কাউকে আইসক্রিম খাওয়ার কুবুদ্ধি দেবেন না। এটা আমাদের মুখে তাৎক্ষণিক ঠান্ডা লাগার অনুভূতি দিলেও আদতে আমাদের শরীর গরম করে।' কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে টাটা জানান, আইসক্রিমে থাকা পূর্ণ ননির দুধ, ফ্যাট, শর্করা হজম করা পাকস্থলীর জন্য সহজ কাজ নয়। যত ধরনের খাদ্য উপাদান আছে, এর ভেতর ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাবার ভাঙা শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য। তাই ফ্যাট ভাঙতেই সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপন্ন হয়। ফ্যাট, প্রোটিন আর শর্করার সমন্বয়ে তৈরি আইসক্রিমের মতো অস্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই আছে। আইসক্রিম তৈরির উপাদানগুলো ভাঙতে গিয়ে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তা শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

গরমে অস্বস্তি, পেট ফাঁপা, বদহজমের জন্য গরমে আইসক্রিম খাওয়া দায়ী। আইসক্রিম সাময়িকভাবে যে ঠান্ডার অনুভূতি দেয়, তা পরিপাকক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। ফলে এই গরমে সাময়িক মুখের স্বাদ আর ঠান্ডার অনুভূতির ফাঁদে পড়ে যদি আইসক্রিম খেয়েই ফেলেন, এর মূল্য আপনাকেই চোকাতে হবে। আইসক্রিম একান্তই খেতে হলে তাই শীতকালে খান। আর যদি শরীরের বাড়তি ওজন নিয়ে চিন্তিত থাকেন বা ডায়েটে থাকেন, তাহলে আইসক্রিম নামের এই খাবারের কথা আপাতত ভুলে যান।

কেবল আইসক্রিমই নয়, এই গরমে যেকোনো কোমল পানীয়, অতিরিক্ত চিনি আর বরফ দেওয়া পানীয় থেকে দূরে থাকুন। খেতেই যদি হয়, তবে লেবুর শরবত, ডাবের পানি, চিনি ছাড়া লাচ্ছি খেতে পারেন। জল খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আর সেটি স্বাভাবিক তাপমাত্রার হলেই ভালো।

দিনে দুবার বা তার বেশি গোসল করতে পারেন। তবে চুল ভেজা রাখলে চলবে না। গা ঘেমে গেলে পোশাক বদলে নিতে হবে। বাতাস চলাচল করতে পারে, এ রকম হালকা, সুতির আরামদায়ক পোশাক পরবেন।

গরমে মুখোরচক টমেটো-তেঁতুলের চাটনি

উপকরণঃ টমেটো টুকরো করে কাটা ৫০০ গ্রাম, তেঁতুলের ক্বাথ ২ টেবিল চামচ, সরষে ১ চা-চামচ, শুকনা মরিচ ২-৩টি, তেজপাতা ২টি, অল্প লবণ ও হলুদ, পাঁচফোড়নের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, চিনি আধা কাপ, তেল সামান্য, মৌরি ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ কড়াইয়ে সরিষার তেল সামান্য গরম করে ২টি শুকনা মরিচ, ১ চা-চামচ সরষে, ১ চা-চামচ মৌরি ও ২টি তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে টমেটোর টুকরোগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নাড়াচাড়া করে লবণ, হলুদ দিতে হবে। নরম হয়ে এলে এক কাপ পানি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পানি শুকিয়ে মাখা মাখা হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ ও চিনি মিশিয়ে নাড়তে হবে। ঘন হয়ে এলে পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছড়িয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন টমেটো-তেঁতুলের চাটনি।

প্রচন্ড গরম, পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা সরবত বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিলঃ দাবদাহ চলছে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপে কাহিল গোটা বঙ্গ। পথ চলতিদের ঠান্ডা সরবত বিতরণ করা হলো। দক্ষিণবঙ্গের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গে ও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। পথ চলতি মানুষদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রচন্ড গরমের কারণে কাহিল অবস্থা। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গতেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। পাহাড়েও যথেষ্ট গরম অনুভূত হচ্ছে, উত্তরবঙ্গের সমতল শহরগুলিতে ও বাড়ছে তাপমাত্রা। দার্জিলিং এর কোল ঘেষা শহর শিলিগুড়িতেও কয়েকদিন ধরে গরমের প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গরমের থেকে নিস্কৃতি পেতে ঠান্ডা পানিও দিয়ে গলা ভিজাচ্ছেন অনেকেই। এদিন শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে মারওয়ারী যুব মঞ্চের তরফ থেকে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা শরবত বিতরণ করা হয়। তারা জানিয়েছেন এরকম কর্মসূচি আগামীতেও চলবে। প্রচন্ড গরমের কথা মাথায় রেখে তারা এই কর্মসূচিতে নেমেছেন। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলিতে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হবে বলে তারা জানান, রাস্তাঘাট যাতে অপরিস্কার না হয় , প্লাস্টিকের গ্লাসে সরবত খাওয়ার পর সেগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা বিষয়ে আরো জানিয়েছেন প্রচন্ড গরমের কথা মাথায় রেখেই তাদের এই কর্মসূচি করার কথা মাথায় আসে। যতদিন পর্যন্ত গরম চলবে তাদের এই কর্মসূচি ও চলবে।

প্রচণ্ড দাবদাহে জ্বলছে ত্রিপুরা, ক্ষণিকের স্বস্তি দিতে এগিয়ে এল ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রচণ্ড দাবদাহে জ্বলছে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলার মানুষ দিনদুপুরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে কয়েক ডিগ্রি উপরে থাকবে আরও কিছুদিন, এমনটাই দাবি আবহাওয়া দফতরের।

এদিকে, ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার রাজপথে স্বস্তি মার্কেটের সামনে পথচারীদের মধ্যে ঠাণ্ড পানীয় বিতরণ করা হয় শনিবার তপ্ত দুপুরে। পানীয় বিতরণে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান, রাজ্যে মাত্রাতিরিক্ত গরমে মানুষ অতিষ্ঠ। তাই ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা শহরের পাঁচটি স্থানে পথচারীদের মধ্যে ঠাণ্ডা পানীয় ও জল বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গার্হস্থ্য হিংসা, মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন কমলপুরের গৃহবধূ

কমলপুর (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ গার্হস্থ্য হিংসায় মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার এক গৃহবধূ। হেমন্তী দাস নামের ওই গৃহবধূর বাড়ি কমলপুর থানার অধীন কুচাইনালা গ্রামে। বর্তমানে ওই গৃহবধূ আগরতলায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ বছর আগে কমলপুরের কুচাইনালা গ্রামের কৃষ্ণ মালাকারের সাথে বিয়ে হয় হেমন্তী দাসের। বিয়ের পর থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালায় স্বামী কৃষ্ণ মালাকার।

গৃহবধূর এক নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন, স্বামী ও শাশুড়ি মিলে হেমন্তী দাসের ওপর নির্যাতন করতেন। স্বামী কৃষ্ণ মালাকার ঘরের দরজা বন্ধ করে বেধড়ক মারধর করে স্ত্রী হেমন্তী দাসকে। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। সাথে সাথে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

কমলপুর হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন, হেমন্তী দাসের গলার ওপরের অংশে দায়ের আঘাত রয়েছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন হেমন্তী দাস। কমলপুর থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্ত স্বামী কৃষ্ণ মালাকারকে গ্রেপ্তার করেছে। এলাকার লোকজন কৃষ্ণ দাসের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

নাম পরিবর্তন

আমি, Arif Mumtaz and Mohammad Arif Mumtaz (পুরাতন নাম) পিতা Mohammed Mumtaz , ঠিকানা- 13/4, SYED SALLEY LANE, P.S.-JORASANKO, KOLKATA-700007, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 26.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Arif Mumtaz (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Arif Mumtaz (নতুন নাম) এবং Arif Mumtaz and Mohammad Arif Mumtaz (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Mukaram and Mohammad Mukarram (পুরাতন নাম) পিতা Md Arif Mumtaz, ঠিকানা-13/4, SYED SALLEH LANE, PS-JORASANKO, KOLKATA-700007, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, 26.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Mukarram (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Mukarram (নতুন নাম) এবং Md Mukaram and Mohammad Mukarram (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SHABNAM BEGUM,W/O SK MAJID, R/O N . D. KAYEM LANE, BARDHAMAN, PO BARDHAMAN PURBO, PS BURDWAN , DIST PURBA BARDHAMAN, PIN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024, THAT SHABNAM BEGUM AND SHABNAM BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SABNAM BIBI, W/O SK MAZID, R/O N . D. KAYEM LANE, BARDHAMAN, PO BARDHAMAN PURBO, PS BURDWAN , DIST PURBA BARDHAMAN, PIN-713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024, THAT SABNAM BIBI AND SHABNAM BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SABITRI NANDI, W/O BITAN DHAR, R/O 97/11, GHOLA KACHARE ROAD, BAMKIM PALLY, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABITRI DHAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024, THAT SABITRI NANDI AND SABITRI DHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANIYA PARVIN, RESIDING AT N.D. KAYEM LANE, BARDHAMAN, PO-BARDHAMAN PURBA, PURBA BARDHAMAN - 713101, WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER'S NAME SOME OF DOCUMENTS RECORDED AS SK MAZID ALSO SOME OF OTHER DOCUMENTS RECORDED AS SHEIK MAJID,THAT SK MAZID AND SHEIK MAJID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024

Name Change

I SHEIK MAJID, RESIDING AT N.D. KAYEM LANE, BARDHAMAN, PO-BARDHAMAN PURBA, PURBA BARDHAMAN - 713101, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER'S NAME SOME OF DOCUMENTS RECORDED AS HAMID SHEIK ALSO SOME OF OTHER DOCUMENTS RECORDED AS ABDUL HAMID,THAT HAMID SHEIK AND ABDUL HAMID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.

Name Change

I YASMIN BANU, W/O- SEIKH MUKHTAR ALI, R/O- T-175/A,MITHA TALAB (BARA BAGAN) LANE, BARTALA, KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BANO,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/04/2024, THAT YASMIN BANU AND YASMIN BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRABHAT CHOWDHURY, SON OF FANINDRA CHOWDHURY, RESIDING AT 6C/78 MUKUNDAPUR, PO-MUKUNDAPUR, KOLKATA -700099, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROBHAT CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024. THAT PRABHAT CHOWDHURY AND PROBHAT CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SALIM BISWAS, SON OF SAHARAB BISWAS, RESIDING AT NALDUGARI, PARMADAN, PS-BAGDAH, BONGAON-743297, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SELIM BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.THAT SALIM BISWAS AND SELIM BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MUJIBAR RAHAMAN MOLLA, SON OF LATE ABDUL HANNAN MOLLA, RESIDING AT RAJAKGOHALIA, DOSATINA, BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUJIBAR RAHMAN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.THAT MUJIBAR RAHAMAN MOLLA AND MUJIBAR RAHMAN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPAK AGARWALLA AND DIPAK AGARWAL, S/O-LATE RAM ABATAR AGARWALL, R/O- 138 & 124, DAKHINDARI ROAD HARI OM DHAM, BLOCK-B, FOURTH FLOOR, PS-LAKE TOWN, KOLKATA-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK AGARWALL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 18/04/2024, THAT DIPAK AGARWALLA AND DIPAK AGARWAL AND DIPAK AGARWALL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SACHINDRA NATH DEY, SON OF LATE KAMAL DEY, RESIDING AT KHANTURA, KHANTURA BAZAR, PS-GOBARDANGA, NORTH 24 PARGANAS - 743273, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER KAMAL KUMAR DEY SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 26/04/2024.THAT KAMAL KUMAR DEY AND KAMAL DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HUZEFA NURUDDIN DHAMANGAMWALA, SON OF LATE NURUDDIN DHAMANGAMWALA, RESIDING AT 16 F/2, SYEDNA MOHAMMAD BURHANUDDIN ROAD, (FORMERLY KNOWN AS -- EAST TOPSIA ROAD), POST OFFICE : GOBINDA KHATIK ROAD, KOLKATA - 700046, P.S - PRAGATI MAIDAN,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HUZEFA DHAMANGAMWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024. THAT HUZEFA NURUDDIN DHAMANGAMWALA AND HUZEFA DHAMANGAMWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AINUL HAQE , SON OF ABDUL RAHIM, RESIDING AT 2B/H/4 CHATU BABU LANE, PS-ENTALLY, KOLKATA -700014. WEST SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AINUL HAQUE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.THAT AINUL HAQE AND AINUL HAQUE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ESSAQUE ALI KHAN, SON OF HABIB ALI KHAN, RESIDING AT PARULIA, JAMUA SANKARPUR, CONTAI-II, PURBA MEDINIPUR-721427, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ESAK ALI KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024.THAT ESSAQUE ALI KHAN AND ESAK ALI KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Anchar Mondal (old name) S/O Apsar Mondal, residing at Vill. & P.O.- Kulia, P.S.- Bagdah, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743270, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anchar Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Anchar Mondal (new name) and Md Anchar Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarajit Singha (old name) S/O Santosh Singha, residing at Vill.- Swarupdaha, P.O.- Hakimpur, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swarajit Singha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Swarajit Singha (new name) and Sarajit Singha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sharmili Muhuri (old name) W/O Saideep Bhowmick, residing at 149, Dumdum Park S Nehamayee Apartment, Flat-G.B, P.O.- Bangur Avenue, P.S.- Laketown, Dist- North 24 pgs, Pin-700055, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sharmili M Bhowmick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Sharmili M Bhowmick (new name) and Sharmili Muhuri (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Madhu Sudhan Ghosh (old name) S/O Ramesh Chandra Ghosh, residing at 23, Jagadish Sarani Mathpara, P.O.- Nonachandanpukur, P.S.- Titagarh, Barrackpore, Dist- North 24 Pgs, Pin-700122, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Madhusudan Ghosh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/04/2024. Madhusudan Ghosh (new name) and Madhu Sudhan Ghosh (old name) both are same identical person.

Name Change

I SAZIA AHMED, W/O FEROZ AHMED, R/O F-70, GARDEN REACH ROAD, PO & PS GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAZIA PARWEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024, THAT SAZIA PARWEEN AND SAZIA AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ভোটকেন্দ্রে মানবিকতা

সিআরপিএফ জওয়ানকে বিশেষ সম্মাননা উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ সীমান্তে যাঁরা দেশ রক্ষার দায়িত্বে আছেন, গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্বও তাঁরা পালন করেন দেশের স্বার্থে। শুক্রবার পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যুব রাজনগরের উপ্তাখালি পঞ্চায়েত অফিসের একটি পোলিং স্টেশনে শিশু কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা ভোটারকে সাহায্য করেছিলেন মণ্টু বরা নামের জওয়ান। ওই মহিলার শিশুকে কোলে নিয়ে তিনি মাকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। এই ছবি ও সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় গোটা বিষয়টি। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

শনিবার উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী ওই জওয়ানকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। মণ্টু বরা, সিআরপিএফএর ১২৪ নং ব্যাটালিয়নের হেড কনস্টেবল। তাঁর বাড়ি অসমের বরপেটায়। তাঁর ডিউটি ছিল ৩৩৫৭ বিধানসভা কেন্দ্রের উপ্তাখালি পঞ্চায়েত অফিসে। ওই কেন্দ্রে ছিল মহিলাদের দীর্ঘ লাইন। তার মধ্যে এক মহিলা ছিলেন কোলে একটি শিশুসন্তান নিয়ে। মহিলাটি লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ভোট দিতে। কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তখন মণ্টুবাবু কষ্ট জর্জরিত অবস্থায় মহিলাকে দেখে শিশুটিকে তাঁর হাতে দিতে বলেন। একদিকে বন্দুক, অন্যদিকে শিশু নিয়ে সাড়ে পাঁচ মিনিটের মতো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা ভোট দিয়ে এসে শিশুটিকে পুনরায় নিজের কোলে নেন। যে শিশুটি মণ্টু বরার কোলে ছিল তা ভাইরাল হয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ফ্রন্ট পেজে ছবি প্রদর্শিত হয়। এতে তাঁর ডিপার্টমেন্ট খুশি হয়ে আড়াই হাজার টাকা পুরস্কারে ঘোষিত করে। এছাড়া উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেন তাঁকে।

আত্মঘাতী প্রেমিক, মৃত্যুর আগে প্রেমিকার পরিচয় লিখে বাবার হাতে তুলে দিল চিরকুট

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে বিষ পান করে আত্মঘাতী হলেন প্রেমিক। ঘটনা আগরতলার চারিপাড়া এলাকার। মৃত যুবকের নাম চয়ন আচার্য (২৭)। বাবা চন্দন আচার্য। শনিবার আগরতলায় জিবি হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মৃত যুবকের বাবা জানিয়েছেন ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার প্রেমিকা। ছেলে মৃত্যুর আগে যে মেয়ের জন্য সে আত্মহত্যা করেছে তার নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখে দিয়েছে। মৃত যুবকের বাবা চন্দন আচার্য জানিয়েছেন, ছেলে চয়ন দীর্ঘদিন ধরে একটি মেয়ের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মেয়ের নাম ঠিকানা কোনও কিছুই তিনি জানতেন না। প্রায় সময় ছেলেকে বলতেন, সে যেদিন বিয়ে করতে বলবে সেই মেয়ের অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। সেই মোতাবেক ছেলেও বাবাকে বলত যখন সময় হবে তখন সবকিছু জানাবে।

আচমকা ছেলে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করবে সে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি বাবা চন্দন আচার্য। বিষপান করার পর গুরুতর আহত অবস্থায় চয়নকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে চয়নের। এর মধ্যে চয়ন তার বাবাকে বলে কাগজ কলম এনে দিতে, সে কিছু লিখতে চায়। সে অনুযায়ী চয়নকে কাগজ কলম দেওয়া হয়। সেই কাগজে চয়ন লিখে যে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী উদয়পুরের বাসিন্দা দ্বিপালী নামের একটি মেয়ে। এ সব লিখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে চয়ন। বাবা চন্দন আচার্য আরও জানিয়েছেন, তিনি ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন। আইনের দ্বারস্থ হবেন। অভিযোগ দায়ের করবেন থানায়।

উদয়পুরের কিল্লায় ভগ্নিপতিকে পিটিয়ে খুন শ্যালক ও সাগরেদদের

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার রাতে গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন কাইপেংভোলাই এলাকায় জামাইবাবুকে পিটিয়ে খুন করল শ্যালক। এই হত্যার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা কিল্লা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, কাইপেংভোলাই এলাকার বাসিন্দা অনিল কুমার জমাতিয়াকে শুক্রবার রাত ৮.৫০ নাগাদ নিজ বাড়িতে তার শ্যালক পদ্ম কুমার জমাতিয়া ৬-৭ জনকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মারধর করে। শ্যালক সহ তার সাঙ্গপাঙ্গদের মারধরে গুরুতর আহত হন ভক্তিপতি অনিল কুমার জমাতিয়া। অভিযোগ শ্যালক সহ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মারধরে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে এলাকার লোকজন সহ অনিল কুমারের ভাই এবং অন্যান্য পরিজনরা ছুটে আসলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। অনিল কুমার জমাতিয়াকে উদ্ধার করে কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় গোমতি জেলা হাসপাতালে। অভিযোগ, পরিবারের লোকজন তাকে জেলা হাসপাতালের না নিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। পরে ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় অনিল কুমার জমাতিয়ার (৫০। এদিকে ঘটনার পর মৃতের শ্যালক পদ্ম কুমার জমাতিয়া কিল্লা থানায় আত্মসমর্পণ করে। এলাকা সূত্রের খবর, অনিল কুমার জমাতিয়ার সাথে তার স্ত্রী-র পারিবারিক বিবাদ চলছিল। এই বিবাদকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে তার স্ত্রী ভাই পদ্ম কুমার জমাতিয়াকে ফোন করে স্বামীকে মারার জন্য বললে, পদ্ম কুমার তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে ভগ্নিপতিকে মারধর করে। শনিবার কিল্লা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পরে বিজেপি এবং এনডিএ ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে, কোলহাপুরের জনসভায় মোদী

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শনিবার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, নির্বাচনের দৃশ্যকে একটি ফুটবল ম্যাচের সাথে তুলনা করেছিলেন, যেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পরে বিজেপি এবং এনডিএ ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে। এই কর্মসূচি চলাকালীন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠাওয়ালে, কোলহাপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রী সঞ্জয় মান্ডলিক, হাতকানাঙ্গের লোকসভা প্রার্থী শ্রী ধৈর্যশীল সম্ভাজিরাও মানে এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কোলহাপুরকে মহারাষ্ট্রের ফুটবল হাব বলা হয় এবং এখানকার যুবকদের মধ্যে ফুটবল খেলা খুবই জনপ্রিয়। গতকাল দ্বিতীয় ধাপের ভোট শেষ হওয়ার পর ফুটবলের দিক থেকে, বিজেপি এবং এনডিএ ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট দেশবিরোধী এবং ঘৃণার রাজনীতির ২টি সেমসাইট গোল করেছে এবং যার ফলে এটা নিশ্চিত ফের একবার মোদী সরকার। কিন্তু এবার তৃতীয় পর্বের বল বহন করার দায়িত্ব আসতে চলেছে কোলহাপুরের মানুষের হাতে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনারা এমন একটি গোল করবেন যাতে ইন্ডি জোটের লোকেরা পরবর্তী রাউন্ডগুলিতেও চিন্তিত থাকবে। শ্রী মোদী বলেন যে ইন্ডি জোটের লোকেরা বলছে যে তাদের সরকার গঠিত হলে তারা সিএএ আইন বাতিল করবে। ইন্ডি জোটের লোকেরা, যারা তিন অঙ্কের আসন জিততে আগ্রহী, তারা কি কখনও সরকারের দুয়ারে যেতে পারবে? ইন্ডি জোটের লোকেরা এমন একটি ফর্মুলা তৈরি করছে যে প্রতি বছর একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী হবে এবং তারা যদি ৫ বছরের জন্য সুযোগ পায় তবে তারা ৫ জনকে প্রধানমন্ত্রী করবে। কংগ্রেস এখন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কর্ণাটকে তাদের সরকার আড়াই বছরের জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় এবং আড়াই বছর পরে তাদের উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তারা রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে একই ফর্মুলা তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও যারা ৫ বছরে ৫ জন প্রধানমন্ত্রী করেছে, এই দেশ তাদের কখনোই সহ্য করবে না এবং সেজন্যই তারা দেশের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ইন্ডি জোটের এই লোকেরা দক্ষিণ ভারত ভেঙে আলাদা দেশ গড়ার দাবি করছে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের দেশ কংগ্রেসের এ ধরনের এজেন্ডা কখনই মেনে নেবে না।

আগরতলার পার্শ্ববর্তী দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনে আগুন

আগরতলা, ২৭ এপ্রিলঃ আগরতলা শহরের কাছে দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনে আগুন। ভোরে আগুন দেখা যায় ওই ডাম্পিং স্টেশনে। দ্রুত সেখানে পৌঁছেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। বহু চেষ্টা করেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সংবাদ লেখা পর্যন্ত আগুনে পুড়ছে ডাম্পিং স্টেশনের আবর্জনা। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর চারটা নাগাদ দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনের আবর্জনার স্তূপে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দেন দমকল কর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকল কর্মীরা। তাঁরা এসে দেখেন ডাম্পিং স্টেশনের চার থেকে পাঁচ কানি জমিতে আগুন বিস্তার করছে। সকাল দশটা পর্যন্ত দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন লাগাতার জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। যথারীতি দমকলের ইঞ্জিন গেলে ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার স্টেশনে ফিরে আসার পর বেলা একটা নাগাদ খবর যায়, আগুন পুনরায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এনসিসি ফায়ার স্টেশনের একটি ইঞ্জিন। তারা গিয়ে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। পরবর্তীতে স্থানীয় একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন দমকল কর্মীরা।

সিএএ আইন নিয়ে মুসলিমদের চিন্তার কোন কারন নেইঃ বললেন মিঠুন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল ঃ সিএএ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। এতে মুসলিম ভাইদের চিন্তার কোন

কারণ নাই সিএএ নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন বর্ধমান পূর্বের বিজেপির প্রার্থী অসীম কুমার সরকারের সমর্থনে প্রচারে এসে। শনিবার বিকালে কালনার ধাত্রীগ্রাম ফুটবল ময়দানে প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তীব্র গরম কে উপেক্ষা করে বলিউড অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা কে দেখতে হাজার হাজার মানুষ জোড়ো হয়েছিলো সভার মাঠে। ছোট মার্জিনে নয়, বড় মার্জিনে বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর জন্য জনসভা থেকে আহ্বান মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন মঞ্চে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিন মিঠুনবাবু দাবী করেন, অসীমদার মত ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট ভারতবর্ষে আছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। পশ্চিমবাংলা তো ছেড়েই দিলাম। এর পাশাপাশি সন্দেশখালিতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন তিনি। কথায় কথায় সিনেমার ডায়ালগ ও গানের মধ্যে দিয়ে জনসভায় আগত কর্মী, সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করেন তিনি।

'বল হরি হরি বোল বলে চার তারিখে বহিরাগতদের খাটে তোলা হবে'ঃ জামালপুরের জনসভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোটে মাথা ভেঙেছি, দ্বিতীয় দফায় ঘার ভেঙেছে, তৃতীয় দফায় মালদা, মুর্শিদাবাদের ভোটে চারে চার করে কোমর টা ভাঙবো, ১৩ মে আপনাদের ভোটে আপনারা পা ভাঙবেন, ষষ্ঠ দফায় হাঁটু ভাঙবো, সপ্তম দফায় আমার ভোট ডায়মন্ড-হারবার গনতান্ত্রিক ভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে চার তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে বল-হরি-হরি- বল বহিরাগতদের খাটে তোল এই রকম ভাবে বিজেপি কে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান পূর্বের লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকারের সমর্থনে জনসভা করতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বীরভূমের দুবরাজপুরে একটি জনসভা করে ৩.৫০ মিনিটে হেলিকপ্টারে করে আসেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের সেলিমাবাদ সি.বি.মাঠে। এই মাঠেই তিনি জনসভা করেন প্রার্থীর সমর্থনে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিহকুল্লাহ

চৌধুরী, জেলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, যুব তৃণমূলের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জামালপুরের বিধায়ক অলোক মাঝি, বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস, সহ জেলার কয়েকজন বিধায়ক ও জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেদুদ খান সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। এদিনের সভায় তীব্র গরমের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় জনসভায়। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি নেতারা কোচবিহারের সভা থেকে বলেছে বিজেপি যদি যেতে তিন মাসের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। তিনি প্রকাশ্যে মঞ্চ থেকে কোচবিহারে বিজেপির নেত্রীর দিপা চক্রবর্তীর একটি অডিও ক্লিপ শোনান, যাতে তিনি বলেছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার আর বেশী দিন চলবে না, আগামী তিন মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। এই ওডিও ক্লিপ শুনিয়ে অভিষেক বলেন,'' মা, বোনেরা আপনারা চিন্তা করে দেখুন, এরা জিতলে আপনাদের হাজার টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। আর যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার থাকবে। কারুর দম নেই লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করার। এই কথা টা মাথায় রেখে ভোট দিন বলে তৃণমূল প্রার্থী কে জয়ী করার আহ্বান জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অভিষেক একটি কাগজ বার করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে তপশিলি জাতি উপজাতিদের উপর অপরাধের একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালের আগষ্ট মাসে গত পাঁচ বছরে তপশিলি জাতি উপজাতির উপর ৪৩ হাজারটি অপরাধের সংখ্যা ছিল যা বেড়ে ২০২১ সালে ছিল ৫১ হাজার। সেই জায়গায় বাংলায় ওই বছরে তপশিলি জাতি- উপজাতিদের উপর অপরাধের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৮ টি। এই সংখ্যাটাও যাতে শূন্যে পরিনত হয় তার প্রচেষ্টা করে যাবে তৃণমূল বলে দাবী করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, জামালপুর বিধানসভা হল এমন একটি এলাকা যেখানে বিপুল ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার জয়লাভ করবেন। এখানে বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের কোন জায়গা নেই। মানুষ এখানে মা- মাটি- মানুষের সরকারের উপর আস্থাশীল।

উত্তর পূর্ব রেলের গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৯০৩৭ / ০৯০৩৮ সুরাট-ভাগলপুর-পালধি গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২৭ এপ্রিল সুরাট থেকে এবং ২৯ এপ্রিল ভাগলপুর থেকে চালাবে। ,২০২৪. ০১ রাউন্ডের জন্য নিযুক্ত করা হবে। ফলস্বরূপ, ০৯০৩৭ সুরাট-ভাগলপুর গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সুরাট থেকে সকাল ১১.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং উধনা থেকে ১১.২০ টায়, চলথান ১১.৪০ টায়, বারদোলি ১২.০০ টায়, নন্দুরবার ৩৬.৪৫ টায়, ৩৬.৫৪ মিনিটে উধনা থেকে ছাড়বে। রাত ১৮.৫০ মিনিটে খান্ডোয়া ইটারসি থেকে ২১.৩০ টায়, রানি কমলাপতি থেকে ২৩.১২ টায়, বিনা থেকে ০১.৪০ টায় দ্বিতীয় দিন, বীরগানা লক্ষ্মীবাই জং। ০৫.০৫ ঘন্টা থেকে, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৮.৫৫ টায়, প্রয়াগরাজ থেকে ১২.৪০ টায়, বেনারস থেকে ১৪.২৭ টায়, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। ১৫.১০ টায়, বক্সার থেকে ১৬.৪৯ টায়, আরা থেকে ১৭.৪৫ টায়, পাটনা জং। এটি ছাড়বে ১৯.১৫ টায়, বখতিয়ারপুর থেকে ২০.০২ টায়, মোকামা থেকে ২০.৩২ টায়, কিউল থেকে ২২.০৫ টায়, জামালপুর থেকে ২৩.৩২ টায় এবং তৃতীয় দিন, এটি সুলতানগঞ্জ থেকে ছেড়ে যাবে ০০.০১ টায় ভাগলপুরে। ফিরতি যাত্রায়, ০৯০৩৮ ভাগলপুর-পালধি গ্রীষ্মকালীন অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ভাগলপুর থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০২৪-এ ছাড়বে ০৫.৪৭ মিনিটে সুলতানগঞ্জ, ০৬.২৭ মিনিটে জামালপুর, ০৭.৫৫ ঘন্টা ০৩, ০৩ টা. ০৩ মিনিটে সুলতানগঞ্জ পৌঁছাবে। ০৭ ঘন্টা, পাটনা জং. ১১.০৫ টায়, আরা থেকে ১২.২৭ টায়, বক্সার থেকে ১৩.৩২ টায়, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। বেনারস থেকে ১৪.৫০ টায়, বেনারস থেকে ১৫.৩৭ টায়, প্রয়াগরাজ থেকে ১৭.৫০ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ২২.০০ টায়, দ্বিতীয় দিনে বীরগানা লক্ষ্মীবাই জং থেকে। এটি ০২.১০ টায়, বিনা থেকে ০৫.১০ টায়, রানি কমলাপতি থেকে ০৭.৩৫ টায়, ইটারসি থেকে ১০.৪০ টায়, খান্ডওয়া থেকে ১৩.১৫ টায় এবং ভুসাওয়াল থেকে ১৫.২৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং ৩৬.১৬ টায় পালধিতে পৌঁছাবে। এই ট্রেনটিতে ১৭টি স্লিপার এবং এসএলআরডি আছে। ০২ টি কোচসহ মোট ১৯টি কোচ বসানো হবে। এই ট্রেনে যে স্লিপার ক্লাসের কোচটি বসানো হচ্ছে তা অসংরক্ষিত (সাধারণ শ্রেণীর) কোচ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলেঘাটার মধ্যে ট্রায়াল রান

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশে ট্রায়াল রানগুলি আজ, অর্থাৎ ২৭.০৪.২০২৪ তারিখে পরিচালিত হয়েছে। এই করিডোরের কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবার জন্য মেশিনারিজ এবং কর্মীদের প্রস্তুত রাখার জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন থেকে ঊর্ধ্বতন মেট্রো আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আজকের ট্রায়াল রান ১১.২২ মিনিটে শুরু হয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশটি ৪.৩৯ কিলোমিটার বিস্তৃত। ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুন সেনগুপ্ত এবং বেলেঘাটা নামে চারটি স্টেশন এই প্রসারিত। ট্রায়াল রানের সময়, উভয় লাইনে একটি মেধা এসি রেক দিয়ে ২ রাউন্ড ট্রিপ করা হয়েছিল। এই ট্রায়াল রান ১২.৩৫ ঘন্টায় শেষ হয়েছিল। ট্রায়াল রানের সময় ট্র্যাক ফিটনেস, ইমার্জেন্সি ব্রেক, পাওয়ার সাপ্লাই, রেকের সঠিক ডকিং, স্টেশন কর্মীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মতো অনেক প্যারামিটার কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

বেআইনি মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে থানায় অভিযোগ এলাকার মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল ঃ পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বেআইনি মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত

অভিযোগ এলাকার মহিলাদের শনিবার দুপুর ২.৩০ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাল জানি নদী এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে কালজানি নদীর পাশে বেআইনিভাবে মদের ঠিক চালাচ্ছে, একদল অভিযুক্ত। সেই মদ খেয়ে এলাকায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক যুবকের। বারংবার ওই ঠেক বন্ধ করার দাবি জানালেও, সমস্যা সমাধান হয়নি। এদিন সেই ঘটনায় এলাকার ওই মদের ঠেক বন্ধ করার দাবিতে আলিপুরদুয়ার পুলিশের দ্বারস্থ হলো এলাকার মহিলারা।

পৌরকর্মীদের গ্লুকোজ জল দিচ্ছে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ২৭ এপ্রিল ঃ প্রচণ্ড গরমে রাস্তায় বেরিয়ে কাজ করছেন যে সব পৌরকর্মীরা তাঁদের একটু স্বস্তি দিতে গ্লুকোজ জল দিচ্ছে ইংরেজবাজার

পুরসভা। পুরসভার যে সব পৌরকর্মী বন্ধ কঞ্জারভেন্সী, ভেহিকেলস, স্ট্রীট লাইট, ওয়াটার ওয়ার্কস, মিউনিসিপ্যাল ট্রাফিক প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য দপ্তরের আউটডোর ডিউটি করেন। তাঁদের প্রত্যেককে এই গ্লুকোজ জল দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ইংরেজবাজারের পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। শনিবার থেকে প্রতি কর্মদিবসের সকালে ইংরেজবাজার পুরসভা ভবন প্রাঙ্গণ থকে গ্লুকোজ জল ও টুপি দেওয়া হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। অত্যন্ত তাপপ্রবাহের জন্য পৌরকর্মীদের বিশ্রামের সময় ৩০ মিনিট থেকে বাড়িয়ে এক ঘন্টা করা হয়েছে বলেও জানান পৌরসভার চেয়ারম্যান।

বিধ্বংসী হচ্ছে নৈনিতালের জঙ্গলের আগুন, জারি চূড়ান্ত সতর্কতা

নৈনিতাল, ২৭ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, এখনও জ্বলছে উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের জঙ্গল এলাকা। ধীরে ধীরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে লোকালয়েও। ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত জঙ্গলের আগুন পৌঁছে গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয়েছে সেনা। বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শনিবার বলেছেন, জঙ্গলের আগুন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। বিশাল আগুন। আমরা সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। আমরা সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্য চেয়েছি। আমরা দেরাদূনে এ বিষয়ে একটি বৈঠক করেছি। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগুন নিযন্ত্রণে আনার চেষ্টা করব। শনিবার সকালেই ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ভিমতাল হ্রদ থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টা ধরে জ্বলছে আগুন, হেক্টরের পর হেক্টর বনাঞ্চল পুড়ে গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নৈনিতালে ৩৩.৩৪ একর জঙ্গল এলাকা ধ্বংস হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে জঙ্গলে আগুন লাগানোর অভিযোগে তিন জনকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে নৈনিতালের জঙ্গলের আগুন উত্তরাখণ্ড হাই কোর্টের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ওই এলাকার বাসিন্দারা আগুনের লেলিহান শিখাও দেখতে পান। এর ফলে এলাকায় যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। রাতেই ডাকা হয় সেনাবাহিনীকে। বন দফতরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেনা জওয়ানেরাও আগুন নেভানোর কাজ করেছেন সারা রাত। আগুন শুক্রবার লোকালয়ের এতটাই কাছাকাছি চলে এসেছিল যে, নৈনি হ্রদে বোটিং সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ। তবে এখনও পর্যন্ত লোকালয়ের কোনও অংশে ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি।

ফের হিংসা মণিপুরে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় নিহত ২ আধাসামরিক জওয়ান

মণিপুর, ২৭ এপ্রিল ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের পর ফের হিংসা মণিপুরে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় নিহত ২ আধাসামরিক জওয়ান। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল কুকি বিদ্রোহীদের দিকে। জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন কুকি বিদ্রোহীদের একটি দল নারানসিনা গ্রামের একটি পাহাড়ের উপর থেকে উপত্যকা অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাহাড় থেকে ঠিক ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিআরপিএফ-এর ক্যাম্পটি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেই ছাউনি লক্ষ্য করে এই গুলি চালায়। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলেও অভিযোগ। মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় আজ ভোরে ঘটনাটি ঘটে। হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হন ৪ জন। তারমধ্যে ২ জন হাসপাতালে প্রাণ হারান। জানা গেছে, নিহত জওয়ানরা ২ জনেই নারানসিনায় নিযুক্ত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স বা সিআরপিএফ-এর ১২৮ নম্বর ব্যাটালিযনের সদস্য। একজন হলেন সিআরপিএফ-এর সাব-ইনসপেকটর এন সরকার। আরেকজন হলেন হেড কনস্টেবল অরূপ সাইনি। অন্যদিকে আহতরা হলেন ইনসপেকটর যাদব দাস ও কনস্টেবল আফতাব দাস। হামলাকারীদের ধরতে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেও মণিপুরে হিংসার ঘটনা ঘটে। পর পর ৩টি বিস্ফোরণ। আর তাতেই ২উড়ে যায়' সেতু। মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় মাঝ রাতে তিনটি মাঝারি তীব্রতার বিস্ফোরণ হয়। তাতে একটি সেতু চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে। যার জেরে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের সঙ্গে ইম্ফলের সংযোগকারী জাতীয় সড়ক- ২ এর যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। উল্লেখ্য, তার আগে ১৯ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের সময়ও গুলি চলে। ইভিএম নষ্টের মত ঘটনা ঘটে। যে কারণে ১১ টি ভোটকেন্দ্রে আবারও ভোট হয় ২২ এপ্রিল। ইম্ফল পূর্বে দুষ্কৃতীদের গুলিতে একজন আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

ঝড়ের তাণ্ডবে কৈলাশহরের বহু বাড়িঘর তছনছ, বিঘ্নিত বিদ্যুৎ পরিষেবা

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ২৭ এপ্রিল ঃ ঝড়ের তাণ্ডবে ধ্বংসলীলা ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। বহু বাড়িঘর তছনছ হয়েছে। বিঘ্নিত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৈলাসহরে। শনিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয় কৈলাশহরে। কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড যেমন দুর্গাপুর, উত্তর কাচেরঘাট, ফরেস্ট অফিস রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কারোর ঘর ভেঙে গেছে-তো কারোর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। পুর পরিষদ এলাকার সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা না যায়নি। তবে আজ ভোররাতে সংঘটিত দুর্যোগের ফলে ফরেস্ট অফিস রোড ও মহকুমাশাসকের অফিস সংলগ্ন এলাকার কতিপয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন পশ্চিম গোবিন্দপুরের মৃৎশিল্পী প্রসেনজিত দাস জানান মূর্তি তৈরি করেই চলে তাঁদের সংসার। অনেকগুলো মূর্তি তৈরির অর্ডারও তাঁদের কাছে ছিল। এগুলো তৈরি করে ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন দোকানেই রাখা ছিল। কিন্তু গভীর রাতে শিলাবৃষ্টি ও ঝড়- তুফানের ফলে বড় দুটি গাছ তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে গেলে প্রায় সবগুলো মূর্তি সহ তাঁর প্রতিষ্ঠান ভেঙে গেছে। ফলে প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন মৃৎশিল্পী প্রসেনজিত দাস। প্রসেনজিত দাসের দোকান সংলগ্ন আরও এক মৃৎশিল্পীর দোকানের অবস্থাও প্রায় একই। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছাদ সহ অসংখ্য ছোট-বড় মূর্তি ভেঙে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকা। শ্রীরামপুরের মৃশিল্পী সুব্রত রুদ্রপাল জানান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাঁর। সকালে খবর পেয়ে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় ও ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে তাঁর দোকান পরিদর্শন করে গেছেন। তবে খবর লেখা পর্যন্ত প্রশাসনিক কোনও আধিকারিক আসেননি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লিখিতভাবে প্রশাসনিক আধিকারিক তথা মহকুমাশাসককে দ্রুত দেওয়ার বিষয়ে বলেছেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন। ফরেস্ট অফিস রোড ছাড়াও কৈলাসহর মহকুমাশাসক অফিস সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের বিপরীত দিকে দীর্ঘ দিনের পুরনো একটি গাছ ঝড়ের ফলে দোকানের ওপর পড়েছে। ফলে দোকানের প্রায় ৭০ হাজার টাকার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে বলে জানান বৌলাপাশা এলাকার দোকানদার মিঠু দাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর পেয়ে সকালেই এলাকা পরিদর্শনে বের হন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। তিনি জানান, গতকাল রাতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়ে গেছে। কারোর ঘরের ছাদ ভেঙে গেছে, আবার বিভিন্ন গাছ পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ব্যবসায়ী সহ অনেকেই। গোটা বিপর্যয়ের বিষয় বিভিন্ন পুর এলাকা ঘুরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে কথা বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ব্যবসায়ী সহ অন্যান্যদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানান পুর এলাকার চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়।

সেলিমকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের দরকারে জীবন দিয়ে দেওয়ার ডাক অধীরের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল ঃ শনিবার ডোমকলে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের সমর্থনে জোটের সভা থেকে সিপিএম প্রার্থীকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের দরকারে জীবন দিয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। সভায় উপস্থিত অনেকের মতে, একটা সময়ে বক্তৃতা শুনে বোঝা যাচ্ছিল না, অধীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নাকি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক! মুর্শিদাবাদে সেলিমের মনোনয়নের দিন গলায় কাস্তে-হাতুড়ি-তারা আঁকা উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়েছিলেন অধীরবাবু। শনিবার ডোমকলের দেশকল্যাণ সঙ্ঘের মাঠের সভায় অধীরবাবু বলেন, ''সেলিমভাইকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্যে যেন কোনও খামতি না থাকে। দরকারে জান দিয়ে হলেও সেলিমভাইকে জেতাতে হবে। আমিই সেলিমভাইকে বলেছিলাম, মুর্শিদাবাদে দাঁড়ান।''

শহীদ হলেন বাঁকুড়ার এক জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া , ২৭ এপ্রিল ঃ অশান্ত মণিপুরে জঙ্গী হামলায় প্রাণ হারালেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা এক সেনা জওয়ান অরূপ সাইনি। ওই জওয়ান বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মণিপুরে শুক্রবার রাতে জঙ্গি হামলার শিকার হন ওই জওয়ান। তিনি ভারতীয় সিআরপিএফ বাহিনীর ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিযানের হেড কনস্টেবল ছিলেন। জঙ্গিদের ওই হামলায় অরূপ সাইনি এবং ওই ব্যাটেলিযানের আর এক সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারও শহীদ হন। জঙ্গিদের ছোড়া শক্তিশালী বোমা এবং গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন এক ইন্সপেক্টর ও এক কনস্টেবল। ওই ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে মণিপুরের কুকি জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে। জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে যাতে জঙ্গিরা হামলা করতে না পারে সেজন্য তাদের রুখতে মণিপুরের নারায়ণসিনা এলাকায় সিআরপিএফের ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের একটি অস্থায়ী. সেনাছাউনি বসানো হয়। শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ খাওয়া দাওয়ার পর ১২৮ ব্যাটেলিয়ানের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তাবুতে ঘুময়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই ওই ছাউনি থেকে কিছুটা দূরে একটি পাহাড় থেকে জঙ্গিরা শক্তিশালী বোমাবর্ষণ করা শুরু করে। তার সঙ্গেই ছাউনি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে হেড কনস্টেবল অরূপ সাইনি সহ অন্যান্য জওয়ানরা জঙ্গিদের পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে। সেই সময় জঙ্গিদের ছোড়া একটি শক্তিশালী বোমায় অরূপ সাইনির একটি পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। গুলি লাগে সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারের বুকে। ভোররাত পর্যন্ত ওই গুলি ও বোমার লড়াই চলতে থাকে। শনিবার সকালে গ্রামের ছেলের শহীদ হওয়ার খবর সোনামুখীর পাঁচালে পৌঁছোলে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বন্ধ জম্মু-কাশ্মীরের মুঘল রোড

পুঞ্চ, ২৭ এপ্রিল ঃ তুষার জমা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের মুঘল রোড। পুলিশ পীর কি গলির কাছে রাস্তায় বরফ জমার কারণে শনিবার মুঘল রোড বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে মুঘল রোড বরফ পড়ে পিছল হয়ে গিয়েছে, এবং আরও পাথর পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে সেজন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পীর কি গালি ও দুবজানের কাছে অবিরাম তুষারপাতের কারণে রাস্তা পিছল হয়ে গেছে, রাস্তায় পাথর পড়ার আশঙ্কায় যানবাহন চলাচলও বন্ধ রয়েছে।

আগামী ২ মে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ আগামী ২ মে রাজ্যে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে চলেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ওই দিন সকাল ন'টায় সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা পৌনে দশটা থেকে ওয়েবসাইটে ও দশটা থেকে পরীক্ষার মার্কশিট হাতে পাবে। এছাড়া মাধ্যমিক রেজাল্ট ২০২৪ মোবাইল অ্যাপ থেকেও সরাসরি ফলাফল দেখা যাবে। অন্যদিকে আগামী ৮ মে রাজ্যে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে চলেছে। ওই দিন দুপুর ১ টায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তিনটে থেকে ওয়েবসাইটে ফলাফল জানতে পারবেন। ১০ তারিখ সকাল দশটা থেকে সংসদের ৫৫ টি বিতরণ কেন্দ্র ছাড়াও চারটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে তারা মার্কশিটের কপি হাতে পাবেন বলে জানানো হয়েছে।

বাগডোগরায় একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল ঃ বাগডোগরা শহরের একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ স্টেশন মোড় এলাকায় একটি চিকিৎসকের চেম্বারের জেনারেটর ঘরে প্রথমে আগুন লাগে। তারপর সেই আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত আবাসনে ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকায় এদিন লোডশেডিং হয়। তারফলে চিকিৎসকের চেম্বারের এক কর্মচারী জেনারেটর চালু করেন। এরপরেই সেই জেনারেটর কক্ষে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন দ্রুত আবাসনের অন্য কক্ষগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আবাসন থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। এরফলে আবাসনের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকল বিভাগের কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জেনারেটরের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

গুজরাট ও রাজস্থানে ৩টি ড্রাগ কারখানার পর্দাফাঁস, গ্রেফতার ৮

গান্ধীনগর, ২৭ এপ্রিল ঃ গুজরাট ও রাজস্থানে ৩টি ড্রাগ কারখানার পর্দাফাঁস করেছে গুজরাট অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। সেইসঙ্গে ৮ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। শনিবার এটিএস গুজরাটের গান্ধীনগরের কাছে একটি ড্রাগ কারখানার হদিশ পায়। ওই কারখানা থেকে গুজরাট অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড় ২৫ কেজি সিন্থেটিক ড্রাগ ও কাঁচামাল উদ্ধার করেছে। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কারখানায় প্রস্তুত ড্রাগ গুজরাট থেকে রাজস্থানে সরবরাহ করা হতো। রাজস্থানেও এইরকম দুটি কারখানার খোঁজ পায় পুলিশ। দুটি স্থান মিলিয়ে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজরাট এটিএস খবর পেয়েছিল যে এই রাজ্যে মাদক প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

আমেরিকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৩ ভারতীয় মহিলার

নিউওর্য়াক, ২৭ এপ্রিল ঃ আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গ্রিনভিল কাউন্টিতে উড়ালপুল দিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে গেল ২০ ফুট নীচে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল গাড়িতে থাকা তিন ভারতীয় মহিলার। শনিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ৩ মহিলা গুজরাটের বাসিন্দা।

মৃতদের নাম রেখাবিন প্যাটেল, সঙ্গীতাবিন প্যাটেল এবং মনীষাবিন প্যাটেল। শনিবার সকালে একটি বিলাসবহুল গাড়িতে করে পরিবারের সকলে যাচ্ছিলেন ঘুরতে। গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সাউথ ক্যারোলিনার গ্রিনভিল কাউন্টি প্রদেশের কাছে। উড়ালপুলের অপর দিয়ে গাড়িটি দুরন্ত গতিতে বেপরোয়াভাবে যাচ্ছিল। সেসময় গতি এতটাই বেশি ছিল যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ওই সেতুর একটি দেওয়ালে ঘষা খায়। তারপর রেলিং ভেঙে ২০ ফুট নীচে আছড়ে পড়ে এসইউভিটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন গুজরাটি মহিলার। এই দুর্ঘটনার পরই গাড়িতে লাগানো ডিটেকশন সিস্টেম থেকে একটি অ্যালার্ট মেসেজ যায় মৃতদের পরিবারের কাছে। গাড়ির লোকেশন জানিয়ে তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ। সেই গাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে তিন মহিলার দেহ। পুলিশ ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে পুলিশ।

তীব্র পানীয় জলের সংকট, হাহাকার বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রামে

ত্রিপুরা, ২৭ এপ্রিল ঃ সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রামে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। জলের জন্য হাহাকার করছেন এলাকার লোকজন। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই ওই এলাকার জনগণকে দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, জাঙ্গালিয়া এলাকায় গত চারদিন ধরে পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। সাপ্লাইয়ে জল আসছে না। বাড়িঘরের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য জল নেই। স্থানীয় সাব সেন্টার থেকে কলস, বালতি নিয়ে গিয়ে জল সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া যাদের বাড়িতে সাব-মার্সিবল রয়েছে সে সব বাড়ি থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমেই সংকটজনক হয়ে উঠছে। এই ব্যাপারে এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। তার পরও কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন এলাকার লোকজন। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফ থেকে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়েছে স্থানীয়দের তরফ থেকে।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, বসতঘর-হারা বহু পরিবার

অসম, ২৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার মধ্যরাতে প্রবল বেগে ধাবিত ঘূর্ণিঝড়ের রোষানলে পড়ে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি সহ আশপাশ এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার বহু গৃহস্থের বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তো বহু ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহুজন। এছাড়া স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি উপড়ে পড়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে পড়ে বহু এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে। বেশি ক্ষতি হয়েছে জুড়বাড়ি- ডেফলআলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ পুরান চাঁদপুরের বাসিন্দা দিনমজুর আব্দুল হান্নানের। ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ করে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ বসতঘর। বৃষ্টির জলে ভিজে নষ্ট হয় তার ঘরের বিছানা, আসবাবপত্র সহ জরুরি কাগজপত্র। ফলে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি।

শোণিতপুরের ঢেকিয়াজুলিতে বুনো হাতির আক্রমণে দুই বনরক্ষী সহ হত ৩

তেজপুর (অসম), ২৭ এপ্রিল ঃ শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলিতে বুনো হাতির আক্রমণে দুই বনরক্ষী এবং সাধারণ নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা দুই বনরক্ষী যথাক্রমে কুলেশ্বর বড়ো ও বীরেন রাভা এবং স্থানীয় বাসিন্দা যতীন তাঁতি। ঘটনা এদিন শনিবার ভোর থেকে সকালের দিকে ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা এলাকার ধীরাই মাজুলি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিম তেজপুরের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) নিপেন কলিতা জানান, দলছুট একটি বুনো হাতি পার্শ্ববর্তী ঢেকিয়াজুলি জঙ্গল থেকে ধীরাই মাজুলি গ্রামে প্রবেশ করেছিল। আজ ভোরের দিকে গ্রামের বাসিন্দা যতীন তাঁতিকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলেছিল হাতিটি। এ খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামে হাতিটিকে তাড়াতে বনরক্ষী বাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল। বনরক্ষীরা যখন হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে তাড়াচ্ছিলেন, তখন আচমকা ঘুরে কুলেশ্বর বড়ো ও বীরেন রাভাকে তার শূঁড় দিয়ে ঝাপটা মেরে ফেলে দেয়। মাটিতে ফেলে দুজনকে শূঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মেরে ফেলে উগ্র বুনো হাতিটি। হাতির হামলায় আরও এক বনরক্ষী দিবাকর মালাকার জখম হয়েছেন বলে জানান ডিএফও। তিনি জানান, তিনজনেরই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। আহত দিবাকরকে উদ্ধার করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে তিনি জানান। ডিএফও নিপেন কলিতা জানান, বুনো হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা চালিয়েছেন বনকর্মীরা।

দেশে রেকর্ড হারে বাড়ল নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার

২৭ এপ্রিল ঃ ভারতে মহিলা ফুটবল লিগ চালু হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগে। গত বছর থেকে চালু হয়েছে মহিলা ফুটবল লিগ ২। তার পর থেকে ভারতে মহিলা ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত দুবছরে দেশে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার সংখ্যা লাফ দিয়ে ১৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের মতে মহিলা ফুটবল লিগ ২ চালু হওয়ার ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ভারতে নথিভুক্ত মহিলা ফুটবলার সংখ্যা ছিল ১১,৭২৪। এবছরের মার্চ

মাসে সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ২৭,৯৩৬। যা দেশে খেলাধুলোর জনপ্রিয়তায় স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির পাশাপাশি পেশাদার ভাবে ফুটবল বেছে নেওয়া তরুণ মহিলা ক্রী।।বিদদের বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফেডারেশনের মতে, বর্তমান ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে দেশের নারীর ফুটবলার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করেছে। এই ঐতিহাসিক সাফল্য নিয়ে কল্যাণ চৌবে জানান, এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। আমাদের ফুটবল সিস্টেমে ১৬,২১২ নতুন মহিলা খেলোয়া। নথিভুক্ত হওয়া একটি উৎসাহজনক লক্ষণ। যা প্রমাণ করে, আমরা মহিলা ফুটবলারদের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ধরে এগোচ্ছি। ভারতে এই মুহূর্তে মহিলাদের ২২টি রাজ্যস্তরের লিগ চালু রয়েছে। চলতি মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ও।শা এফসি। এবছর থেকেই চালু হয়েছে ' অ্যান্ড অ্যাওয়ে' পদ্ধতি। ফেডারেশন সভাপতি আরও বলেন, গত ১৬-১৮ মাসে আমরা কিছু ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়েছি। চলতি মরশুম ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য দারুণ একটা বছর। ঘরোয়া পর্যায়ে ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্লাবগুলি আরও ম্যাচ খেলতে পারছে। আগামী বছরগুলিতে মহিলা ফুটবলকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবছর মহিলা ফুটবল লিগ ২-এর গ্রুপ পর্যায়ে ১৫টি ক্লাব অংশগ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে ছটি ক্লাব ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছে। মে মাসে কলকাতায় তারা পরবর্তী রাউন্ডের জন্য প্রতিযোগিতায় নামবে। যার মধ্যে বাংলা থেকে আছে শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব।

নাটকীয় ম্যাচে গোয়াকে হারিয়ে আইএসএল ফাইনালে এক পা মুম্বইয়ের

মুম্বই সিটি এফসিঃ ৩ (ছাংতে ২, বিক্রম) এফসি গোয়াঃ ২ (থাংজাম, ব্রান্ডন)

২১ এপ্রিল ঃ মাত্র ৬ মিনিটের ব্যবধান। তাতেই তিন গোল। বিপক্ষের ঘরের মাঠে ইনজুরি টাইমে ম্যাজিক দেখাল মুম্বই সিটি এফসি। আইএসএল ফাইনালে

ওঠার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ছাংতেরা। ঘরের মাঠে ২ গোলে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ হারতে হল এফসি গোয়াকে। ৩-২ জিতে শেষ হাসি মুম্বইয়েরই। চলতি আইএসএলের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি গোয়ার। শুরুর দিকে পাঁচটির মধ্যে তিনটি ম্যাচেই হারতে হয়েছিল কমলা জার্সিধারীদের। তার পর শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটি জিতে প্লে অফে উঠেছিল এফসি গোয়া। তার পর নক আউট ম্যাচে ছিটকে দিয়েছিল চেন্নাইয়িনকে। তবে আইএসএল সেমিফাইনাল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজদের অপ্রতিরোধ্য ফর্ম। ইনজুরি টাইমে মুম্বইয়ের দাপটের কাছে হার মানতে হল গোয়াকে। অন্যদিকে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে হেরে লিগ শিল্ড হাতছা।া হয় মুম্বইয়ের। এদিনের ম্যাচের শুরুতেও সেই হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা। উলটে ঘরের মাঠে রাহুল ভেকে, আকাশ মিশ্রদের বোকা বানিয়ে ১৬ মিনিটেই গোল করেন গোয়ার থাংজাম। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৬ মিনিটে গোল গোয়ার ব্র্যান্ডনের। ৯০ মিনিট পর্যন্ত ঘরের মাঠে এই লিড ধরে রেখেছিল গোয়া। জয় প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন ভক্তরা। কিন্তু মুম্বইয়ের পরিকল্পনা ছিল একেবারে আলাদা। ইনজুরি টাইম হিসাবে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ মিনিট। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ম্যাচের রং বদলে ফেললেন ছাংতেরা। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোলে বল ঠেললেন ছাংতে। ফিরতি বল থেকে পরের মিনিটেই আবার গোল করেন বিক্রম প্রতাপ সিং। জোড়া গোলে সমতা ফেরানোর পরেই বিপক্ষের রক্ষণ নিয়ে কার্যত ছিনিমিনি খেলতে থাকে মুম্বই। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগেই আবারও ছাংতের গোল। আইএসএল ফাইনালের পথে এগিয়ে গেল মুম্বই সিটি এফসি।

যুবভারতীতে মরণবাঁচন ম্যাচ মোহনবাগানের

ফাইনালে যাওয়ার ফোকাস মোহনবাগান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের

২৭ এপ্রিল ঃ সেমিফাইনালের প্রথম লেগের হার নিয়ে আর খুব বেশি মাথা ঘামাতে চাইছেন না মোহনবাগান কোচ। বরং সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ওড়িশা এফসি ম্যাচটি দুরন্তভাবে জিতে ফাইনালে যাওয়ার দিকেই ফোকাস মোহনবাগান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। রবিবার যুবভারতীতে সেই ম্যাচ। আইএসএলের অন্যতম মরণবাঁচন ম্যাচ, মোহনবাগানের কাছে। ঠিক এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল কিছুদিন আগেই, লিগ শিল্ড জয়ের সময়। শেষ পর্যন্ত সেই পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেয়ে পাস করেছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। এবারও ঠিক একইরকম পরিস্থিতি বলা যায়। ঘরের মাঠে এই ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের কাছে গ্যালারি ভর্তির আবেদন রাখা হয়েছে। মুম্বই এফসি ম্যাচেও ষাট হাজার দর্শক এসে জেসন কামিন্সদের জন্য গলা ফাটিয়েছে। অবশ্য সেই ম্যাচে কামিন্সরা হতাশ করেননি তাঁদের। এবার আরও একটা কঠিন ম্যাচে এভাবেই সমর্থকদের পাশে চাইছেন দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। সেকথা অবশ্য ভালো করেই জানেন প্রতিপক্ষ কোচ সার্জিও লোবেরা। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে মনবীর সিংদের ২-১ গোলে হারালেও ওড়িশা ছাড়ার আগে শুক্রবার রয় কৃষ্ণদের কোচ লোবেরা বলছেন, যুবভারতীতে খেলা মোটেই সহজ নয়। বিশেষ করে মোহনবাগানের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে।

ওড়িশা কোচ নিজেও মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচের অবস্থাটা জানেন। দেখেছেন কীভাবে মোহনবাগান সমর্থকরা সেদিন গর্জন করেছিলেন।

যদিও এমন পরিস্থিতিতে লোবেরা ফুটবলারদের উজ্জীবিত করছেন এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের জেসন কামিন্সদের বিরুদ্ধে ২-৫ ফলাফলের ম্যাচটিকে উদাহরণ স্বরূপ টেনে এনে। ওড়িশা কোচ এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, এই মাঠেই আমরা এএফসি কাপের ম্যাচে ওদের হারিয়েছি। রয় কৃষ্ণাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা সেই ম্যাচে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। আমি আজও আত্মবিশ্বাসী এই ম্যাচে ভালো ফল করে ফাইনালে যাওয়ার বিষয়ে। যদিও সেই মোহনবাগান আর এখনকার মোহনবাগানের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। বিশেষ করে যেভাবে আইএসএলের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দিমিত্রি পেত্রাতোসরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তাতে আত্মবিশ্বাস যথেষ্টই তুঙ্গে। কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে শেষ ম্যাচেও শুরুতেই মনবীর গোল তুলে নিলেও হেক্টর ইউয়েস্তারা গোল ধরে রাখতে পারেন নি বলে ম্যাচটি হারতে হয়েছিল ২-১ গোলে। তবে এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকেও জয় তুলে আনতেই মরিয়া মোহনবাগান। তার উপর অসুস্থতা কাটিয়ে ডাগ আউটে ফিরে এসেছেন মোহনবাগান কোচ হাবাসও। ফলে সবুজ-মেরুন শিবির ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে কলকাতার এই প্রচন্ড গরম ভাবাচ্ছে তাদের। এদিন অনুশীলনে একাধিকবার ওয়াটার ব্রেক দিতে দেখা গেল হাবাসকে। পরিকল্পনা সাজাতেই শুক্রবার ক্লোজ ডোর অনুশীলন রেখেছিলেন হাবাস। আপাতত চোটমুক্ত গোটা দলই অনুশীলন করল শুক্রবার। রবিবারের অপেক্ষায় রয়েছেন সকল সমর্থকরা।

দিল্লি ক্যাপিটালস- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ,পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল ঃ শনিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়ান প্রিমিযার লিগের ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মুখোমুখি হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের। এই ম্যাচের আগে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৪ রানের রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে দিল্লি। আর মুম্বই তার শেষ খেলায় রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নয় উইকেটে জিতেছে। ম্যাচের আগে জেনে নিন হেড-টু-হেড পরিসংখ্যান কারা এগিয়ে রয়েছে। আইপিএলে এমআই বনাম ডিসি হেড-টু-হেড,খেলা হয়েছেঃ ৩৪টি, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জিতেছে-১৯টি, দিল্লি ক্যাপিটালস জিতেছে-১৫টি, শেষ ফলাফল- মুম্বই ইন্ডিযান্স ২৯ রানে জিতেছে (২০২৪)।শেষ ৫ ম্যাচের ফলাফল- মুম্বই ইন্ডিযান্স জিতেছে-৩টি, দিল্লি ক্যাপিটাল জিতেছে- ২টি। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আইপিএলে ডিসি বনাম এমআই হেড-টু-হেড-খেলা হয়েছে- ১১টি, দিল্লি ক্যাপিটালস জিতেছে- ৬টি, মুম্বই ইন্ডিযান্স জিতেছে- ৫টি, শেষ ফলাফল- মুম্বই ইন্ডিযান্স ৬ উইকেটে জিতেছে (২০২৩), শেষ ৫ ফলাফল- মুম্বই জিতেছে - ৩টি,দিল্লি জিতেছে- ২টি। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আইপিএলে ডিসি সার্বিক রেকর্ড- ম্যাচ হয়েছে-৭৯টি, ডিসি জিতেছে- ৩৩টি, ডিসি হেরেছে- ৪৪টি, ফলাফল হয়নি-দুটি শেষ ফলাফল- গুজরাট টাইটানসকে ৪ রানে হারায় (২০২৪),দিল্লি সর্বোচ্চ স্কোর- ২৩১৪(২০) বনাম পঞ্জাব (২০১১), দিল্লির সর্বনিম্ন স্কোর-৬৬ (১৩.৪) বনাম মুম্বই (২০১৭)।

লাগাতার ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রিয় ক্লাবেই জাভি, পরের মরশুমেও থাকছেন বার্সার হেডস্যর

২৭ এপ্রিল ঃ চলতি মরশুম একেবারেই ভালো যায়নি বার্সেলোনার। এর মধ্যে গত জানুয়ারিতে জাভি হার্নান্দেজ জানিয়েছিলেন মরশুম শেষেই বার্সার কোচিংয়ের দায়িত্ব ছা।বেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বদলালেন জাভি। ফলে আগামী মরশুমেও তাঁকেই দেখা যাবে লাল-নীল জার্সিধারীদের ডাগআউটে। বৃহস্পতিবার ক্লাব প্রেসিডেন্ট লাপোর্তার সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেন কিংবদন্তি ফুটবলার। জাভির কোচিংয়ে গত বছর লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বার্সা। কিন্তু এই মরশুমে শুধুই লাগাতার ব্যর্থতা সঙ্গী হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পিএসজি-র কাছে পর্যদুস্ত হয়েছে কাতালুনিয়ার ক্লাব। লক্ষ্য বলতে একমাত্র পড়ে ছিল লা

লিগার খেতাব। কিন্তু এল ক্লাসিকোয় হেরে খেতাবি লড়াই থেকেও অনেকটা পিছিয়ে প।ছে লিও মেসির প্রাক্তন ক্লাব। তা সত্ত্বেও জাভিতেই ভরসা রাখছেন লাপোর্তা।কিন্তু কেন নিজের সিদ্ধান্ত বদলালেন তিনি? জাভি জানান, আমি বার্সেলোনার ভক্ত। ক্লাব প্রেসিডেন্টের ও বোর্ড সদস্যদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ফুটবলারদের থেকেও আমি সমর্থন পাচ্ছি। তাই আমার থেকে যাওয়াটাই ক্লাবের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। সেই সঙ্গে ক্লাব প্রেসিডেন্ট লাপোর্তাও বলেন, মরশুমের মাঝে জাভি ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ও থাকছে। আমাদের ভবিষ্য পরিকল্পনায় ওর উৎসাহ রয়েছে। ২০২১ সালে পুরনো ক্লাবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জাভি। আর্থিক সংকট ও মেসি চলে যাওয়ার পর তখন ন্যু ক্যাম্পের দল রীতিমতো ধুঁকছিল। জাভির কোচিংয়ে সোনালী সময় ফিরে না এলেও একটি লা লিগা ও সুপার কোপা জিতেছে বার্সেলোনা।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক, ফের বিশ্বমঞ্চে ভারতের জয়জয়কার

২৭ এপ্রিল ঃ পুনরায় বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় অ্যাথলিটদের জয়জয়কার। শনিবার সাংহাইয়ে তিরন্দাজির বিশ্বকাপে কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করল ভারত। মহিলাদের কম্পাউন্ড ইভেন্ট দিয়ে সোনার খাতা খোলেন জ্যোতি সুরেখা ভেনাম, অদিতি স্বামী এবং পর্নিত কৌর। এদিন ইটালির বিরুদ্ধে মহিলা কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে ২৩৬-২২৫ ব্যবধানে লড়াই জিতে নেন ভারতীয়

মহিলারা। মহিলাদের পাশাপাশি সাফল্য পান ভারতীয় পুরুষ অ্যাথলিটরাও। টিম গেমে নেদারল্যান্ডকে ২৩৮-২৩১ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করে ফেলেন অভিষেক ভর্মা, প্রিয়াংশ এবং প্রথমেশ ফিউজ। মিক্সড টিমেও বাকিদের পিছনে ফেলে সোনা ঘরে তুলল ভারত। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লিসেল ও রবিনকে হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করেন জ্যোতি ও অভিষেক। ম্যাচের ফল ১৫৮-১৫৭। টিম ইভেন্টে দুরন্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জোড়া সোনা জিতে গেলেন জ্যোতি। এদিনই আবার সোনা জয়ের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ইভেন্টের মঞ্চেও নামবেন তিনি। অন্যদিকে প্রিয়াংশও এদিন কম্পাউন্ড সেগমেণ্টে ব্যক্তিগত পদক জয়ের লক্ষ্যে নামবেন। তিরন্দাজির কম্পাউন্ড ইভেন্ট এবং ভারতের দাপট যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। সাংহাইতেও তার অন্যথা হল না। চারটি বিভাগের ফাইনালে পৌঁছে ইতিমধ্যেই তিনটিতে সোনা জিতে নিয়েছে দেশ। ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জয়ের দৌড়ে রয়েছেন দীপিকা কুমারীও। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ছয় নম্বর কোরিয়ান জিওন হুনইয়ংকে ৬-৪ ব্যবধানে উড়িয়ে দেন তিনি। এবার তাঁর প্রতিপক্ষ কোরিয়ারই নাম সুহেয়ন, যিনি রয়েছেন ক্রমতালিকার সাত নম্বরে।

সৌদি প্রো লিগ শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে গেল আল-হিলাল

রিয়াদ, ২৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার (রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল-ফাতেহর বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পেল আল-হিলাল। হিলালের হয়ে গোল করেন মাইকেল ডেলগাডো, রুবেন নেভেস ও আলী আল-বুলাইহি। ফাতেহর পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন লুকাস জেলারায়ান। আল হিলাল ২৮ ম্যাচ শেষে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রয়েছে। সমান ম্যাচ খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল-নাসর রয়েছে দুইয়ে। এর ফলে শিরোপার দৌড়ে ১২ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে আল হিলাল।

উবার কাপে কানাডাকে হারালো ভারত

চেংডু, ২৭ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন দল শনিবার চিনের চেংডুতে গ্রুপ এ এর উদ্বোধনী ম্যাচে কানাডাকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে উবার কাপ অভিযানের ভালো সূচনা করেছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ২৪-বছর বয়সী অস্মিতা চালিহা কানাডার প্রাক্তন শীর্ষ খেলোয়াড় মিশেল লিকে সোজা গেমে (২৬-২৪, ২৪-২২) পরাজিত করেছেন। চালিহা অসাধারণ সংযম প্রদর্শন করেছিলেন, উভয় সেটেই গেম পয়েন্ট বাঁচিয়ে ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় নিশ্চিত করেছেন। এছড়া প্রিয়া কনজেংবাম এবং শ্রুতি মিশ্র বিটি ক্যাথরিন চোই এবং জেসলিন চৌ- ২১-১২, ২১-১০এ হারিয়েছে।

ক্রিকেট এখন বেসবলে পরিণত হয়েছে', ইডেনে অবিশ্বাস্য ম্যাচ জয়ের পরে বলছেন কারেন

২৭ এপ্রিল ঃ ইডেনে ছক্কার বৃষ্টি। এক ম্যাচে ৪২ ছয় মেরে রেকর্ড আইপিএলে। ২৬১ রান তুলেও ম্যাচ হারতে হয়েছে কেকেআরকে। ইডেনে ৫২৩ রানের ছররা। রেকর্ডের পর রেকর্ড। ৮ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে ওঠার পরে পাঞ্জাব অধিনায়ক স্যাম কারেনের মনে হয়েছে, ক্রিকেট বেসবলে পরিণত হচ্ছে। পাঞ্জাব অধিনায়ক বলছেন, ক্রিকেট বেসবলে পরিণত হচ্ছে। তাই না? অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ২ পয়েন্ট পেয়ে আমরা আনন্দিত। এবারের আইপিএলে রানের বন্যা বইছে। ২৬১ রান করেও কলকাতা নাইট রাইডার্স দেখল এই রানও যথেষ্ট নয়। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ নিজেরাই নিজেদের রেকর্ড ভাঙছে আবার নতুন রেকর্ড গড়ছে। এবারের আইপিএলে ব্যাটাররা এতটা আগ্রাসী হয়ে গেলেন কীভাবে? পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক কারেন বলছেন, অনেক কিছুই আছে। ক্রিকেটারদের অনুশীলনের ধরন ধারণ আলাদা। দীর্ঘ সময় ধরে বল মারতে পারে। আমার মনে হয়, ব্যাটাররা এখন আগের থেকেও আত্মবিশ্বাসী, পাশাপাশি কোচ এবং যেভাবে অনুশীলন করা হয়, সেগুলো তো আছেই। পাঞ্জাব কিংস অধিনায়কের মতে, ক্রিকেট যেদিকে এগচ্ছে, তাতে খেলাটা পুরোদস্তুর ব্যাটারদেরই হয়ে যাচ্ছে। কারেন বলছেন, মাঠ ছোট। শিশির, বল যাচ্ছে ভিজে, ওয়াইডও পেয়ে যাচ্ছে ব্যাটাররা। আরও একটা

বল যোগ হল। সবাই মনে করতে শুরু করেছেন, খেলাটা ব্যাটারদের হয়ে যাচ্ছে। এখনও হয়নি ঠিকই। তবে যেদিকে এগচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে খেলাটা ব্যাটারদেরই হতে চলেছে। মহেন্দ্র সিং ধোনির কোচ কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় তিতিবিরক্ত। ভদ্রলোক অধুনা বারাকপুর-নিবাসী। কেশববাবু শুক্রবার এসেছিলেন খেলা দেখতে। তা, প্রায় দু'ইনিংস মিলিয়ে সওয়া পাঁচশো রানের আইপিএল ম্যাচ দেখে বেরনোর সময় ঈষ বেদনাগ্রস্ত ভাবে বলছিলেন, 'আচ্ছা, এটা কি ক্রিকেট? মারতে আমি মাহিকেও (মহেন্দ্র সিং ধোনিকে যে নামে ডাকা হয়) দেখেছি। ছোটবেলা থেকে বেধড়ক মারত। কিন্তু টি-টোয়েন্টি তে এখন যা দেখছি, বোলারদের তো আর ভূমিকাই নেই! পুরোটাই ব্যাটারদের খেলা হয়ে গিয়েছে।'' ধোনি-দ্রোণাচার্যের আক্ষেপ-আফশোস অযৌক্তিক নয়। এ যা চলছে, তাতে এরপর টি-টোয়েন্টি থেকে বোলার প্রজাতিই না গায়েব হয়ে যায়!

বিশ্ব ফুটবলেই স্মরণীয় এক ঘটনা

প্রিমিয়ার লিগে ফিরে আনন্দে মাতল লেস্টার সিটি

২৭ এপ্রিল ঃ ২০১৫-১৬ মৌসুমে রূপকথার গল্প লিখে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল লেস্টার সিটি। হিসাবের বাইরে থাকা দলটির শিরোপা জয় শুধু ইংলিশ ফুটবলেই নয়, বিশ্ব ফুটবলেই স্মরণীয় এক ঘটনা হয়ে আছে। চলতি মৌসুমে জাবি আলোনসোর বায়ার লেভারকুসেন লিগ শিরোপা নিশ্চিত করার পরও প্রাসঙ্গিকভাবে সামনে এসেছে লেস্টারের সেই ইতিহাস গড়ার প্রসঙ্গ। কিন্তু লেভারকুসেনের সঙ্গে লেস্টারকে মিলিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন ইংল্যান্ডের ক্লাবটি চালিয়ে যাচ্ছিল শীর্ষ স্তরে ফিরে আসার লড়াই। আগের মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের ১৮ নম্বরে থেকে শেষ করায় দ্বিতীয় স্তরে নেমে যেতে হয়েছিল লেস্টারকে। তবে ফেরার লড়াইয়ে অবশেষে জিতেছে ' গতকাল রাতে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের কাছে লিডস ইউনাইটেড ৪-০ গোলে হেরে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়েছে লেস্টার সিটির প্রিমিয়ার লিগে ফেরা।ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে শীর্ষে আছে লেস্টার। ৪৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৯৪। দুইয়ে থাকা লিডসের পয়েন্ট ৪৫ ম্যাচে ৯০। লিডসের সামনে আর ম্যাচ আছে একটি। এই এক ম্যাচে লিডসের পক্ষে লেস্টারকে টপকানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে তিনে থাকা

ইপসউইচের পয়েন্ট ৪৩ ম্যাচে ৮৯। তিন ম্যাচে পয়েন্ট টেবিলে একমাত্র তাদের সামনে সুযোগ আছে পরের তিন ম্যাচে লেস্টারকে টপকে যাওয়ার। তবে এরপরও লেস্টারকে দুইয়ের নিচে নামানো সম্ভব নয়, ফলে শীর্ষ দুইয়ে থেকে লেস্টারের প্রিমিয়ার লিগে ফেরা এখন নিশ্চিত। বলে রাখা ভালো, চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ দুই সরাসরি প্রিমিয়ার লিগ নিশ্চিত করলেও তিন থেকে ছয়ে থাকা দলগুলোকে খেলতে হয় প্লে-অফ টুর্নামেন্ট। সেই টুর্নামেন্টে যারা জিতবে, তারাই তৃতীয় দল হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে ফেরার সুযোগ পাবে। প্রিমিয়ার লিগে ফেরা লেস্টারের সামনে এখন সুযোগ আছে চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ পয়েন্ট অর্জনের। সে ক্ষেত্রে সামনে থাকা দুটি ম্যাচই অবশ্য জিততে হবে তাদের। এ ছাড়া এই সোমবারেই চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা নিশ্চিত হতে পারে লেস্টারের। সে ক্ষেত্রে প্রেস্টনের বিপক্ষে নিজেদের জয়ের পাশাপাশি হাল সিটির বিপক্ষে ইপসউইচের পয়েন্ট হারানোর প্রার্থনা করতে হবে। তবে ইপসউইচের সুযোগ আছে সরাসরি প্রিমিয়ার লিগের টিকিট নিশ্চিত করার। সে জন্য পরের ৩ ম্যাচ থেকে তাদের অর্জন করতে হবে ৫ পয়েন্ট। প্রিমিয়ার লিগের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর উন্মাতাল হয়ে উদযাপন করতে দেখা গেছে লেস্টারের খেলোয়া।দের। রাস্তায় নেমে আসেন লেস্টার সমর্থকেরাও। লেস্টারের পতাকা হাতে নেচে-গেয়ে দলের প্রত্যাবর্তনকে উদ্যাপন করেছে তারা। খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের উদ্যাপনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছে লেস্টার।

লা লিগ ঃ শিরোপার কাছাকাছি রিয়াল মাদ্রিদ

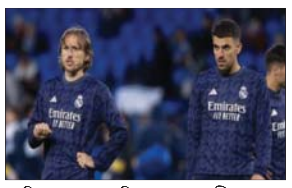

মাদ্রিদ, ২৭ এপ্রিল ঃ ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার গভীর রাতে লা লিগার ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল সোসিয়েদাদ ও রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পায় রিয়াল মাদ্রিদ। একমাত্র গোলটি করেন ১৯ বছর বয়সী আর্দা গুলার। এই ম্যাচ জয়ের ফলে লিগ শিরোপা জয়ের দিকে আরও এগিয়ে গেল কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। বাকি পাঁচ ম্যাচ থেকে আর ৪ পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই শিরোপা জয় নিশ্চিত হবে আনচেলত্তি শিষ্যদের। ৩৩ ম্যাচে ২৬ জয় ও ৬টি খেলা অমিমাংসিত রেখে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট এখন ৮৪। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com